# ধর্ম – ধর্মনিরপেক্ষতা ও ইসলামি জেহাদ



তপন কুমার ঘোষ
নিত্যরঞ্জন দাস

# ধর্ম-ধর্মনিরপেক্ষতা ও ইসলামি জেহাদ

তপন কুমার ঘোষ
নিত্যরঞ্জন দাস

তুহিনা প্রকাশনী

প্রাপ্তিস্থান
১২ সি, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০৭৩

-ঃ প্রকাশক ঃ-
তপন কুমার ঘোষ
৫, ভুবন ধর লেন
কলকাতা-৭০০০১২

-ঃ গ্রন্থসত্ত্ব ঃ-
নিত্যরঞ্জন দাস

-ঃ প্রথম প্রকাশ ঃ-
মে, ২০০৯

-ঃ মুদ্রণ ঃ-
নিউ বঙ্গশ্রী প্রেস
১২/২, মদন মিত্র লেন
কলকাতা-৭০০০০৬

-ঃ মূল্য ঃ-
৬০.০০ (ষাট) টাকা মাত্র

বিগত ১৩০০ বৎসর ধরে বিশ্বব্যাপী ইসলামি জেহাদে যে অর্দ্ধ শত কোটি হিন্দু ও অন্য ধর্মাবলম্বী মানুষ নিহত হয়েছেন এবং এখনও হচ্ছেন; তাঁদের স্মৃতির উদ্দেশ্যে এই ক্ষুদ্র পুস্তকখানি উৎসর্গ করা হল।

# বিষয়সূচী

# ধর্ম-ধর্মনিরপেক্ষতা ও ইসলামি-জেহাদ

## ধর্ম

পাশ্চাত্যের Religion আর ভারতের 'ধর্ম' পদটি সমার্থক নয়। 'ধর্ম' পদটির অর্থ, ব্যাপক ও তাৎপর্যপূর্ণ। সাধারণভাবে বলা যায় 'ধর্ম' হল সর্বজীবের কল্যাণকর কতিপয় সার্বজনীন নীতির সমাহার। ইহার বুৎপত্তিগত অর্থ হল—'যাহা ধরিয়া রাখে'—অর্থাৎ ধারণ করে। যে আদর্শ শুধু সমাজ নয়, বিশ্বকে ধরে রেখেছে ; যে বস্তু থাকাতে ব্যক্তি তার স্বকীয়তায় ব্যক্ত হয়—তাই ধর্ম। হিন্দুধর্ম কোনও বিশেষ মতবাদ বা কোনও অবশ্যপালনীয় কঠোর নিয়মাবলী প্রণয়ণ করে নাই। "কতকগুলি বিশ্বজনীন মৌলিক সত্য এবং সেই সকল হইতে বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গীর দ্বারা যে সকল সিদ্ধান্ত নিরুপিত হইয়াছে, তাহারই সমষ্টির উপর হিন্দুধর্ম প্রতিষ্ঠিত।" [১] কবিগুরু বলেছেন "প্রাচ্য সভ্যতার কলেবর ধর্ম ; ধর্ম বলিতে Religion নহে সামাজিক কর্তব্যতন্ত্র ; তাহার মধ্যে যথাযোগ্য ভাবে রিলিজিয়ন পলিটিকস্ সমস্তই আছে। তাহাকে আঘাত করিলেই সমস্ত দেশ ব্যথিত হইয়া উঠে ; কারণ সমাজই তাহার ধর্মস্থান, তাহার জীবনী শক্তির অন্য কোন আশ্রয় নেই।"

খ্রীষ্টান, ইসলাম বা অন্যধর্মের সঙ্গে হিন্দু ধর্মের মৌল পার্থক্য আছে। খ্রীষ্ট ধর্মের প্রবর্তক হলেন যীশুখ্রীষ্ট—ঈশ্বরের পুত্র। এই ধর্মের আকর গ্রন্থ হল বাইবেল। অন্যদিকে হজরত মহম্মদ ইসলাম ধর্মের প্রবর্তক। তিনি হলেন—আল্লাহ্‌র (ভগবান, ঈশ্বর বা God নন' আল্লার কোন শরিক নেই) শেষ পয়গম্বর। এই ধর্মের মূল গ্রন্থ হল কোরান। অন্যদিকে হিন্দুধর্মের কোন নির্দিষ্ট প্রবর্তক নেই। ভারতবর্ষের এই ধর্ম 'অনাদি', 'সনাতন' নামে অভিহিত, ব্যাখ্যা করে আচার্য ডঃ বসু বলেন—'অনন্ত জ্ঞানরাশি যাহা ঋষিগণের অতীন্দ্রিয় অনুভূতির নিকট যুগ পরম্পরায় বেদরূপে প্রকটিত হয়েছিল, যাহা অবিনাশী, কারণ উহা কোন ব্যক্তি-বিশেষের ধারণার ন্যায় সীমিত ও বিকারশীল নহে এই জন্যও হিন্দুধর্ম শাশ্বত ও সনাতন।" [২] স্বামী বিবেকানন্দ বলেন—"এই সেই প্রচীন ভূমি, যে স্থান হইতে উৎসারিত হইয়াই তত্ত্বজ্ঞান পরবর্তীকালে, অন্যান্য দেশে প্রসার লাভ করিয়াছিল ...... ধর্ম ও দর্শনের সর্বোচ্চ আদর্শ সকল এইখানেই চরম পরিণতি লাভ করিয়াছিল। এই সেই ভূমি, যেখান হইতে ধর্ম ও দার্শনিক তত্ত্বসমূহ বন্যার ন্যায় প্রবাহিত হয়ে সমগ্র পৃথিবীকে প্লাবিত করিয়াছে।" [৩] হিন্দু দর্শনের অতলান্ত গভীরতায় বিমুগ্ধ চিত্ত সুবিখ্যাত জার্মান দার্শনিক শোপেনহরের শ্রদ্ধার্ঘ্য— "সারা পৃথিবীতে বেদান্তের ন্যায় এত

---

১. ডঃ দুর্গাদাস বসু—হিন্দুধর্মের সারতত্ত্ব, পৃঃ ১৯

২. ঐ, পৃঃ ৪

৩. এক নাথ রাণাডে—স্বামীজীর হিন্দুরাষ্ট্র চিন্তা, পৃঃ ১৯

উন্নত এবং মঙ্গলময়ী পাঠ্য কিছু নাই। জীবিতাবস্থায় আমি ইহা ইহতে সান্ত্বনা পাইয়াছি, মৃত্যুকালে পাইব প্রশান্তি। (In the whole world there is no study so beneficial and elevating as that of the upanishads. It has been the solace of my life—it will be solace of my death) [১]

বিশ্ব বিখ্যাত ঐতিহাসিক Dr. Arnold Toynbee তাঁর "Indian Contribution of World thought and Culture" গ্রন্থে সনাতন হিন্দুধর্ম ও হিন্দু সংস্কৃতির ভূমিকা বিশ্লেষণ করে লিখেছেন—"ভারতীয় ধর্ম সমূহে বর্জনের মানসিকতা নেই। সত্যের রহস্যের উন্মোচনে বিকল্প পথকে তারা মেনে নিতে রাজী। আমরা যদি নিজেদের ধ্বংস করতে না চাই এবং যেই যুগে একটা পরিবারের মত আমাদের বাঁচতে শিখতে হবে তখন এই সমূহ ভারতীয় ধর্মীয় চেতনা সকল ধর্মেরই মানুষের বাঁচার একমাত্র পথ। (..... I feel sure that ..... this catholic minded Indian religion sprit is the only way of salvation for human beings of all religion .....) [২]

মানব সভ্যতার এক অপূর্ব বিস্ময় ভারতীয় সংস্কৃতি। মিশর, ব্যাবিলন, গ্রীস, রোম ও মহাচীনের সভ্যতা প্রাচীনত্বের দাবি করতে পারে। কিন্তু সেই সকল সভ্যতার আজ আর চিহ্ন মাত্র নেই। কিন্তু ভারতীয় সভ্যতা যেন চিরনবীন, প্রাণবন্ত ও সক্রিয়। এর কারণ হল হিন্দুধর্ম, ভারতীয় সভ্যতা বলতে যা বুঝি তা সর্ব অর্থেই হিন্দু সভ্যতা। হিন্দু সংস্কৃতিইহল ভারতীয় সংস্কৃতি। দার্শনিক শ্রেষ্ঠ ডঃ রাধাকৃষ্ণণ বলেছেন—"ভারত একটি ঐতিহ্য, একটি ভাব ও একটি আলোর বর্তিকা। তার ভৌগলিক ও ভাবগত সীমা এক নয়। হিন্দুত্ব চিন্তা ও সাধনার এমন এক উত্তরাধিকার যা জীবনের গতির সঙ্গেই গতিশীল। ....ভারতবর্ষ সমস্ত মূল্যের মধ্যে আধ্যাত্মিক মূল্যকেই সর্বশ্রেষ্ঠ স্থান দেয়।" [৩] একই উপলব্ধি বিকেকানন্দেরও—"আমাদের এই পবিত্র মাতৃভূমির মূল ভিত্তি, মেরুদণ্ড বা জীবনকেন্দ্র একমাত্র ধর্ম'। [৪] ভারতের জ্ঞান-বিজ্ঞান, সাহিত্য শিল্পকলার প্রেরণার মূলে এই ধর্ম ভাবনা, আমাদের রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ শুধুমাত্র ধর্মশ্রাস্ত্র নয়। তাতে ভারতের সুপ্রাচীন ইতিহাস (যখন অন্যত্র সভ্যতার উন্মেষ পর্যন্ত হয়নি।) দর্শন, নীতিশাস্ত্র, আইন ও সমাজতত্ত্ব কাব্যের সুললিত ছন্দে বর্ণিত হয়েছে। স্বামীজী বলেন—"এই দেশের পক্ষে তাহার বিশেষত্ব সূচক ধর্মজীবন পরিত্যাগ করিয়া রাজনীতি অথবা অপর কিছুকে জাতীয় জীবনের মূল ভিত্তিরূপে গ্রহণ করা সম্ভব নহে।' [৫] কিন্তু দুর্ভাগ্য

---

১. F. Max Muller—India—What can it teach us ? Preface-XX
২. আচার্য ডঃ ধ্যানেশ নারায়ণ চক্রবর্তী—সংস্কৃতির সংকটে ভারত, পৃঃ ৪৭
৩. সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ—ধর্ম ও সমাজ, পৃঃ ৯২
৪. স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ—স্বামী বিবেকানন্দের ভারত প্রত্যাবর্তন, পৃঃ ১৫
৫. স্বামী লোকেশ্বরানন্দ সম্পাদিত—চিন্তা নায়ক বিবেকানন্দ, পৃঃ ২২২

ভারতবাসীর। অন্তসার শূন্য উচ্চবুলির আড়ালে ধর্মের দেশ ভারতবর্ষ হতে তার জাতীয় ধর্মকে নির্বাসনে পাঠাবার এক গভীর চক্রান্ত শুরু হল। শিক্ষিত হিন্দুর একাংশের মধ্যে স্বধর্মের প্রতি অযৌক্তিক বিদ্বেষ ও অমূলক অনীহা কূ-চক্রীদের সহায়ক হয়। আচার্য ডঃ দুর্গাদাস বসু বিষয়টিকে সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করেছেন—"এমন তথাকথিত শিক্ষিত হিন্দুও আছেন যিনি নিজের ধর্মের ত্রুটি বা অযৌক্তিকতা প্রতিপন্ন করিতে পরিলে শ্লাঘা বোধ করেন।* কিন্তু সমস্যাটির মূলেও আছে প্রকৃত জ্ঞানের অভাব।" [১]

এর কি কারণ হতে পারে? বিজ্ঞানের নব নব আবিষ্কারে ভোগ্য সামগ্রীর প্রাচুর্য, ভোগবাদের প্রাধান্য ? ইহা কখনও ধর্ম বিমুখতা ও স্বধর্ম বিদ্বেষের কারণ হতে পারে না। তবে কি ধর্ম বিদ্বেষী কোন বিদেশী তত্ত্ব? সম্ভবত তাই। মার্কসবাদের নামে রুশ কম্যুনিষ্টরা কাইজারের জার্মানীর সহায়তায় ১৯১৭ সালে রাশিয়ায় ক্ষমতা দখল করে। অতঃপর সর্বাধিক শক্তিশালী প্রচার যন্ত্রের মাধ্যমে তারা বিশ্বব্যাপী শুরু করে মার্কসবাদের মহিমাকীর্তন। বস্তুবাদী মার্কসের ধর্ম সম্বন্ধে মতবাদ হল—" জনগণের পক্ষে অফিম স্বরূপ।" মার্কসবাদের পয়গম্বর মহামতি লেনিন** এই তত্ত্বকে ব্যাখ্যা করে বলেন—

(ক) ধর্ম আধ্যাত্মিক পীড়নের অন্যতম প্রকার বিশেষ (লেনিন ধর্ম প্রসঙ্গে-৭)

(খ) জগতের সবচেয়ে জঘন্য একটা জিনিসের উপদেশ—ধর্মপ্রচার (ঐ পৃঃ ১৫)

(গ) মার্কসবাদ হল বস্তুবাদ ..... ধর্মের বিরুদ্ধে আমাদে লড়তে হবে। এটা সমস্ত বস্তুবাদের, সুতরাং মার্কসবাদের অ-আ-ক-খ। .... সুতরাং ধ্বংসহোক ধর্ম, নিরীশ্বরতা জিন্দাবাদ (ঐ পৃঃ ২৩)

(ঘ) মার্কসবাদীকে হতে হবে বস্তুবাদী, অর্থাৎ ধর্মের শত্রু (পৃঃ ২৫)। [২]

সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের ঋত্বিক লেনিন ১৯২৩-এ সোভিয়েত রাশিয়ার সরকারি শিক্ষা সম্মেলনে বলেন—"আমরা পৃথিবী হতে রাজাদের হটিয়ে দিয়েছি, এখন আমরা স্বর্গ

---

* অন্যধর্মাবলম্বীদের মধ্যে এইরূপ স্বধর্ম বিদ্বেষ অকল্পনীয়

** পাঁচ কোটি রাশিয়ানকে হত্যা (৬০ লক্ষ ইহুদি হত্যার জন্য হিটলার ফ্যাসিষ্ট বলে নিন্দিত—পাঁচকোটি রুশ জনতাকে হত্যা করে স্ট্যালিন কম্যুনিষ্টদের নিকট বিশ্ব বন্দিত) এবং জনগণের উপর বর্বর দানবীয় অত্যাচার করার জন্য লেনিনের মন্ত্রশিষ্য ষ্ট্যালিন আজ রাশিয়াসহ সমগ্র পৃথিবীতে মানবতার শত্রুরূপে নিন্দিত ধিকৃত। কিন্তু যে Red Guard, NKVD (গুপ্তচর বিভাগ—পরবর্তী কালের (KGB) ও একদলীয় স্বৈরাচারী রাষ্ট্র কাঠামোর সুযোগ নিয়ে ষ্ট্যালিন এই নরমেধ যজ্ঞে সফল হয়েছিলেন—তার স্থপতি কিন্তু স্বয়ং মহামতি লেনিন।

---

১. ডঃ দুর্গাদাস বসু—হিন্দুধর্মের সারতত্ত্ব, পৃঃ ২

২. লেনিন—ধর্ম প্রসঙ্গে, পৃঃ ৭, ১৫, ২৩, ২৫

হতে রাজাদের (দেবতাদের)* তাড়িয়ে দেব। আমরা নিশ্চয়ই ঘৃণা করব। বিদ্বেষই হল কম্যুনিজমের ভিত্তি। পিতা-মাতা যদি কম্যুনিষ্ট না হন, তাহলে তাঁদের ঘৃণা করতে সন্তানদের অবশ্যই শেখাতে হবে। (We have struck the kings from the Earth—Now let us strike the kings from the heavens. We must hate. Hatred is the basis of communism. Children must be taught to hate their parents. If they are not communists. (Truth, Golden Jub. Vol. p. 75) [১]

বিদেশী গুরুর এদেশীয় শিষ্যরা মার্কস লেনিনের "অমৃতবাণী" দিবারাত্র "বীজমন্ত্রের" ন্যায় জপ করে হয়ে উঠলেন হিন্দু বিদ্বেষী দেশদ্রোহী। এদেশের সরকার স্বীকৃত বুদ্ধিজীবীদের গুরু হলেন গান্ধী-নেহেরু অথবা লেনিন-ষ্ট্যালিন-মাও, রাষ্ট্রশক্তির সহায়তায় হিন্দুধর্ম ও হিন্দু জাতিকে নির্মূল করতে এরা দায়বদ্ধ। হাতিয়ার—ধর্ম নিরপেক্ষতা।

সহস্র বৎসরের মুসলিম শাসনে ভারত বিধ্বস্ত হীনবীর্য, হীনবল। ভারত আত্মার মূর্ত প্রতীক স্বামীজী শুধুমাত্র ধর্ম প্রচারক বা সমাজ সংস্কারক ছিলেন না। ভারতের নব জাগরণ ছিল তাঁর স্বপ্ন। তিনি উপলব্ধি করেন জাতীয়তাবোধের উন্মেষ ব্যতিরেকে এ জাতির মুক্তি অসম্ভব। নির্বীর্য জাতিকে ক্ষাত্রশক্তি ও ব্রহ্মতেজে উদ্বুদ্ধ করতে তনি বলেন—"অভয়মই" বেদান্তের মর্মবাণী, গীতার শিক্ষাও পুরুষার্থ ও শক্তির উন্মেষ, তিনি কম্বু কণ্ঠে ঘোষণা করেন—"ভারতের মৃত্তিকা আমার স্বর্গ, ভারতের কল্যান আমার কল্যাণ"। স্বামীজীর ঐতিহাসিক দূরদৃষ্টি অনুসরণ করে স্বামী প্রজ্ঞানন্দ লিখেছেন—"...ত্যাগ ও চরম সত্যের অপরোক্ষ জ্ঞানকে ভিত্তিস্বরূপ অবলম্বন করিয়াই ভারতের জাতীয়তারূপ সৌধ চিরকাল দণ্ডায়মান রহিয়াছে, ঐ জাতীয়তার প্রাণশক্তি ভারতের ধর্মের ভিতরেই নিহিত। জাতীয় ঐক্যের নীতি ঘোষণা করে স্বামীজী বলেছিলেন—A nation in India must be a union of those whose hearts beat to the same spritual tune.[২] 'ভারতের ভবিষ্যৎ' বিষয়ে বক্তৃতায় তিনি বলেন—"শান্তি, ধর্ম, ভাষা, গভর্নমেন্ট— এই সমস্ত নিয়েই জাতি গঠিত হয় ; কিন্তু উহাদের মধ্যে কোন একটি মাত্রই ভিত্তিস্বরূপ হইয়া থাকে, এবং বাকি সব আমরা উহারই উপর গড়িয়া তুলি। ধর্মই

---

* লেনিন বলেন—"ধর্মকে দেশ (রাশিয়া) থেকে সমুলে উচ্ছেদ করতে হবে। ঈশ্বর বিহীন দেশই শ্রেষ্ঠ দেশ (Rligion must be abolished. The best Country is a godless Country.) এই নীতি বাস্তবায়িত করতে রাশিয়ায় প্রায় সকল গীর্জা ধুলায় মিশিয়ে দেওয়া হয়। ধর্মাচরণের অপরাধে হাজার হাজার মানুষকে হত্যা করা হয় ; নির্বাসন দেওয়া হয় তুষারাবৃত সাইবেরিয়ায়।

---

১. আচার্য ডঃ ধ্যানেশ নারায়ণ চক্রবর্তী—সংস্কৃতির সংকটে ভারত, পৃঃ ১৯-২০

২. স্বামী লোকেশ্বরানন্দ সম্পাদিত—চিন্তা নায়ক বিবেকানন্দ, পৃঃ ৭৩

ভারতীয় জীবনের মূল সুর এবং ঐ ভিত্তিতেই ভারতীয় জাতি গড়িয়া উঠিতে পারে" [১] জাতীয়তাবোধ গঠন ও জাতির পুনরুত্থানে স্বামীজীর অবদানকে শ্রদ্ধা জানিয়ে ঐতিহাসিক রমেশ চন্দ্র মজুমদার লিখেছেন ঃ আধ্যাত্মিক মূল্যবোধের উপর স্থাপন করে তিনি ভারতীয় জাতীয়তাবাদকে প্রাণবন্ত ও সজীব করে তুলেছিলেন (Vivekananda vitalised the nationalism of India by putting it on a spiritual level....) [২]

শ্রী অরবিন্দের শ্রদ্ধার্ঘ্যঃ 'ভারতের জাতীয় আদর্শের বীজ বিবেকানন্দের ভিতর নিহিত ছিল। ..... বিবেকানন্দই আমাদের জাতীয় জীবনের গঠন কর্তা। তিনিই ইহার প্রধান নেতা। স্বামীজীর অমূল্য অবদানের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়ে চক্রবর্তী রাজা গোপালাচারী বলেন ঃ স্বামী বিবেকানন্দ হিন্দুধর্ম ও ভারতবর্ষকে রক্ষা করেছেন। তাঁর জন্যই আমাদের ধর্ম রক্ষা পেয়েছে এবং আমরা স্বাধীনতা লাভ করেছি। আমরা সমস্ত বিষয়েই তার নিকট ঋণী। (Swami Vivekananda Saved Hinduism and Saved India. But for him we would have lost our religion and would not have gained our freedom. We therefore owe everything to Swami Vivekananda.[৩]

১. স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ—স্বামী বিবেকানন্দের ভারত প্রত্যাবর্তন, পৃঃ ৩৯
২. স্বামী লোকেশ্বরানন্দ—চিন্তা নায়ক বিবেকানন্দ, পৃঃ ৭৩
৩. ঐ — পৃঃ ৭৪

# ধর্মনিরপেক্ষতা

## পটভূমি

১৯১৪ সাল। দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে গান্ধী এলেন ভারতে "হিন্দু মুসলমান" মিলন তত্ত্ব * নিয়ে। যার নির্যাস হল মুসলমানের স্বার্থে হিন্দুকে চরম ত্যাগ স্বীকার করতে হবে। তবেই নাকি ভারত স্বাধীন হবে। এই উদ্দেশ্যে ১৯২১ সালে মহম্মদ আলি সৌকত আলি ও মৌলানা আজাদকে নিয়ে তিনি সংঘটিত করেন খিলাফত আন্দোলন। (সারা ভারত খিলাফত কমিটির সভাপতি ছিলেন গান্ধী) ফলশ্রুতি : কেরালার মালাবার অঞ্চলের মুসলমান ১৫০০ হিন্দুকে হত্যা করে। ইসলামে ধর্মান্তরিত করা হয় ২০,০০০ হিন্দুকে। হাজার হাজার হিন্দু নারী হয় অপহৃতা ও ধর্ষিতা, সর্বস্ব হারিয়ে গৃহহীন হয় ১,০০,০০০ হিন্দু।** অতঃপর মুসলমান শুরু করে ভারতব্যাপী দাঙ্গা ; সর্বশেষ,

---

* একদিন মুসলমান লুণ্ঠনের জন্যই ভারতে প্রবেশ করিয়াছিল, রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য আসে নাই। সেদিন কেবল লুঠ করিয়াই খান্ত হয় নাই, মন্দির ধ্বংস করিয়াছে, প্রতিমা চূর্ণ করিয়াছে, নারীর সতীত্ব হানি করিয়াছে, বস্তুত অপরের ধর্ম ও মনুষ্যত্বের পক্ষে যতখানি আঘাত ও অপমান করা যায়, কোথাও কোন সঙ্কোচ মানে নাই, দেশের রাজা হইয়াও তাহারা এই জঘন্য প্রবৃত্তির হাত হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারে নাই। ঔরঙ্গজেব প্রভৃতি নামজাদা সম্রাটের কথা ছাড়িয়া দিয়াও যে আকবর বাদশার উদার বলিয়া এত খ্যাতি ছিল, তিনিও কসুর করেন নাই। মনে হয়, এ সংস্কার উহাদের মজ্জাগত হইয়া উঠিয়াছে। .....বস্তুত মুসলমান যদি কখনও বলে হিন্দুর সহিত মিলন করিতে চাই, সে যে ছলনা ছাড়া আর কি হইতে পারে ভাবিয়া পাওয়া কঠিন।

—শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, বর্তমান হিন্দু-মুসলমান সমস্যা—শরৎ রচনাবলী—৩য় খণ্ড, পৃঃ ৪৭৩।

** গান্ধী মোপলা মুসলমানদের কোন নিন্দা করেন না। তিনি বলেন—মোপলারা সাহসী, ধর্ম ভীরু। তারা ধর্মের জন্য ধর্ম নির্দেশিত পথেই সংগ্রাম করছে। (.....brave God fearing Moplahs who were fighting for what they consider as religion and in a maner which they consider as religious. [১] খিলাফত আন্দোলনের তাৎপর্য বিশ্লেষণ করে স্বাধীনতা সংগ্রামী এ্যানি বেসন্ত বলেন—"মালাবার আমাদের শিখিয়েছে ইসলামি শাসনের মাহাত্ম। ভারতের আমরা আর একটি খিলাফতরাজ দেখতে চাই না। .....সারা ভারতের মুসলমান এবং গান্ধী প্রকাশ্যে তাদের পক্ষ সমর্থন করেছে। গান্ধী এরকমও বলেছেন, তাদের ধর্ম যেভাবে শিখিয়েছে তারা সেইভাবেই কাজ করেছে। আমার আশঙ্কা—তাই হয়তো সত্যি। কিন্তু সভ্য জগতে এমন জাতির স্থান নেই, যাদের ধর্ম শিক্ষা দেয় যে,

---

১. R. C. Majumder—History of the Freedom Movement in India, Vol-III, p.161

'পাকিস্তান' দাবি করে ১৯৪৬ সালে কলকাতা, নোয়াখালি সহ সারা ভারতে হিন্দু রক্তের প্লাবন বইয়ে দেয়। পাকিস্তান দাবি সমর্থন করে গান্ধী-কংগ্রেস-কম্যুনিষ্ট জোট।

বিভক্ত হল মানব সভ্যতার পীঠস্থান ভারতবর্ষ—গঠিত হল মুসলমানদের জন্য পবিত্র রাষ্ট্র "পাকিস্তান"। পরিকল্পনা মত গান্ধীর হিন্দু-মুসলমান মিলন তত্ত্ব খণ্ডিত ভারতে এল ধর্ম নিরপেক্ষতার ছদ্মবেশে।

## ধর্মনিরপেক্ষতা

মধ্যযুগে ইওরোপে রাজা ও চার্চের মধ্যে ক্ষমতার পৃথকীকরণের উদ্দেশ্যেই Secular, এই পদটির প্রচলন। রাজা ও পোপ একে অপরের এক্তিয়ারে হস্তক্ষেপ করবে না। Secularism-এর অভিধানিক অর্থ হল পার্থিব, জাগতিক, পবিত্র কিছু নয়, ধর্ম ও ঈশ্বর বিরোধী। এক কথায় নাস্তিক্যবাদ—Worldly, not sacred, not ecleclastical, temporal, sceptical of religious truth, opposed to religious education. এই অর্থে একমাত্র কম্যুনিষ্টরাই যথার্থ secular, কারণ, তারা ধর্মদ্বেষী, ঈশ্বরের ঘোরতর

---

যারা স্বধর্ম ছেড়ে ইসলাম গ্রহণে অনিচ্ছুক, তাদের উপর চালাতে হবে ধ্বংসের তাণ্ডব......। বিংশ শতাব্দীর সভ্য মানুষ হয় এই মধ্যযুগীয় বর্বরতায় বিশ্বাসীদের সভ্যতা শেখাবে অথবা দেশের বাইরে পাঠাবে নির্বাসনে। ..... স্বাধীন ভারতের চিন্তার সময় মুসলমান শাসনের এই ভয়ংকর বিপদের বিষয়টিও চিন্তা করতে হবে। (..... Malabar has taught us what Islamic rule still means and we do not want to see another specimen ofthe "Khilaphat Raj" in India. How much sympathy with the Moplas is felt by Muslims outside Malabar has been proved by the defence raised for them by their fellow believers and by Mr. Gandhi himself, who stated that they had acted as they belived that religion taught them to act. I fear, that is true ; but there is no place in a civilised land for people who believe that their religion teaches them to murder, rob, burn, or drive away out of the country those who refuse to apostatise from their ancestral faiths ..... and people living in the 20th century must either educate people who hold these Middle Age views or else exile them.... In thinking of an Independent India, the menace of Muhammedan rule has to be considered.) [১]

গান্ধী নেহেরু ও তাঁদের পারিষদবর্গ এ্যানি বেসান্তের সতর্ক বাণীতে কর্ণপাত করেন নি। তাই তো শুধুমাত্র পশ্চিম পাকিস্তানেই ২৫/৩০ লক্ষ হিন্দু-শিখ নিহত হয় ; লক্ষ-লক্ষ হিন্দু নারী অপহৃতা ধর্ষিতা হয়। সর্বস্ব হারিয়ে উদ্বাস্তু হয় কয়েক কোটি হিন্দু-শিখ। তাই খণ্ডিত ভারত মুসলিম জেহাদীদের অভয়ারণ্য। ধর্ম যাদের বর্বর করছে—কে তাদের সভ্যতা শেখাবে?

---

১. নিত্যরঞ্জন দাস—মুসলিম শাসন ও ভারতবর্ষ, পৃঃ ১৭৯-১৮০
Quoted—Dr. B. R. Ambedkar—Writings & Speeches Vol.-8, p. 274-275

শত্রু, পক্ষান্তরে মুসলমান খুবই ধর্মনিষ্ঠ। তাদের পারিবারিক, সমাজজীবন ও রাষ্ট্রব্যবস্থা কঠোর ধর্মীয় অনুশাসনের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। এই কারণে মুসলিম রাষ্ট্রমাত্রই হল ধর্মীয় রাষ্ট্র (Theocratic State)। আল্লাহ্ হলেন এই রাষ্ট্রের সার্বভৌম সম্রাট। বাদশাহ হলেন তাঁর প্রতিনিধি মাত্র। ইসলাম ধর্মের প্রচার ও প্রসারেই শাসকের প্রয়োজনীয়তা—তাঁর অস্তিত্বের সার্থকতা। ইসলাম ধর্মে অবিশ্বাস মুসলিম রাষ্ট্রে রাষ্ট্রদ্রোহিতার সামিল। ..... সকল বিধর্মীকে ইসলামে ধর্মান্তর ও ইসলামের প্রতি সকল প্রকার বিরোধিতাকে নির্মূল করাই হল মুসলিম রাষ্ট্রের প্রকৃত আদর্শ।* (By theory of its origin the state is a theocracy. Its true king is god, and earthly rulers are merely his agents ..... the civil authorities exist solely to spread and enforce the true faith. In such a state, infidelity is logically equivalent to treason ..... The conversion of the entire population to Islam and the extinction of every form of dissent is the ideal of the Muslim State)[১]

দেশ কালের ব্যবধানে ইসলামের বিধানের কোন পরিবর্তন হয় না। তা অপরিবর্তনীয় ও অলঙ্ঘ্য। তাই একবিংশ শতাব্দীতেও পাকিস্তানের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি পরভেজ মুশারফ দাবি করেন—ইসলামের জন্যই এই রাষ্ট্রের সৃষ্টি। ইসলামই সেনা বাহিনীর শক্তি ও সামর্থ্যের উৎস (This country was created for Islam. This religion gives the army its inner strength, its potential. (The Statesman 7.8.2001) মুসলমান Secularism বা ধর্মনিরপেক্ষতায় বিশ্বাস করে না। কোন মুসলিম রাষ্ট্র Secular নয়। তবে এই ধর্মনিরপেক্ষতা কেন ও কার জন্য .....?

ধর্মনিরপেক্ষতার দু'রকম ব্যাখ্যা হতে পারে। (ক) ধর্মের ব্যাপারে রাষ্ট্র হবে সম্পূর্ণ নিস্পৃহ ও নিরপেক্ষ, অথবা (খ) সর্ব ধর্মে 'সমদর্শী'। ভারতের চিরাচরিত ঐতিহ্য হল সর্বধর্ম সমভাব। পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও সহিষ্ণুতা মানব সভ্যতার ভিত্তি স্বরূপ। এই অর্থে ধর্মনিরপেক্ষতা সভ্যতার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। এ সম্বন্ধে মুসলমানদের দৃষ্টিভঙ্গী তাদের প্রতিনিধি স্থানীয় সর্বভারতীয় সংগঠন 'Jamat-e-Islami Hind সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করেছে—"বর্তমান পরিস্থিতিতে মুসলমান ধর্মনিরপেক্ষ সরকারকে স্বাগত জানায়।.... কিন্তু কেহ যদি নেহাৎ এই প্রয়োজনীয়তা ছাড়াও কোন গভীরতর তাৎপর্য মনে পোষণ করেন তবে আমরা সহমত হতে পারছি না (ধর্মনিরপেক্ষতার) এই দার্শনিক তাৎপর্যের উৎপত্তি পাশ্চাত্যে। ইহার দৃষ্টিভঙ্গী ও ইতিহাস আমাদের মানসিকতা ও প্রয়োজনীয়তার

---

* এই জন্যই পাকিস্তান হিন্দুশূন্য ..... ইসলামিক রাষ্ট্র বাংলাদেশের প্রায় ১ কোটি হিন্দুর মাথার উপর ইসলামের উদ্যত শাণিত তরবারি। জল্লাদের-কারাগারে অবরুদ্ধ ; প্রতি মুহূর্তে তারা গুনছে মৃত্যুর প্রহর।

---

১. Sir J. N. Sarkar—History of Aurangzib Vol-III, p. 163-164

সঙ্গে সঙ্গতিহীন। রাষ্ট্র হবে ধর্মনিরপেক্ষ। কিন্তু ধর্মনিরপেক্ষতার দায়বদ্ধতা বা কর্তব্য হতে মুসলমানকে দিতে হবে অব্যাহতি (The Jamat has categorically stated, in the present circumstances it wants the secular form of Govt. to continue ; but if beyond this utilitarian expediency some people have the deeper connotation in mind, we beg to differ. These philosophical connotations are essentially western in origin, and carry a spirit and history which are toally foreign to our temper and needs. The state must remain secular but the Muslims should be saved from secularism.[১] অধিকার ও কর্তব্যের মধ্যে একটা অঙ্গাঙ্গী সম্পর্ক বিদ্যমান। আমি স্বাধীনভাবে ধর্মাচরণ করব—এ আমার অধিকার। অন্য ধর্মাবলম্বী মানুষ আমার ধর্মমতের প্রতি হবে সহিষ্ণু। তেমনি অন্য ধর্মের মানুষও স্বাধীনভাবে ধর্মাচরণ করবে। তাদের প্রতি আমিও হব সহিষ্ণু—এ আমার কর্তব্য। কিন্তু মুসলমানের মনোভাব সুবিধাবাদের চরম নিদর্শন! মুসলমান আপন অধিকার সম্বন্ধে পূর্ণ সচেতন—অথচ অপরের অধিকারের প্রতি ততোধিক বিরূপ। মুসলমান খুবই ধর্মনিষ্ঠ, তবে কি ধর্মীয় বিধানের জন্যই তার পরধর্ম অসহিষ্ণুতা? কী সে বিধান যা আল্লাহ্‌র মুখ নিঃসৃত হয়ে সংকলিত হয়েছে কোরানে?

আল্লাহ্ হলেন এই বিশ্ব জাহানের সর্বময় কর্তা। তিনি একেশ্বর, তাঁর কোন অংশীদার নেই। ইসলাম হল একমাত্র সত্য ধর্ম। যারা এই ধর্মে বিশ্বাস করে না, তারা হল সত্য প্রত্যাখ্যানকারী, কাফের, অবিশ্বাসী (যারা ইসলামে বিশ্বাস করে না।) অংশীবাদী (পৌত্তলিক, একাধিক দেবতায় বিশ্বাসী)। বিশ্বাসীদের (মুসলমান) হাত দিয়ে আল্লাহ্ তাদের দেন ভয়ংকর শাস্তি।

---

১. Musir-ul-Haq, Islam in Secular India, p. 117

## ভারতে মুসলমানের পরিচয়

মুসলমানের একটি বিশেষ গুণের অবশ্যই প্রশংসা করতে হয়। তা হল মুসলমানের অকপট সত্য ভাষণ। ভাষার ভিত্তিতে হিন্দুদের বিভিন্ন সম্প্রদায়—তামিল, তেলেগু, মারাঠী, বিহারী, বাঙালী ইত্যাদি। পরিচয় জানতে চাইলে হিন্দু প্রথমে বলবে বাঙালী, মারাঠী, রাজস্থানী ইত্যাদি। তারপর বলবে হিন্দু বা ভারতীয়। কিন্তু মুসলমান—তার বাস পাঞ্জাবে অথবা কেরালা যেখানেই হোক না কেন, নির্দ্বিধায় সে নিজেকে 'মুসলমান' বলে পরিচয় দেবে। এ তার ধর্মীয় ও জাতিগত পরিচয়। মুসলমান বিশ্বাস করে—আল্লাহ্ এই বিশ্ব জাহানের মালিক। (Sovereignty of Allah over the entire world) মুসলমান আল্লার সেবক। তাই সারা পৃথিবীই মুসলমানের। সেই লক্ষ্য পূরণেই দেশভাগ করে পাকিস্তান রাষ্ট্রের সৃষ্টি। কবি ইকবাল, প্রগতিশীল উদার ও জাতীয়তাবাদী—এই তাঁর পরিচয়, কিন্তু এ তাঁর বাইরের রূপ। অন্তরের অন্তস্থলে তিনি খাঁটি মুসলমান। তিনি ইসলামের নবজাগরণে বিশ্বাসী। তিনি দাবি করেন চীন, সমগ্র আরব ভূখণ্ড ও ভারতবর্ষ আমাদের। আমরা মুসলমান। সমগ্র পৃথিবীই আমাদের। বিংশ শতাব্দীতে মুসলমানের স্বতন্ত্র রাষ্ট্রের দাবির মুখ্য তাত্ত্বিক প্রবক্তা কবি স্যার মহম্মদ ইকবাল। তিনি বলেন, সভ্যতা-সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য* অনুযায়ী নিজেদের স্বাধীন পরিপূর্ণ বিকাশের জন্য ভারতে বসবাসকারী মুসলমানের সম্পূর্ণ সঙ্গত অধিকার আছে ভারতের মধ্যেই একটি স্বাধীন মুসলিম রাষ্ট্রের। (The Indian Muslims is entitled to full and free development–on the lines of his own culture and tradition in his own homeland.)[১]

লণ্ডন প্রবাসী কেম্ব্রিজ শিক্ষিত তরুণ রহমত আলি ইকবালের তত্ত্বকে ব্যাখ্যা করে Now or Never শীর্ষক একটি পুস্তিকায় বলেন—হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে সংঘাত হল দুটি জাতির মধ্যে সংঘর্ষ। তাঁর মূল প্রতিপাদ্য হল হিন্দু ও মুসলমান মূলত দুটি স্বতন্ত্র জাতি। আমাদের ধর্ম, সংস্কৃতি, ইতিহাস, পরম্পরা, সাহিত্য, অর্থব্যবস্থা বিবাহ ও উত্তরাধিকার সংক্রান্ত বিধিসমূহ হিন্দুদের থেকে সম্পূর্ণ পৃথক। এই পার্থক্য কতগুলি মৌলিক নীতির মধ্যেই সীমিত নয়। দৈনন্দিন জীবনের সর্বক্ষেত্রে তা প্রতিফলিত। হিন্দু ও মুসলমান এক সঙ্গে পানাহার করে না, স্থাপন করে না পরস্পরের সঙ্গে বৈবাহিক সম্পর্ক। আমাদের জাতীয় রীতি-নীতি, প্রথা, কালগণনা পদ্ধতি, আহার্য ও বেশভূষা—সকল কিছুই হিন্দুদের থেকে স্বতন্ত্র। (.... it was an international conflict between two national ambitions ..... his basic theory was that the Hindus

* মুসলমান সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য ভারতীয় সংস্কৃতি থেকে যদি পৃথক হয়—তবে সে তো বিদেশাগত এবং এখনও বিদেশী, তবে ভারতবর্ষে তার কোন অধিকার থাকতে পারে কি?

১. R. C. Majumder—History of the Freedom Movement in India, Vol.-III, p. 473

and Muslims were fundamentally distinct nations ...... we, Muslims and Hindus do not interdine ; we do not intermarry, our national customs and calenders, even our diet and dress are different)[১] সকল মুসলমানই রহমত আলির ব্যাখ্যা—বিশ্লেষণের সঙ্গে পূর্ণ সহমত পোষণ করে। জিন্নার বহু পূর্বেই দ্বি-জাতি তত্ত্বের ব্যাখ্যায় তিনি বলেন—"সুতরাং আমাদের জাতির ভাগ্যকে এক ভারতীয় জাতিত্বের* (ভারতীয় জাতীয়তাবাদ) স্বার্থের সঙ্গে যুক্ত করার অর্থ হবে আমাদের বংশধর ও ইতিহাসের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা ও মানবতার বিরুদ্ধে এক অমার্জনীয় অপরাধ। (Therefore for us to seal our national doom in the interest of one Indian nationhood would be a treachery against our posterity a betrayal of our history and a crime against humanity)[২]

ভারতে বহু বিদেশী জাতি এসেছে—কালক্রমে তারা হিন্দু বা ভারতীয় জাতি সত্ত্বায় লীন হয়েছে। ব্যতিক্রম মুসলমান। শুধু ভারত নয় পৃথিবীর কোথাও তারা মূল জাতিস্রোতের (National mainstream) সঙ্গে মিশে যায় নি। বজায় রেখেছে আপন ইসলামি স্বাতন্ত্র্য। চীন ও রাশিয়ার মুসলমানদের সম্বন্ধে Akbar S. Ahmad লিখেছেন ঃ এ সিদ্ধান্তে না এসে পারা যায় না যে, সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্র ও চীনে মুসলমানদের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নির্মূল করা যায়নি। তারা মূল জাতিস্রোতে মিশে না গিয়ে স্বীয় আত্মপরিচিতি বজায় রেখেছে (The Conclusion can't be escaped that Muslims in the

---

* জাতি (Nation)—পার্লামেন্ট, সুপ্রীম কোর্ট বা সংবাদপত্রের সম্পাদকের দপ্তরে গঠিত হয় না। ধর্ম, ভাষা, সংস্কৃতি ইতিহাস জাতি গঠনের মৌল উপাদান। স্বামীজী জাতি গঠনে ধর্মকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন। ইংরেজ রাষ্ট্রনীতিবিদ Lord Bryce জাতি বা Nation-এর যে সর্বসম্মত সংজ্ঞা দিয়েছেন—রহমত আলির ব্যাখ্যা তার সঙ্গে সম্পূর্ণ সামঞ্জস্যপূর্ণ।

এদেশে সত্যের পূজারী সত্যাশ্রয়ী গান্ধীর শ্রেষ্ঠ অবদান হল সত্যের অপমৃত্যু। তাঁর অক্লান্ত প্রচেষ্টায় এই হতভাগ্য দেশে এখন ইতিহাসের বিকৃতি ও অসত্যের বিজয় বৈজয়ন্ত! .... মুসলমান ভুলেও নিজেকে ভারতীয় বলে না—স্বীকার করে না ভারতীয় জাতীয়তাবাদকে। তবু গান্ধী নেহেরুর মন্ত্র-শিষ্যদের "হিন্দু-মুসলমান নিয়ে এক ভারতীয় জাতি"—এই সর্বনাশা মিথ্যা প্রচারের বিরাম নেই। তাদের দৃষ্টিতে হিন্দু ও মুসলমান দুটি জাতি নয়—সম্প্রদায় মাত্র। তবে তো প্রতিটি মুসলিম রাষ্ট্রের মুসলমান এক একটি বিশিষ্ট সম্প্রদায়। তবে OIC (Organisation of Islamic Countries) কেন? কেন Islamic Summit—মুসলিম রাষ্ট্রপ্রধানদের শীর্ষ সম্মেলন? ইসলাম ধর্ম বিশ্বের সকল মুসলমানকে এক ঐক্য সূত্রে আবদ্ধ করে গঠন করেছে মুসলিম জাতি। ১৯৪৭ সালে, হিন্দু ও মুসলমান দুটি স্বতন্ত্র জাতি—এই দ্বি-জাতি তত্ত্ব স্বীকার করেই কংগ্রেস কম্যুনিষ্ট জোট ভারত বিভাগে মুসলমানকে সমর্থন

---

১. Ibid, p. 473-474

২. Ibid, p. 474

USSR and China have neither been crushed out of existence nor assimilated beyond recognition)।[১] কম্যুনিষ্ট রাশিয়া ও চীনের একনায়কতন্ত্রী স্বৈরাচারী শাসন ব্যবস্থায় সমাজ ও ব্যক্তি জীবনও কঠোর সর্বাত্মক রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণের অধীন। সেখানেও মুসলমানকে মূল জাতিস্রোতের সঙ্গে মেশানো সম্ভব হয়নি।* আর ভারতবর্ষে হিন্দুর সঙ্গে মুসলমানের মিলন! একি শুধুই কল্পনা বিলাস অথবা আছে কোন

---

করেছে। কিন্তু এখন তাদের 'সম্প্রদায়' বলা হয় কোন যুক্তিতে? যুক্তি অবশ্য আছে। তা হল দেশ ভাগের পরেও যে ৩$\frac{১}{২}$ কোটি মুসলমানকে এদেশে রেখে দেওয়া হল, (বর্তমানে ২০ কোটি) হিন্দুর ন্যায় তাদেরও এদেশে সম-অধিকার আছে এই তত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত করা। যাতে মুসলমান পুনরায় এদেশকে ভাগ করতে পারে। 'সাম্প্রদায়িক' এই কথাটি দেশদ্রোহী অশুভ ধর্ম নিরপেক্ষ চক্রের দুষ্টবুদ্ধি প্রসূত।

"গাছের খাওয়া ও তলায় কুড়ানো" দুটি এক সাথে হয় না। একটাকে বেছে নিতে হবে। দুই ভাইয়ের যৌথ পরিবারে—ছোট ভাই প্রাপ্য সম্পত্তির অংশ বুঝে নিয়ে পৃথক হলে, বড় ভাইয়ের সম্পত্তিতে তার কোন অধিকার থাকে না। এদেশের ভূয়োদর্শী রাষ্ট্রনেতাগণ ও দিগ্‌গজ পণ্ডিতমণ্ডলী এই সাধারণ সত্যটি কেন বুঝতে চান না? তাঁদের কি কোন গোপন এ্যাজেন্ডা (Secret Agenda) আছে? অবিভক্ত ভারতে মুসলমান ছিল ২৩%, তারা জমি নিয়েছে ৩০%, এরপর খণ্ডিত ভারতে তাদের কোন অধিকার থাকতে পারে না।

(ক) কোন অ-মুসলমান দেশে মুসলমান কখনই মূল জাতি স্রোতে (national mainstream) মিশে যায় না। ভারতের ২০ কোটি মুসলমানের ক্ষেত্রেও এ কথাটি সমভাবে প্রযোজ্য। তারা বাস করে ভারতে, কিন্তু ভারতের নয়।

সপ্তদশ শতাব্দী। আওরঙ্গজেবের সঙ্গে যুদ্ধে পরাজিত হয়ে শাহজাদা সুজা বিশ্বস্ত সহচরদের নিয়ে সপরিবারে পালিয়ে যান ব্রহ্মদেশের দুর্গম আরাকান প্রদেশে। বিগত চারশ বছরে সেখানে গড়ে ওঠে নতুন নতুন মুসলিম বসতি। যেখানেই মুসলমান, সেখানেই স্বতন্ত্র রাষ্ট্র পাকিস্তান দাবি। কিন্তু মায়নামারের (বর্মা) মানুষ—সকলেই দেশপ্রেমিক জাতীয়তাবাদী। কোন ধর্মনিরপেক্ষ চক্র নেই—যে মুসলমানকে দেশ বিভাগে মদত দেবে। আরাকানের মুসলমান রোহিঙ্গা মুসলমান নামে পরিচিত। স্বতন্ত্র রাষ্ট্রের দাবিতে তারা শুরু করে হিংসাত্মক আন্দোলন। মায়নামারের সামরিক প্রশাসন বলপূর্বক প্রায় ৬০,০০০ মুসলমানকে পুশ ব্যাক (Push Back) করে বাংলাদেশে। নিশ্চিত হল দেশের অখণ্ডতা ও সার্বভৌমত্ব।

(খ) প্রতিবেশী শ্রীলংকা। জনগণকে প্রধানতঃ দুইভাগে ভাগ করা যায়। (১) সংখ্যাগরিষ্ঠ সিংহলী—ধর্মে বৌদ্ধ। সংখ্যালঘু তামিল—ধর্মে হিন্দু ও মুসলমান। সিংহলীদের প্রধান দল শ্রীলংকা ফ্রীডম পার্টি। দেশের নামেই দলের নামকরণ। তামিলদের দল হল LTTE, TULF প্রভৃতি। নামে কোন ধর্মীয় পরিচয় নেই। কিন্তু সে দেশের মুসলমান নিজেদের না বলে সিংহলী না তামিল। তারা স্বতন্ত্র দল গঠন করেছে—Ceylone Muslim Congress.

---

১. Akbar S. Ahmed—Discovering Islam, p. 116

গূঢ় উদ্দেশ্য? এসকল তত্ত্ব ও তথ্য গান্ধী-কংগ্রেস-কম্যুনিষ্ট নেতৃবৃন্দের অজানা নয়। প্রচার কৌশল পরিবর্তন করে তাঁরা বলেন, হ্যাঁ একথা ঠিক যে, বহু শতাব্দী পূর্বে বিদেশী মুসলমান ভারত জয় করেছে। কিন্তু বর্তমান ভারতীয় মুসলমানদের প্রায় সকলেই হিন্দু থেকে ধর্মান্তরিত হয়ে মুসলমান হয়েছে। তারা এদেশেরই সন্তান। ভারতের সভ্যতা-সংস্কৃতিতে তাদেরও আছে উত্তরাধিকার (মুসলমান কখনও স্বীকার করে না। তারা বলে না 'বন্দেমাতরম' বা 'ভারত মাতা কি জয়')। কিন্তু সত্য হল, ধর্মান্তরিত হয়ে ইসলাম গ্রহণ করার সাথে সাথেই তার মনোজগতে ঘটে আমূল পরিবর্তন। অতীত হারিয়ে যায় বিস্মৃতির অতল গহ্বরে। ভারতীয় বংশোদ্ভূত ত্রিনিদাদ নাগরিক নোবেল জয়ী স্বনামধন্য V. S. Naipaul-এর অনবদ্য বিশ্লেষণ ঃ উৎস বিচারে ইসলাম একটি আরব ধর্ম, যে মুসলমান আরব নয়, সে ধর্মান্তরিত। ইসলাম ব্যক্তিগত বিশ্বাস বা বিবেকের বিষয় নয়। সার্বভৌম সম্রাটের ন্যায় সে দাবি করে সর্বস্ব। পরিবর্তিত হয় বিশ্ব সম্বন্ধে ধর্মান্তরিতের দৃষ্টিভঙ্গী। তার পুণ্য তীর্থস্থান সমূহ আরবে ;আরবী তার দেব (পবিত্র) ভাষা, পরিবর্তিত হয় তার ঐতিহাসিক ধ্যান-ধারণা। নিজস্ব সত্ত্বা বিসর্জন দিয়ে ইচ্ছায় হোক অনিচ্ছায় হোক সে আরবীয় কাহিনীর অংশ বিশেষে পরিণত হয়। .... সমাজে সৃষ্টি হয় প্রচণ্ড বিক্ষোভ-আলোড়নের ; সহস্র বৎসরেও যার সমাধান না হতে পারে। তারা কে, কী তাদের পরিচয়—এ সম্বন্ধে তারা রচনা করে উদ্ভট কল্পকাহিনী। ধর্মান্তরিত দেশগুলিতে ইসলামের মধ্যে দেখা দেয় স্নায়ুরোগ জাত অবিশ্বাস ও সব কিছু ধ্বংস করার এক কঠিন সংকল্প। (যেন তপ্ত কটাহের উপর স্থাপিত) এই সকল দেশে সহজেই ঘটানো যায় বিস্ফোরণ।" (Islam in its' origin an Arab religion. Everyone not an Arab who is a Muslim is a convert. Islam is not simply a matter of conscince or private belief. It makes imperial demands. A convert's world view alters. His holy places are in Arab lands ; his scared language is Arabic. His idea of history alters .... the disturbance for societies is immense and even after a thousand years can remain unresolved. People develop fantasies about who and what thay are ; and in the Islam of converted

---

(গ) প্রতিবেশী নেপাল। মুসলমান সংখ্যালঘু সম্প্রদায়। "মুসলিম কমিশন", "কোটার" দাবিতে তাদের দল The United Muslim National Struggle Committee গত ১৫ই মার্চ কাঠমাণ্ডু বন্‌ধের ডাক দিয়েছিল (....Nepal's minority Muslim Community is on the warpath, announcing a series of bandhs.... The United Muslim National Struggle Committee has called a Kathmandu Valley Bandh on Sunday (15th Mar)—The Times of India, 14.3.2009

মুসলমানের এই ধর্মীয় পরিচয়ই ভারত ভাগের মূল কারণ।

countries there is an element of neurosis and nihilism. These countries can easily be set on boil. [১]

মুসলমান একটি স্বতন্ত্র জাতি ;অনন্য তার বৈশিষ্ট্য। পৃথিবীর অন্য কোন জাতির সঙ্গে তার মিল নেই। মুসলিম ঐতিহাসিক আয়েসা জালালের বিশ্লেষণে ঃ বিশ্বের সকল মুসলমান বিশ্বাস করে যে, আল্লাহ্ হলেন বিশ্বের একমাত্র সার্বভৌম সম্রাট এবং আল্লাহ্ এক ও অদ্বিতীয়। তাঁর কোন শরিক নেই। এই দুটি বিশ্বাস (Hakimiyat and Unity of God or Tauhid) হল ইসলামের বিশ্বজনীন ভ্রাতৃত্বের ভিত্তি স্বরূপ। ইসলামে ধর্ম ও রাজনীতি অভিন্ন। মুসলমান যে আঞ্চলিক জাতীয়তাবাদ স্বীকার করে না* তার তাত্ত্বিক ভিত্তি হল এই বিশ্বাস। (All Muslims subscribe to the hakimiyat or sovereignty of Allah over the entire world. Together with the belief in the Unity of God or Tauhid, the notion of divine sovereignty lies at the heart of the Islamic view of universal brotherhood. It offers ideological justification for rejecting territorial nationalism and the seperation of religion from politics)[২] দার্শনিক ইকবাল তাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিষয়টির ব্যাখ্যা করে বলেন ঃ "ইসলাম শুধুমাত্র আদর্শ নীতিশাস্ত্র নয়—ইহা একটি সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থাও বটে। মুসলমানের নিকট ধর্ম বিবেক বা ব্যক্তিগত বিষয় নয়। .....সে কারণেই ইসলাম তার সৃষ্ট সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থার সঙ্গে সুসংবদ্ধভাবে যুক্ত। তাই ইসলামের বিশ্বজনীন ভ্রাতৃত্বের আদর্শ বা সংহতিকে বাদ দিয়ে জাতীয় রাষ্ট্রের আদর্শ মুসলমানের নিকট অচিন্তনীয়। (Islam is not only an ethical Ideal ; it is also a "certain kind of polity". Religion for a Muslim is not a matter of private conscience or private practice ...... the religious ideal of Islam is therefore organically related to the social order which it has created ...... Therefore, the construction of a polity on national lines, if it means a displacement of the Islamic principle of solidarity, is simply unthinkable to a Muslim. [৩]

ইকবাল ও আয়েষা জালাল ইসলামের সার্বজনীন ভ্রাতৃত্বের আদর্শের উল্লেখ করেছেন। ডঃ বি. আর. আম্বেদকরের ভাষায় তার যথার্থ স্বরূপ ঃ ইসলামের ভ্রাতৃত্ব মানবজাতির বিশ্বজনীন ভ্রাতৃত্ব নয় .... এ হল মুসলমানের জন্য মুসলমানের ভ্রাতৃত্ব।

* তাই তো ভারতে বসবাসকারী মুসলমান ভারতীয় জাতীয়তাবাদে বিশ্বাস করে না। তার আনুগত্য ভারত নয়—পাকিস্তান সহ অন্য মুসলিম রাষ্ট্রের প্রতি।

১. নিত্যরঞ্জন দাস—মুসলিম শাসন ও ভারতবর্ষ, পৃঃ ২৩২-২৩৩ (Quoted from V. S. Naipaul—Beyond Belief-Prologue

২. Ayesha Jalal—Self and Sovereignty, p. 188

৩. V. S. Naipaul—Among the Believers, p. 153

যারা মুসলিম দুনিয়ার বাইরে তাদের জন্য আছে ঘৃণা ও বৈরিতা। (The brotherhood of Islam is not the brotherhood of man. It is bortherhood of Muslims for Muslims only .... for those who are outside the corporation there is only hate and enmity. [১]

পাকিস্তান রাষ্ট্রের প্রবক্তা ইকবাল ও মুসলিম ঐতিহাসিক আয়েসা জালালের তত্ত্ব থেকে দুটি জিনিস পরিষ্কার—

(ক) ভারতে যে ২০ কোটি মুসলমান আছে যাদের সর্ববিধ সুখ সাচ্ছন্দ্যের জন্য কেন্দ্রের সরকার ও ধর্মনিরপেক্ষ দলগুলির চেষ্টার ত্রুটি নেই, তারা ভারত রাষ্ট্রের নাগরিক, কিন্তু ধর্মীয় কারণেই তাদের পূর্ণ আনুগত্য ভারতের চিরবৈরী পাকিস্তানের প্রতি। তাই সুযোগ পেলেই মুসলিম মহল্লায় ওড়ে পাকিস্তানের পতাকা। শ্লোগান ওঠে পাকিস্তান জিন্দাবাদ—ভারত মুর্দাবাদ।

কাশ্মীরে আজাদির মিছিলে (পাকিস্তানের সঙ্গে সংযুক্তি) লক্ষ মুসলমান—সরকারি কর্মচারী, ডাক্তার, নার্স, ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক-শিক্ষিকা, ব্যবসায়ী, আইনজীবী পাক পতাকা হাতে মিছিল করে যায় রাষ্ট্রপুঞ্জের পর্যবেক্ষকের অফিসে স্মারকলিপি পেশ করতে। সেই উন্মত্ত জনতা শ্লোগান দেয়—"জিয়ে জিয়ে পাকিস্তান, তেরি জান, মেরি জান পাকিস্তান পাকিস্তান। তেরি মন্ডি, মেরি মন্ডি—রাওয়ালপিণ্ডি রাওয়ালপিন্ডি" (The Times of India, 19.8.2008)

লক্ষ কণ্ঠে কাশ্মীরের মুসলমান শ্লোগান দেয় "আমরা পাকিস্তানি, পাকিস্তান আমাদের, ইসলাম ধর্ম আমাদের এক সূত্রে গ্রথিত করেছে (We are Pakistani and Pakistan is us because we are tied with the country through Islam. (The Times of India—24.8.2008)

প্রকাশ্যে দেশদ্রোহিতা! অন্যদেশ হলে এদের স্থান হত কারাগারে। কিন্তু এ যে ধর্ম নিরপেক্ষ ভারত! মুসলমানের সার্বিক কল্যাণে আত্ম নিবেদিত ভারত সরকার নতুন নতুন সংখ্যালঘু কল্যাণ প্রকল্প রূপায়ণে সক্রিয়। এই ঘটনা থেকে এই সিদ্ধান্তেই আসতে হয় যে, সরকারের শীর্ষ নেতৃত্ব হয় ক্লীব নপুংসক অথবা হিন্দুর জাতশত্রু পাকিস্তানের এজেন্ট।

ইসলাম ধর্ম পৃথিবীর সকল মুসলমানকে এক সূত্রে আবদ্ধ করেছে। কাশ্মীরের মুসলমান যখন দাবি করে "আমরা পাকিস্তানি, পাকিস্তান আমাদের"—তখন তা কি ভারতে বসবাসকারী ২০ কোটি মুসলমানের মনের কথা নয়?

---

১. Dr. B. R. Ambedkar—Writings & Speeches, Vol. 8, p. 330

## বিদেশ নীতি ও সমর নীতির অন্তরায় মুসলমান

পাকিস্তানের সঙ্গে এ পর্যন্ত ভারতের তিনটি যুদ্ধ হয়েছে—'৪৭, '৬৫, '৭১ সালে। প্রতিবারই আক্রমণকারী পাকিস্তান পরাজিত হয়েছে। জয়ী হয়েছে ভারত। কিন্তু শান্তি চুক্তিতে লাভবান হয় পাকিস্তান। কেন?

১৯৪৭-সালের কাশ্মীর যুদ্ধ। কাশ্মীরের প্রায় অর্ধাংশ তখনও পাকিস্তানের অধিকারে। কিন্তু রণক্ষেত্রের সর্বত্রই ভারত পাল্টা আক্রমণ করে এগিয়ে চলেছে। সামরিক অবস্থা ভারতের অনুকূলে। বলেছেন ভি. পি. মেনন, খণ্ডিত ভারতের যোগ্যতম প্রথম স্বরাষ্ট্র সচিব। (By this time, let me add, the initiative was definitely in our favour along the entire front) [১] এই পরিস্থিতিতে প্রধানমন্ত্রী নেহেরু রাষ্ট্রপুঞ্জের তদারকিতে গণভোটের জন্য যুদ্ধ বিরতি ঘোষণা করেন। পরবর্তী ইতিহাস সকলেরই জানা।

'৬৫ সালের পাক-ভারত যুদ্ধ। আক্রান্ত ভারত প্রবল প্রতি আক্রমণে অধিকার করে বিশাল পাক ভূখণ্ড। ভারতের সাঁজোয়া বাহিনী এগিয়ে চলেছে রাওয়ালপিণ্ডি অভিমুখে। নিশ্চিত পরাজয়ের মুখে পাকিস্তান। তখন রুশ প্রধানমন্ত্রী কেসিগিন পাকিস্তানের ত্রাণের ভূমিকায়। ভারত যুদ্ধবিরতি করতে বাধ্য হয়। যুদ্ধ হয় পাকিস্তানে—শান্তি চুক্তি হয় কোসিগিনের মধ্যস্থতায় তাসখন্দে। নিঃশর্তে ভারত অধিকৃত ভূ-খণ্ড ফিরিয়ে দেয়। তাসখন্দেই রহস্যজনকভাবে মৃত্যু হয় প্রধানমন্ত্রী লাল বাহাদুর শাস্ত্রীর। কোন উচ্চ পর্যায়ের তদন্ত হয় না।

'৭১ সালের বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ ও সিমলা চুক্তি। পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী জুলফিকার আলি ভুট্টো। শেখ মুজিবরের নেতৃত্বে পূর্ব পাকিস্তান বিদ্রোহ ঘোষণা করে। ভারতের সহায়তায় বাংলাদেশ যুদ্ধে জয়লাভ করে। খণ্ডিত হয় পাকিস্তান। ভারতের হাতে বন্দী হয় লেঃ জেঃ নিয়াজী সহ ৯৩,০০০ পাক সৈন্য। পঃ রণাঙ্গণেও এক বিরাট ভূ-খণ্ড ভারত অধিকার করে। মার্কিন সেনেটর এডওয়ার্ড কেনেডির রিপোর্ট অনুযায়ী প্রায় ১-কোটি মানুষ ভারতে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়। এদের মধ্যে ৮০% হিন্দু, ১৫% মুসলমান ; অন্যান্য ৫%। পাকিস্তানি সেনা পূর্ব পাকিস্তানে যে নারকীয় অত্যাচার করে সে বিষয়ে তদন্ত করার জন্য পাক সরকার প্রধান বিচারপতি হামদুর রহমানের নেতৃত্বে এক কমিশন গঠন করে। কমিশনের প্রতিবেদন—পাক সেনা ৩০,০০০,০০ মানুষকে হত্যা করে—ধর্ষণ করে ২,০০,০০০ নারীকে। হতাভাগ্যদের বিরাট সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ ছিল হিন্দু। সেনাবাহিনীর নির্দেশে হিন্দুদের সকল বাড়ি ও প্রতিষ্ঠানে হলুদ রং-এর চিত্র একে দেওয়া হয়। লেঃ কর্ণেল আজিদ আহমদ খাঁ (সাক্ষী নং ২৭৬) কমিশনকে বলেন ঃ জেঃ নিয়াজী ঠাকুরগাঁও ও বোগরায় আমার শিবির পরিদর্শনে আসেন। "তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করেন—আমরা কত হিন্দুকে হত্যা করেছি। মে মাসে লিখিত ভাবে সকল

১. V. P. Menon—The Story of the Integration of The Indian States, p. 393

হিন্দুকে হত্যা করতে আদেশ দেওয়া হয় (....Gen. visited my unit at Thakargaon and Bogra. He asked us how many Hindus we had killed. In May, there was an order in writing to kill Hindus.....)[১]

১৬ই ডিসেম্বর, ১৯৭১ ঢাকায় ৯৩ হাজার পাক সৈন্যের আত্মসমর্পণের পর ১৯৭২ সালের এপ্রিলে পাক রাষ্ট্রপতি জনাব জুলফিকার আলি সকন্যা এলেন ভারতে। এই ভুট্টোই পরমাণু বিজ্ঞানী কাদের খান ও চীনের সহায়তায় গোপনে আণবিক বোমা তৈরীর প্রকল্প মঞ্জুর করেন। জনাব ভুট্টোই রাষ্ট্রপুঞ্জের অধিবেশনে ভারতের বিরুদ্ধে হাজার বৎসর যুদ্ধ করার হুমকি দেন। .....সেই ভুট্টোকে সিমলায় প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী রাজকীয় অভ্যর্থনা* জানান। তখন পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ চিত্রটি কিরূপ ছিল? পাকিস্তান দ্বি-খণ্ডিত। পশ্চিম পাকিস্তানের ৫০০০ বর্গ কিমি ভূমি হিন্দুস্থানের দখলে। ৯৩,০০০ পাক সৈন্য কাফের হিন্দুদের হাতে বন্দী। অবস্থা অগ্নিগর্ভ। যে কোন দিন হতে পারে সামরিক অভ্যুত্থান। ভুট্টোর প্রাণ বিপন্ন। এই অবস্থায় ইন্দিরা গান্ধী যদি একখানি সাদা কাগজ (blank paper) দিয়ে ভুট্টোকে বলতেন স্বাক্ষর করুন—শর্ত পরে জানিয়ে দেব ; ভুট্টো ইন্দিরাকে তিনবার 'আম্মা' বলে সেলাম করে তাতেই স্বাক্ষর করে সীলমোহর দিয়ে দিতেন। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে কী হল? পাক ভূ-খণ্ডের ৫০০০ বর্গ কিমি ভূমি ভারত ফিরিয়ে দিল। ৯৩,০০০ বন্দী পাক সৈন্য—যাদের যুদ্ধ অপরাধী রূপে বিচার হওয়া উচিত ছিল তাদের ফুলের তোড়া ও মিষ্টির প্যাকেট হাতে দিয়ে পাকিস্তানে সসম্মানে ফেরৎ পাঠানো হল। পৃথিবীর যুদ্ধের ইতিহাসে এই প্রথম একটি বিজিত দেশ শান্তি বৈঠক শেষে বিজয়ী বীরের ন্যায় সগৌরবে সব নিয়ে ফিরে গেল ; আর বিজয়ী দেশটি পেল এক শূন্যগর্ভ আশ্বাস—"অতঃপর সিমলা চুক্তির আধারে সকল পাক-ভারত সমস্যার শান্তিপূর্ণ সমাধান হবে।" এই হল বিখ্যাত (কুখ্যাত?) সিমলা চুক্তি। যার মাহাত্ম্যে এদেশের বিদ্বজ্জনেরা আজও ভাবে গদগদ—আবেগে আপ্লুত।

কিন্তু কেন এমন হয়? '৭১ সালে পাকিস্তান দু' টুকরো হয়ে 'বাংলাদেশের' আবির্ভাব এদেশের সকল মুসলমানের কাছে ছিল এক অপ্রত্যাশিত বিরাট বিপর্যয়। পাকিস্তান তাদের স্বদেশ, অভিভাবক ও রক্ষক। সেই পাকিস্তানের শোচনীয় পরাজয়ে তারা রুষ্ট ও ক্রুদ্ধ। তাই মুসলমানের প্রীতি লাভের জন্যই—যুদ্ধ অপরাধীদের বিচার হয় না ; রণক্ষেত্রে জয়ী হলেও প্রতিবারই শান্তি বৈঠকে ভারত হয় পরাজিত।

২৬/১১ মুম্বাইয়ে জেহাদী আক্রমণের পর স্বদেশে বিদেশে এরকম ধারণা হয়েছিল ; ভারত হয়তো পাকিস্তানে Surgical Strike (নির্দিষ্ট লক্ষ্যবস্তুতে অতর্কিতে বিমান হানা) করতে পারে। অনুরূপ আশঙ্কা ছিল পাকিস্তানেরও। কিন্তু বিদেশমন্ত্রী প্রণব মুখার্জী

---

এই রাষ্ট্রীয় আতিথেয়তা আন্তর্জাতিক রীতি-নীতি বিরোধী। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে পরাজিত জার্মান ও জাপান শান্তি বৈঠকে মিত্র শক্তির কাছ থেকে যে শীতল অভ্যর্থনা পেয়েছিল জনাব ভুট্টোর তাই প্রাপ্য ছিল।

---

১. Tathagata Roy—A Suppressed chapter in History, p. 305-306

পাকিস্তানকে আশ্বস্ত করে বলেন—যুদ্ধ কোন সমাধান নয়। সংবাদ মাধ্যমে প্রচারিত হল—পাকিস্তানও আণবিক শক্তিধর। পারমাণবিক সংঘর্ষ হতে পারে, অতএব আক্রমণ নয়। প্রকৃত কারণ তো অন্য। আয়তনে পাকিস্তান অপেক্ষা ভারত তিন গুণ বড়। একে বলা হয় Strategic depth—যা পাকিস্তানের নেই। পাকিস্তান যদি ভারতের কোন বড় শহরে বোমা ফেলে—ভারতের অবশ্যই ক্ষতি হবে। কিন্তু ভারতের পাল্টা আক্রমণে তো পাকিস্তানের চিহ্নমাত্র থাকবে না। সুতরাং পাক আনব বোমা নয়, অন্তরায় ভারতের মুসলমান। স্বপ্নের দেশ পাকিস্তানের বিপর্যয়ে মুসলমান যে রুষ্ট হবে .....।

পৃথিবীর অন্যতম ক্ষুদ্র রাষ্ট্র ইজরায়েল। কিন্তু কৃষি, শিল্প, বৈজ্ঞানিক গবেষণা, উচ্চ প্রযুক্তি, উন্নততর সমরাস্ত্র নির্মাণে শীর্ষস্থানীয়। ভারতকে সকল বিষয়ে সাহায্য সহযোগিতা করার জন্য একান্ত আগ্রহী। অন্তরায় মুসলমান। তারা ইজরায়েলের চির বৈরী। তাই আন্তর্জাতিক মঞ্চে ইজরায়েল বিরোধিতায় ভারত অগ্রণী ভূমিকায়।

## ধর্মনিরপেক্ষতা ও হিন্দু বিদ্বেষ

মুসলমানের পরিচয় পাওয়া গেল। ইসলামের বিধানের জন্যই মুসলমান ভারতকে স্বদেশ মনে করে না। বিশ্বাস করে না সকল ধর্মের শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানে। অ-মুসলমানদের হত্যা করে ভারতসহ সারা পৃথিবীতে দার-অল্-ইসলামের প্রতিষ্ঠাই তার স্থির লক্ষ্য। ভারতের ধর্ম নিরপেক্ষতা এই নিরিখেই বিচার্য।

ধর্মীয় সহিষ্ণুতা যদি ধর্মনিরপেক্ষতার মূল বৈশিষ্ট্য তবে পৃথিবীর সকল সভ্য গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রই ধর্মনিরপেক্ষ। কিন্তু ভারতের সঙ্গে তাদের মৌলিক পার্থক্য আছে। শ্রী দীপক বসু, Professor, International Economics, Nagasaki University, Japan—The Statesman (10th–11th, Jan 2005) Secular Principles শীর্ষক দুটি নিবন্ধে বিষয়টির তথ্যভিত্তিক তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ করেছেন।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মুদ্রা ডলারে লেখা থাকে—In the God we trust. প্রেসিডেন্ট ও অন্যান্যদের মন্ত্রগুপ্তির শপথ নিতে হয় ঈশ্বরের নামে। (In the USA money bears the words—"In the God we trust and pledge of Allegiance includes the pharase—under God.) প্রায় শতবর্ষ পূর্বে আমেরিকান প্রেসিডেন্ট আব্রাহাম লিংকন যে বাইবেল হতে নিয়ে শপথ নিয়েছিলেন ; বর্তমান প্রেসিডেন্ট বরাক ওবামা সযত্নে রক্ষিত সেই বাইবেল হাতে নিয়েই গত ২০শে জানুয়ারী শপথ নেন।

ইংলন্ড ক্যাথলিক নয়, প্রোটেষ্ট্যান্ট। সে দেশে চার্চ ও রাষ্ট্রের মধ্যে রয়েছে নিবিড় সম্পর্ক। রাজা হলেন চার্চের প্রধান। রাজবংশের কেহ ক্যাথলিক সম্প্রদায়ের কোন পুরুষ বা নারীকে বিবাহ করলে সিংহাসনের অধিকার হারাবে। (In England there is a close alliance between the church and the state... The monarch of England is the head of the church ..... any one (of the royal family) who marries a catholic can not be the monarch of England.)

জার্মানীতে খ্রীষ্টান ধর্মের অনেক সম্প্রদায়ের বাস। কিন্তু রাষ্ট্র দুটি নির্দিষ্ট সম্প্রদায়ের জন্য কর সংগ্রহ করে। উপরন্তু স্কুলে দেওয়া হয় ধর্ম শিক্ষা। (In Germany, the state collects taxes for two christian groups. Further more, there are religious lessons at school given by the state.)

জাপানে বর্তমানে "শিন্টো" ধর্মই প্রধান। শিন্টো পুরোহিতরা সকল সরকারি অনুষ্ঠান এবং শিল্প প্রকল্পের উদ্‌বোধনে ধর্মীয় বিধিমতে মাঙ্গলিক ক্রিয়াদি পরিচালনা করেন। (In Japan, Shinto is principal religion, shinto priests preside over all inaugurations of public ceremonies, even the inauguration of industrial plants.)

সুপ্রীম কোর্ট সম্প্রতি এক রায়ে বলেছে, 'হিন্দু ধর্ম হল ভারতের জাতীয় ধর্ম' (Hinduism can be called a general religion and common faith of India—Hindustan Times 21.3.2006) ইউরোপ-আমেরিকা-জাপানের দৃষ্টান্ত হতে দেখা যায় পৃথিবীর কোন দেশই তার জাতীয় ধর্মকে অবজ্ঞা অবহেলা করে না। শ্রদ্ধা করে সংখ্যা গরিষ্ঠ জনগণের আবেগ অনুভূতিকে। ব্যতিক্রম ধর্মনিরপেক্ষ ভারত। এদেশে হিন্দুধর্ম, হিন্দুত্ব আজ উপহাসের বস্তু—হিন্দু পরিচয় কলঙ্কের। গান্ধীর যে 'হিন্দু-মুসলমান' মিলন যজ্ঞে আত্মাহুতি দিয়েছে অর্ধকোটি হিন্দু, দ্বি-খণ্ডিত হয়েছে মাতৃভূমি*, খণ্ডিত ভারতে তাই দেখা দিল নবরূপে ধর্মনিরপেক্ষতার ছদ্মবেশে। সৌদি আরবের অর্থে পুষ্ট এই ধর্ম নিরপেক্ষতার ব্যবসায়ীদের আক্রমণের প্রথম ও প্রধান লক্ষ্য হল হিন্দুধর্ম ও হিন্দুজাতি। ভারতের সভ্যতা সংস্কৃতি যে সর্ব অর্থেই হিন্দু সভ্যতা—ধর্মনিরপেক্ষতার ধ্বজাধারীরা তা অস্বীকার করার সর্বপ্রকার চেষ্টা করছে। এ কি কোন অশুভ সংকেত? স্বামীজী বলেছেন ঃ "ধর্ম ভারতের অবনতির কারণ নয় .....প্রকৃত ধর্মের অভাবই ভারতবাসীর দুঃখের কারণ। .....ভারতীয় পরা ও অপরা সকল বিদ্যার উৎস এই ধর্ম চেতনা। ভারতের জ্ঞান বিজ্ঞান সাহিত্য ও শিল্প কলার প্রেরণার মূলে এই ধর্ম ভাবনা।" [১] এদেশে মুসলমান ও ধর্মনিরপেক্ষ জোট জেহাদ ঘোষণা করেছে সেই হিন্দুধর্ম ও হিন্দুজাতির বিরুদ্ধে।

---

*মাতৃ অঙ্গ ছেদনে সন্তান ব্যথিত হয়। মাতৃভূমি ভারতবর্ষ খণ্ডিত হলে হিন্দু হয়েছে বেদনাহত। মুসলমান হয়েছে উল্লসিত। কারণ তারা ভারতকে মা বলে স্বীকার করে না। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শেষে পৃথিবীতে ৪টি দেশ বিভক্ত হয়। জার্মানী, কোরিয়া, ভিয়েতনাম ও ভারতবর্ষ। প্রথমোক্ত তিনটি দেশের নামকরণ হয়েছে এইভাবে—পূর্ব ও পশ্চিম জার্মানি উত্তর ও দক্ষিণ কোরিয়া, উত্তর ও দক্ষিণ ভিয়েতনাম। কোন পক্ষই কিন্তু মাতৃভূমির নামে কোন পরিবর্তন করেনি। কারণ, তারা সকলেই তো জার্মান, কোরীয় বা ভিয়েতনামী। কিন্তু খণ্ডিত ভারতের একটি অংশ থেকে ভারত নামটি লুপ্ত হয়ে গেল—সেই সঙ্গে নিশ্চিহ্ন হল পাঁচ হাজার বৎসরের ধর্ম ও সংস্কৃতির গৌরবময় ইতিহাস।

---

১. স্বামী লোকেশ্বরানন্দ—চিন্তা নায়ক বিবেকানন্দ, পৃঃ ৬৫

বিবেকানন্দ বলেছেন ঃ "যখন সে নিজ পূর্বপুরুষগণকে স্বীকার করিতে লজ্জিত হয়, তখন বুঝিতে হইবে তাহার বিনাশ আসন্ন। আমি এই হিন্দু জাতির মধ্যে একজন অতি নগন্য ব্যক্তি ; তথাপি আমার জাতির পূর্ব পুরুষগণের গৌরবে গৌরব অনুভব করিয়া থাকি। তোমরা ঋষির বংশধর, সেই অতিশয় মহিমাময় পূর্বপুরুষগণের বংশধর আমি যে তোমাদের স্বদেশীয় ইহাতে আমি গর্ব অনুভব করিয়া থাকি।"[১]

গর্ববোধ করেন বিদেশী ইংরেজ। Mark Tully, B.B.C.-র প্রতিনিধিরূপে দীর্ঘকাল ছিলেন ভারতে। লন্ডনে এক আলোচনা চক্রে তিনি বলেন ঃ আমি বিশ্বাস করি, ভারতের উচিৎ হবে তার আপন সভ্যতার প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা। অধিকাংশ ভারতবাসীই বিশ্বাস করে তাদের সভ্যতা মূলতঃ হিন্দু সভ্যতা। আশ্চর্যের বিষয় হল, ভারতে যেই না আপনি হিন্দু ধর্মের সম্বন্ধে কিছু বললেন, অমনি আপনাকে BJP অথবা RSS* এর লোকে বলে অভিহিত করা হবে। কিন্তু আমি গভীর ভাবে বিশ্বাস করি যে, ভারতের গর্বের সঙ্গে দাবি করা উচিৎ হিন্দুত্ব বা হিন্দুধর্মই হল আমাদের সভ্যতার ভিত্তি ;এবং হিন্দুদেরও গর্বের সঙ্গে ঘোষণা করা উচিৎ যে তারা হিন্দু (I believe that India has to have some way of expression its respect for its own civilisation .... most Indians feel that there is a Hindu base to their civilisation. He further says : As soon as you talk about Hinduism in Bharat, are immediately been accused of or told that you are BJP or RSS or something like that .....

---

দ্বিতীয়ত প্রথমোক্ত তিনটি দেশে জনগণ পুনরায় পুনর্মিলন দাবি করেছে। আন্তর্জাতিক রাজনীতির কারণে তা বিলম্বিত হয়েছে। আজ জার্মানী ও ভিয়েতনাম ঐক্যবদ্ধ ; কোরিয়াতেও দুই অংশের মধ্যে ঐক্য আলোচনা চলছে। এদেশে হিন্দু অখণ্ড ভারত গঠনে ঐকান্তিক আগ্রহী। বিরোধী মুসলমান। তারা ভুলেও অখণ্ড ভারতের দাবি করে না। কারণ তারা ভারতীয় নয়। জনসংঘ ও হিন্দুমহাসভা এ দাবি করত। ধর্ম নিরপেক্ষ রাজনৈতিক দলগুলি তাকে সাম্প্রদায়িক বলে নিন্দা করে।

* এর অর্থ কি এই যে, RSS, BJP, VHP, হিন্দু-সংহতি ও সমগোত্রীয় অন্য হিন্দু সংগঠনের সমর্থকরাই হিন্দু, অন্যরা জন্মসূত্রে হিন্দু হয়েও প্রায় শতবর্ষব্যাপী ধর্ম নিরপেক্ষতার 'ট্যাবলেট' নিয়মিত সেবন করে হিন্দু বিদ্বেষী নব মুসলমান?

RSS—রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সঙ্ঘ। রাষ্ট্রের সেবা করা যাদের ঘোষিত লক্ষ্য। এদেশের স্বঘোষিত বুদ্ধিজীবীদের নিকট তারা হলেন সাম্প্রদায়িক। কিন্তু যে Muslim League—ভারতে হিন্দু রক্তের প্লাবন বইয়ে দিয়ে দেশভাগ করেছে, তারা হল Secular বা ধর্মনিরপেক্ষ। কংগ্রেস-কম্যুনিষ্টদের জোট সঙ্গী, সোনিয়া-মনমোহনের প্রগতিশীল সরকারের অংশীদার...।

---

১. একনাথ রাণাডে—স্বামীজীর হিন্দুরাষ্ট্র চিন্তা, পৃঃ! ৮০

But I do profoundly believe that India needs to be able to say with pride, yes our civilization has a Hindu base to it and for Hindus to be able to say with pride that they are Hindus.

(The Asian Age 27.8.97)

## মুক্তি সংগ্রামের মন্ত্র—বন্দেমাতরম

স্বামী বিবেকানন্দ ও সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র ছিলেন হিন্দু জাগরণ ও জাতীয়তাবাদের অগ্রদূত। উভয়ের দৃষ্টিতেই ভারত ভূমি মাতৃরূপে প্রতিভাত। 'স্বামীজীর অগ্নিগর্ভ বাণী, ত্যাগ ও বিশ্বাসের আদর্শ পরাধীনতার নাগপাশে আবদ্ধ, গভীর অবসাদ ও নৈরাশ্য ক্লিষ্ট ক্ষীয়মান মুমূর্ষ জাতির প্রাণে প্রগাঢ় দেশপ্রেম, অপরিসীম আত্মবিশ্বাস ও অত্যুগ্র আশার সঞ্চার করে ভারতে এক নবযুগের সূত্রপাত করল'।[১] উত্তরবঙ্গের সন্ন্যাসী বিদ্রোহকে কাল্পনিক গৌরবময় ভূমিকায় স্থাপন করে বঙ্কিমচন্দ্র "আনন্দমঠে দেশাত্মবোধের—মহাকাব্য রচনা করেন ..... এর অগ্নিগর্ভ স্বদেশপ্রেম ও রক্তাক্ত আত্মোৎসর্গ সন্ত্রাসবাদের যুগে বিপ্লবীদের মনে উদ্দীপনা ও হাতে আগ্নেয়াস্ত্র জুগিয়েছিল, আর বন্দেমাতরম তো পরবর্তীকালে সমরসঙ্গীতে পরিণত হয়েছিল"—লিখেছেন শ্রী অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়—বিভাগীয় প্রধান, (অবসরপ্রাপ্ত) বাংলা, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী বঙ্কিমচন্দ্র সম্বন্ধে বলেছেন—তিনি আমাদের আচার্য, তিনি আমাদের ঋষি, তিনি আমাদের মন্ত্রদ্রষ্টা, সে মন্ত্র বন্দেমাতরম। কিন্তু গানটিতে পৌত্তলিকতার (অতএব ইসলাম বিরোধী) অভিযোগ তুলে আপত্তি জানায় মুসলমান। ভারতে ইসলামের প্রতিনিধি গান্ধী নেহেরু মুসলমানের দাবি অনুযায়ী সিদ্ধান্ত করেন যে, গানটির মাত্র প্রথম দুটি স্তবক গাওয়া যেতে পারে। প্রায় অর্ধ শতবর্ষ ব্যাপী যে মহাসঙ্গীত ভারতবর্ষে দেশপ্রেমের যে উত্তাল তরঙ্গ সৃষ্টি করেছিল এবং স্বদেশ প্রেমের বন্যায় দেশবাসীকে প্লাবিত করেছিল ; মুসলমানের প্রীতি লাভে সেই সঙ্গীতকে দ্বি-খণ্ডিত করা হল। দ্বি-খণ্ডিত হল তাঁর 'প্রাণময়ী ও মনোময়ী আত্মিক মূর্তি'। পরিণাম ভারত বিভাগ। বঙ্কিমচন্দ্র যথার্থই বলেছেন—যে জননীকে স্বর্গাদপি গরিয়সী মনে করিতে পারে না, সে জাতি মধ্যে হতভাগ্য। আমরা সেই হতভাগ্য জাতি। সকল ধর্মের উপর স্বদেশ প্রেম ইহা বিস্মিত হইও না।

ধর্মনিরপেক্ষ ভারতে স্বদেশ প্রেম ও জাতীয়তাবোধ নিন্দিত। তাই তো দেশ ও জাতির অস্তিত্ব আজ বিপন্ন। ইসলামি জেহাদের আল্লা-হো-আকবর রণহুঙ্কারে ভারত আতঙ্কিত ও বিধ্বস্ত। ভারত বিরোধী ধর্মনিরপেক্ষ দুষ্ট চক্র 'বন্দেমাতরম'-এর বিরোধিতায় এখনও সক্রিয়। ১৯৯২ সাল। লোকসভা স্পীকারের আহূত সভায় General

১. স্বামী লোকেশ্বরানন্দ—চিন্তা নায়ক বিবেকানন্দ, পৃঃ ১১৯

Purpose Committee সিদ্ধান্ত নেয়, জাতীয় সংহতিকে শক্তিশালী করার জন্য লোকসভার অধিবেশন—"বন্দেমাতরম" দিয়ে শুরু হবে, শেষে গাওয়া হবে "জনগণ মন"। মুসলিম লীগের (কেন্দ্রে কংগ্রেস ও কেরালায় কম্যুনিষ্ট সরকারের শরিক) সাংসদ সুলেমাইন সইত আপত্তি জানিয়ে বলেন এ গান মুসলমানের ধর্মবোধে আঘাত দেয়। তাকে সমর্থন করেন বাবরি মসজিদ এ্যাকশন কমিটির চেয়ারম্যান ও জনতা দলের প্রাক্তন সাংসদ সৈয়দ সাহাবুদ্দিন, CPI-র ইন্দ্রজিৎ গুপ্ত (ইনি বগুড়ার দাঁতের ডাক্তার আমেদের তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রী সুরাইয়া বেগমকে বিবাহ করার জন্য ইসলামে ধর্মান্তরিত হন—নতুন নাম হয় ইমতিয়াজ গনি) CPI (M)-এর সোমনাথ চ্যাটার্জী (বিগত লোকসভার স্পীকার) এবং কংগ্রেসের চন্দ্রজিৎ যাদব। .....৭ই সেপ্টেম্বর (২০০৬) 'বন্দেমাতরম্'-এর শতবর্ষ পূর্তি উপলক্ষে কেন্দ্রীয় মানবসম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রক থেকে এক সার্কুলারে সকল রাজ্য সরকারকে ঐদিন স্কুলে গানটি গাইবার নির্দেশ দেওয়া হয়। আপত্তি জানায় মুসলমান। দিল্লীর জামা মসজিদের শাহী ইমাম সৈয়দ আহমেদ বুখারি বলেন—বন্দেমাতরম্ গানটি মুসলিম ধর্মীয় বিশ্বাসের বিরোধী। মুসলমানের তীব্র প্রতিক্রিয়ায় মন্ত্রী অর্জুন সিংহ জানান, বন্দেমাতরম্ বাধ্যতামূলক নয়। প্রতিবাদ জানিয়ে বিজেপি'র বিজয় কুমার মালহোত্রা বলেন—"....কেন্দ্রীয় মানবসম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রী আসলে উগ্রপন্থী এবং জাতীয়তাবাদ বিরোধীদের কাছে আত্মসমর্পণ করেছেন"—(আনন্দ বাজার ২২.৮.২০০৬) দেশের জাতীয় সঙ্গীত গাওয়া বা না গাওয়া কি ঐচ্ছিক হতে পারে?

ধর্মনিরপেক্ষ ভারত। ডাঃ জাকির হোসেন রাষ্ট্রপতি। সরকারি অর্থে তিনি রাষ্ট্রপতির বাড়ির মধ্যেই নির্মাণ করেন মসজিদ। (The Statesman 10th and 11th Jan, 2005) সে মসজিদ এখনও বিদ্যমান। হিন্দু রাষ্ট্রপতিদের জন্য কি মন্দির নির্মাণ করা হয়েছে? প্রাক্তন কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ডঃ মুরলী মনোহর যোশী নয়া দিল্লীর বিজ্ঞান ভবনে রাজ্য শিক্ষামন্ত্রীদের এক সম্মেলন আহ্বান করেন। বিষয় শিক্ষা। সম্মেলনের উদ্‌বোধন হয় জ্ঞানের অধিষ্ঠাত্রী দেবী সরস্বতী বন্দনা দিয়ে ঃ প্রতিবাদে কংগ্রেস—কম্যুনিষ্ট শাসিত রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রীগণ ত্যাগ করে সম্মেলন কক্ষ। কিন্তু সরকারি অনুষ্ঠানে কোরান পাঠের আসরে যোগ দেন সানন্দে। ২০০৪ সালে পশ্চিমবঙ্গের জনৈক CPI (M) মন্ত্রী রেড রোডে প্রচার মাধ্যমের উপস্থিতিতেই ঈদের নামাজ পরিচালনা করেন। পঃ বাংলার CPI (M) পরিচালিত বামফ্রন্ট সরকার মুসলমানকে তুষ্ট করার জন্য বাংলার গর্ব ছৌ-নাচ থেকে গণেশ বন্দনা (ছৌ-নাচের আবশ্যিক নৃত্য অঙ্গ) বাদ দিয়েছে। অন্য দিকে মাদ্রাসার জন্য বামফ্রন্ট সরকার অঢেল অর্থ ব্যয় করছে। কোরান-হাদিস মাদ্রাসার প্রধান পাঠ্যসূচী। কোরানে অ-মুসলমানদের বলা হয়েছে কাফের। যাদের হত্যা করাই হল পরম কারুণিক আল্লাহর বিধান। জনগণের অর্থে মুসলমানদের এই শিক্ষা দেওয়া হয়। ধর্মনিরপেক্ষতার নামে এই দ্বি-চারিতা বিশ্লেষণ করেছেন Bibhuti Bhusan Nandy—Former Addl.

Secy. RAW .... Ministers (CPI-M) boycott Saraswati bandana at public functions, and excise, Ganesh Bandana from 'Chau' Dance but do not mind sitting through koran talewat at official function ..... The State Govt. Spends more than Rs. 15-crores (much larger now) annually on Madrasa education, focussed on teaching Koran and Hadis—the Koran which calls all non-muslims kafirs and ordains gratitious annihilation, is taught at state expenses. (The Statesman 21.1.2005)

ধর্মের দেশ, দেবভূমি এই ভারতবর্ষ। এদেশের শিল্প, সাহিত্য-সঙ্গীতে তো ধর্মের প্রভাব থাকবেই। বস্তুতঃ ধর্মকে অস্বীকার করে আজ পর্যন্ত কোন সভ্যতা সংস্কৃতি গড়ে ওঠেনি। ভারতের জনগণের শতকরা প্রায় ৮০ জন হিন্দু। ভারতের জাতীয় সংগীতে মৃন্ময়ী মাতৃ মূর্তির চিন্ময়ী রূপ কল্পনা তো থাকাই স্বাভাবিক। তাতে বিধর্মী বিজাতীয় মুসলমানের আপত্তি করার কোন সঙ্গত অধিকার আছে কি? গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থা সংখ্যাগুরুর মতানুসারে 'পরিচালিত হয় বিশ্বের সর্বত্র। তবে এদেশে সংখ্যালঘু মুসলমানের মতকে অগ্রাধিকার দেওয়া কেন? বিশেষত যে মুসলমান বিগত প্রায় ১৩০০ বছর ধরে ভারতের বুকে ভৈরব নর্তন করে চলেছে। বন্দেমাতরম্ গানটি গাওয়া হলে মুসলমানের ধর্মবোধ আহত হয় ঃ আবার অঙ্গচ্ছেদে হিন্দু হয় বেদনাহত। তাহলে বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুর ভাবাবেগকে অবজ্ঞা করে মুসলমানকে তোষণ করা হয় কোন যুক্তিতে। যুক্তি একটাই। ধর্মনিরপেক্ষতার অভিধানে হিন্দু আবেগ অনুভূতি শূন্য, ইট-কাঠ পাথরের ন্যায় 'জড়' পদার্থরূপে বিবেচিত হয়। এই অভিশপ্ত ধর্মনিরপেক্ষতার মূল মন্ত্র 'হিন্দু পীড়ন ও মুসলিম তোষণ'—উৎস যার গান্ধী-নেহরুর হিন্দু বিদ্বেষে ; রূপায়ণে কংগ্রেস-কম্যুনিষ্ট জোট।

## সংস্কৃত ও উর্দু

সংস্কৃত ভাষা আমাদের সুপ্রাচীন সভ্যতা-সংস্কৃতির ধারক। বিখ্যাত ফরাসী মনীষী ডঃ লুই রোনো যথার্থই বলেছেন ঃ পাশ্চাত্যের বিদগ্ধ মহলে ভারতের প্রতি যে সশ্রদ্ধ ভালবাসা রয়েছে, রয়েছে উচ্চ ধারণা, তার কারণ ভারতের পরম্পরাগত সংস্কৃতি। সর্বোপরি এই সংস্কৃতি সংস্কৃত ভাষার রত্ন ভাণ্ডারে সুরক্ষিত। রাজনীতিবিদ্দের আবেগ সর্বস্ব দীর্ঘ উত্তেজক ভাষণ সত্ত্বেও সংস্কৃত এবং ভারতবর্ষ অঙ্গাঙ্গীভাবে সম্পর্কযুক্ত। (If India is beloved and cherished among the elite of the west, it is on account of her traditional culture. And this culture is embeded above all in the treasure of Sanskrit. Sanskrit and India are inseperably connected inspite of all the transitory harangues of the politicians.[১] স্বদেশের গৌরবময় সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের আমরাও উত্তরাধিকারী, এই উপলব্ধি থেকেই দেশের প্রতি অনুরাগ

১. ডঃ ধ্যানেশ নারায়ণ চক্রবর্তী শাস্ত্রী—জন শিক্ষায় সংস্কৃত, পৃঃ ২১

ও দেশপ্রেমের সৃষ্টি। শুধু দেশপ্রেম নয়, বহু ভাষা ও রাজ্যে বিভক্ত ভারতবাসীর ঐক্য ও সংহতি স্থাপনেও সংস্কৃত ভাষার ভূমিকা অদ্বিতীয়। বিখ্যাত ঐতিহাসিক ও রাজনীতিবিদ ডঃ কে. এম. পানিক্কর বলেছেন, সংস্কৃত এবং সংস্কৃতর পরম্পরা হতে সম্পর্কচ্যুত হলে ভারতের সংহতি ও ঐক্য বিপন্ন হবে। (The unity of India will collapse if it ceases to be related to Sanskrit and breaks away from Sanskrit and Sanskrit Tradition) [১] ভারতের প্রথম রাষ্ট্রপতি ডঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদও এই কথাই প্রত্যয়ের সঙ্গে বলেছিলেন—"ভারতের সংস্কৃতি ও সৃজনী শক্তির অনুপ্রেরণা হল সংস্কৃত ভাষা। তার অতীত গৌরব, উচ্চ মহতী চিন্তা, আধ্যাত্মিক আকুতি এই ভাষাতেই সযত্নে রক্ষিত। অতীতে বহু শতবর্ষ ধরে সংস্কৃতই ছিল ভারতের ঐক্যের ভিত্তি স্বরূপ। (Sanskrit is the language of Indian Culture and inspiration ..... for many centuries in the past Sanskrit provided the principal basis of the unity of India.)[২]

ভারত বিভাগের খল নায়ক নেহেরু ছিলেন ভারতের ধর্ম ও সংস্কৃতির প্রতি বিদ্বিষ্ট। তিনি গর্ব করে বলতেন—আমি জন্মে হিন্দু, শিক্ষায় ইংরেজ—ও সংস্কৃতিতে মুসলমান। অর্থ পরিষ্কার। জন্ম দৈবাধীন। ব্যক্তির কোন ভূমিকা নেই। শিক্ষায় কিঞ্চিৎ আছে। কিন্তু সংস্কৃতিই ব্যক্তি সত্তার যথার্থ প্রতিফলন। আর সেখানেই তিনি মুসলমান—ইসলামি সংস্কৃতিতে বিশ্বাসী। চাটুকার বুদ্ধিজীবির দল নেহেরুর অকপট স্বীকারোক্তির মধ্যে তাঁর মহত্ব ও উদারতার সন্ধান পান। কারণ হিন্দু ও হিন্দুত্বের প্রতি বিদ্বেষ ও ইসলাম প্রীতি হল ধর্মনিরপেক্ষতার প্রথম শর্ত। নেহেরু ঘোষণা করলেন সংস্কৃত হল একটি মৃত ভাষা (Dead Language)। পরিকল্পনা মত শিক্ষায় সংস্কৃতের স্থান হল সঙ্কুচিত—বর্তমানে তা লুপ্ত প্রায়। সংস্কৃতকে নির্বাসনে পাঠিয়ে অভিষেক হল উর্দুর। উর্দুর প্রসার ও প্রচারের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের উদ্যোগে স্থাপিত হয়েছে Urdu Academy. উত্তরপ্রদেশে স্থাপিত হয়েছে উর্দু বিশ্ববিদ্যালয়। কেন্দ্রীয় মানবসম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রী অর্জুন সিং জানান—যে সকল জেলায় মুসলমানের সংখ্যা ১০/১২ শতাংশ ; এই রকম ১২৫টি জেলায় উর্দু মাধ্যম বিদ্যালয় স্থাপন করার বিশেষ প্রকল্প তাঁর মন্ত্রকের বিবেচনাধীন (Hindustan Times 14.7.2006) ভারতের প্রতিটি রাজ্যে TV ও Radio থেকে নিয়মিত উর্দু সংবাদ ও অনুষ্ঠান সম্প্রচার করা হয়। সরকারি অফিসে উর্দু টাইপিষ্ট নিয়োগ করা হচ্ছে। প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক—সরকার উর্দু প্রচারে এত আগ্রহী কেন—কেনই বা উর্দু মুসলমানদের প্রাণাধিক প্রিয় ? প্রখ্যাত সাংবাদিক M. J. Akbar লিখেছেন ঃ "৪৭ সালের মধ্যে যুদ্ধের ভাষা (হাতিয়ার) রূপে উর্দুর রূপান্তর ঘটে .... পাকিস্তান রাষ্ট্র গঠনে উর্দুর অবদান সর্বাধিক। (.....by 1947, Urdu had become the language of war

১. — ঐ — পৃঃ ৩১
২. — ঐ — পৃঃ ২১

...... if any language could be said to have created Pakistan, it was surely Urdu. The Asian Age 28.9.97) উর্দু পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা। এদেশের মুসলমান এই ভাষার মাধ্যমে স্বপ্ন দেখে নয়া পাকিস্তানের। মুসলমানের উর্দু প্রীতির কারণ না হয় বোঝা গেল। কিন্তু কংগ্রেস-কমুনিষ্ট সরকার উর্দু প্রসারে এত আগ্রহী কেন? উভয়ের কি একই উদ্দেশ্য?

রাষ্ট্রীয় অর্থে উর্দু আরবি, কোরাণ ও ইসলামের ইতিহাস পড়ার পর্যাপ্ত ব্যবস্থা আছে। মুসলমান মাদ্রাসায় কোরান পড়ে, খ্রীষ্টানরা বাইবেলের পাঠ নেয় মিশনারী স্কুলে। হিন্দুস্থানে শুধুমাত্র হিন্দু এই সুযোগ থেকে বঞ্চিত। শিক্ষার পাঠক্রম থেকে সংস্কৃতকে কার্যত বিদায় দিয়ে হিন্দুর ধর্ম, সংস্কৃতি ও ইতিহাস অধ্যয়ন ও গবেষণার সকল পথ রুদ্ধ করা হয়েছে। হিন্দুস্থানে স্কুল কলেজে হিন্দু ধর্ম, শ্রী রামচন্দ্র ও শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে পড়ানো হয় না। পড়ানো হয় আরবের পয়গম্বর ও ইসলাম ধর্মের ইতিহাস। (দ্রষ্টব্য ঃ ইতিহাস—মধ্যযুগ (৭ম শ্রেণীর পাঠ্য)—পঃ বঃ মধ্য শিক্ষা পর্ষৎ। ধর্মনিরপেক্ষ ভারতে মর্যাদাপুরুষোত্তম রামচন্দ্র ও ভগবান শ্রীকৃষ্ণের জন্মদিনে ছুটি হয় না ; সবেতন ছুটি হয় জেহাদের স্রষ্টা, ৮০টি জেহাদ বা ধর্মযুদ্ধের (বিধর্মী নিধনের জন্য ইসলামের ধর্মযুদ্ধ) সুপ্রীম কমান্ডার পয়গম্বর মহম্মদের জন্মদিনে।

দার্শনিক শ্রেষ্ঠ ডঃ সর্বপল্লী রাধাকৃষণ্ন বলেছেন ঃ "হিন্দু সংস্কৃতির একটা অন্তর্নিহিত ঐক্য আছে, যদিও খুব কাছ থেকে পরীক্ষা করলে এর নানা বর্ণ ও তার বিচিত্র রূপ দেখা যায়।[১] এ হল ঐক্যের মধ্যে বৈচিত্র্য—Diversity in unity. কিন্তু উদ্দেশ্য প্রণোদিত হয়ে বিপরীতটি বলা হয়—বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য। সম্পূর্ণ অবাস্তব। হিন্দুধর্ম, সংস্কৃতি ও জাতীয়তাবাদকে হেয় ও খর্ব করার উদ্দেশ্যে আরব ও চীনের মাসোহারা প্রাপ্ত 'সেক্যুলার' বুদ্ধিজীবিরা 'বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য' তত্ত্বকে আপ্ত বাক্যরূপে গ্রহণ করে প্রচার করেন—বিভিন্ন ধর্ম, ভাষা, সংস্কৃতি ও জাতি নিয়ে গঠিত এই ভারতবর্ষ। মিশ্র তার সংস্কৃতি*। একতা নয়, তাঁরা প্রাধান্য দেন বৈচিত্র্যকে। এক জাতীয়তাবাদ সংহতির ধারক, বহু জাতীয়তাবাদ সংহতি নাশক। সুপ্রীম কোর্ট এক রায়ে সতর্ক করে বলেছেন—"ভারতের বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষের মধ্যে বহু জাতীয়তাবাদের ধারণা যাতে না জন্মাতে পারে, সে দিকে লক্ষ্য রেখেই সংখ্যালঘু কমিশনের কাজ করা উচিৎ"— আনন্দবাজার ১১.৮.২০০৫। সংস্কৃত হল জাতীয়তাবাদ, স্বদেশপ্রেম, জাতীয় ঐক্য ও সংহতির ধারক।

* বহু নদ-নদীর জলধারা নিয়ে স্রোতস্বিনী জাতীয় নদী গঙ্গা। কিন্তু একবার গঙ্গায় মিশে গেলে ঐ সকল জলধারা হারিয়ে ফেলে তাদের স্বাতন্ত্র্য—তখন সবই গঙ্গা জল। সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও এই নিয়ম। 'মিশ্র সংস্কৃতি' বলে কিছু নেই।

১. সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ—ধর্ম ও সমাজ, পৃঃ ৯২

কিন্তু ধর্ম নিরপেক্ষতার উদ্গাতা ও তাদের যোগ্য উত্তরসুরীগণ জাতীয়তাবাদ বিরোধী ও বিজাতীয় ভাবধারার পৃষ্ঠপোষক। তাই সংস্কৃত উপেক্ষিত—সমাদৃত উর্দু।

## মুসলিম তোষণ

ইসলাম ও সেকুলারিজিম বা ধর্মনিরপেক্ষতার অবস্থান দুই বিপরীত মেরুতে। অথচ মুসলিম লীগ, হায়দারাবাদ নিজামের কুখ্যাত রাজাকারদের নিয়ে গঠিত MIM নেতা সুলতান সালাউদ্দিন ওয়াসিস্, মার্কসবাদী ঐতিহাসিক ইরফান হাবিবসহ এদেশে বসবাসকারী সকল মুসলমান ভারতের ধর্মনিরপেক্ষ নীতির একনিষ্ঠ সমর্থক। যদিও সকল মুসলিম রাষ্ট্রে ইসলামি শাসন প্রতিষ্ঠিত। তবে এদেশের মুসলমানদের এই ধর্মনিরপেক্ষতা প্রীতি কেন? শ্রী গৌতম রায়— "ধর্মধ্বজী, ধর্মনিরপেক্ষ" শীর্ষক প্রবন্ধে (আনন্দবাজার, ১৬.৪.২০০৯) তার যুক্তিনিষ্ঠ বিশ্লেষণ করেছেন। ধর্মনিরপেক্ষতা স্বাধীনভাবে ধর্মাচরণ ও ধর্মান্তরণের স্বাধীনতা দেয়। ইসলাম ও খ্রীষ্টধর্ম ধর্মান্তরণের দ্বারাই বিশ্বব্যাপী প্রচারিত হয়েছিল। শ্রী রায় লিখেছেন— "ধর্মান্তরণ যে ধর্মের প্রসার ও প্রচারের মূল পদ্ধতি, ধর্মনিরপেক্ষতা তার কাছে একটি তাৎক্ষণিক সুবিধাবাদী কৌশলগত হাতিয়ার....। বিশ্বের অনেক দেশেই মুসলিমরা সংখ্যালঘু। আর যেখানেই তাঁরা সংখ্যালঘু, সেখানেই ধর্মনিরপেক্ষতার প্রতি তাঁদের পক্ষপাত প্রবল। সংখ্যালঘুত্ব ক্রমশ ঘুচে এলে, সংখ্যাগুরুতে পরিণত হতে পারলে সবার আগে তাঁদের হাতে জবাই হবে এই ধর্মনিরপেক্ষতা....। শাসনব্যবস্থা যেখানে মুসলিমদের হাতে, সেখানে অ-মুসলিম কাফেরদের ইসলামে দীক্ষিত করাই রাষ্ট্রনীতি। রাষ্ট্রের কোন ধর্ম হয় না, রাজনীতি বা রাষ্ট্রনীতির সঙ্গে ধর্মকে মেশানো অনুচিত—এসব কথা সেখানে ধর্মদ্রোহের সামিল।

অ-মুসলিম সংখ্যালঘুদের কথা ছেড়েই দেওয়া গেল, মুসলিমদেরই একটি শাখা আহমদিয়ারা সে দেশে (পাকিস্তানে) 'মুরতাদ' বা ধর্মদ্রোহী ঘোষিত। তাঁদের বেঁচে থাকারও অধিকার নেই; এবং তাঁদের হত্যা করলে কোনও শাস্তি নেই। এজন্য এমনকি পাকিস্তানের সংবিধান পর্যন্ত সংশোধন করেন—না, অন্য কেউ নন—ধর্মনিরপেক্ষ গণতন্ত্রী বলে পরিচিত জুলফিকার আলি ভুট্টো। উপমহাদেশেরই ছোট্ট দ্বীপ রাষ্ট্র মালদ্বীপের দিকে তাকান। মুসলিম গরিষ্ঠতার এই খুদে রাষ্ট্রটিও সংবিধান সংশোধন করে অ-মুসলিমদের নাগরিকত্ব কেড়ে নিয়েছে। হৃত সেই নাগরিকত্ব ফিরে পেতে গেলে সব অ-মুসলিমকে ইসলামে দীক্ষিত হতে হবে।" এই জন্যই জামাত-ই-ইসলামি দাবী করে— "ধর্মনিরপেক্ষতার দায়বদ্ধতা হতে মুসলমানদের ছাড় দিতে হবে।"

এই ধর্মনিরপেক্ষ নীতির জন্যই মুসলমান আজ এক বিশেষ সুবিধাভোগী শ্রেণীরূপে প্রতিষ্ঠিত। ধর্ম-শিক্ষা-চাকুরি সকল বিষয়েই মুসলমান বিশেষ সুবিধা ভোগ করে। হিন্দু যা হতে বঞ্চিত। এই নীতির জন্যই মুসলমানকে পরিবার পরিকল্পনার বাইরে রাখা

**হয়েছে। পাঁচটি করে সাদি আর ২৫টি বাচ্চা পয়দা, বাংলাদেশ থেকে জনস্রোতের ন্যায় মুসলিম অনুপ্রেবেশের কল্যাণে অচিরেই মুসলমান হবে সংখ্যাগরিষ্ঠ। মুসলিম ছাত্রদের জন্য সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। সর্বভারতীয় চাকুরী ও টেকনিক্যাল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তির পরীক্ষার জন্য সরকারের তরফে মুসলিম ছাত্রদের বিনা বেতনে কোচিং-এর ব্যবস্থা আছে। অন্ধ্রপ্রদেশ সরকার মুসলমানের জন্য সরকারি চাকুরীতে ৫ শতাংশ সংরক্ষণ ঘোষণা করে। সরকারের এই মুসলিম তোষণ নীতির বিরোধিতা করে সুপ্রীম কোর্ট এক** রায়ে বলেছে—'ধর্মের ভিত্তিতে কোন সম্প্রদায়কে সংখ্যালঘু হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়া অনুচিত। ভারতের মত গণতান্ত্রিক দেশে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের তালিকার প্রয়োজন নেই ......। প্রধান বিচারপতি মিঃ লাখোটি মনে করেন ধর্মীয় গোষ্ঠীকে সংখ্যালঘু সম্প্রদায় হিসাবে স্বীকৃতি দিলে দেশ তথা জাতিই দুর্বল হয়ে পড়ে। ধর্মীয় সংখ্যালঘু তকমা বিভেদকামী মানসিকতাকেই উস্কে দেয়। ধীরে ধীরে সংখ্যাগুরু ও সংখ্যালঘু বলে পৃথক শ্রেণীর অস্তিত্ব তুলে দেওয়ার লক্ষ্য মাথায় রেখেই সংখ্যালঘু কমিশন তৈরী হয়েছিল বলে জানিয়েছে সুপ্রীমকোর্ট।" (আনন্দবাজার ১১.৮.২০০৫)

কিন্তু কংগ্রেস—কমিউনিষ্ট জোট মুসলিম তোষণে অঙ্গীকারবদ্ধ। এই উদ্দেশ্যেই নিয়োগ করেছে সাচার কমিটি। সুপ্রীম কোর্টের রায়কে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়ে সোনিয়া-মনমোহনের UPA সরকার কেন্দ্রে-রাজ্যে প্রতিটি মন্ত্রকে কর্মরত মুসলমানদের তালিকা তৈরী করার নির্দেশ দিয়েছে। উদ্দেশ্য অতি মহৎ। সরকারের বিভিন্ন বিভাগে আরো মুসলমান নিয়োগ করা। এই নির্দেশ পাঠানো হয় সেনাবাহিনীতে। তারা জানায় তীব্র আপত্তি। কেন্দ্রীয় সরকার মুসলমানদের জন্য এক অভিনব স্কলারশিপ স্কীম প্রবর্তন করেছেন। এই প্রকল্পে পঞ্চম থেকে দশম শ্রেণী পর্যন্ত মুসলিম ছাত্রদের স্কলারশিপ দেওয়া হবে যাদের পারিবারিক আয় বার্ষিক অনধিক ২ লক্ষ টাকা। পঃ বঙ্গে CPM পরিচালিত সরকার এই ব্যাপারে বিশেষ উদ্যোগী। মাত্র ২ বৎসর পূর্বে মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য বলেছিলেন—পঃ বাংলায় হাজার হাজার বে-আইনী মাদ্রাসা রাষ্ট্রবিরোধী ও সন্ত্রাসমূলক কাজের কেন্দ্র। পরে মুসলমানের হুমকি ও দলের ধমক খেয়ে তিনি সুর পালটে হয়েছেন "মাদ্রাসা"-মন্ত্রী। তিনি কলকাতা মাদ্রাসাকে আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে উন্নীত করেছেন। দঃ ২৪ পরগণার ভাঙ্গড়ে ৩৮ একর জমির ওপর নির্মিত হচ্ছে এই নতুন বিশ্ববিদ্যালয়। পড়াশুনার ৯০% খরচ বহন করবে রাজ্য সরকার। সম্প্রতি সংবাদ মাধ্যমে বিজ্ঞাপন দিয়ে CPM-সরকার জানিয়েছে—

(ক) বণ্টিত জমির প্রায় ২৫ ভাগ পেয়েছে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়।

(খ) শুধু মাদ্রাসা উন্নতিতেই এই রাজ্যে বরাদ্দ হয়েছে ৩৬৬ কোটি টাকা।

(গ) সংখ্যালঘুদের জীবনের মান বাড়িয়ে তুলতে আমরা সামিল আছি থাকব।

—আনন্দবাজার, ২৬.২.২০০৯

ভারতে পাকিস্তান গড়ার কারখানা ও জেহাদি হানার কেন্দ্র আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়। আমাদের মাদ্রাসা মুখ্যমন্ত্রী এই মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি ক্যাম্পাস মুর্শিদাবাদে স্থাপনে বিশেষ উদ্যোগ নিয়েছেন। তাতে সর্বপ্রকার সাহায্য করছে কেন্দ্রের বিদেশমন্ত্রী "বাংলার গৌরব" প্রণব মুখার্জী।

সম্প্রতি জাতীয় সংখ্যালঘু কমিশনের চেয়ারম্যান মহম্মদ সফি কুরেশি কলকাতায় এলে—মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক গৃহীত মুসলমানদের সার্বিক কল্যাণের জন্য বিভিন্ন প্রকল্প সম্বন্ধে তাঁকে অবহিত করেন। রাজ্যের সংখ্যালঘু দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী আবদুস সাত্তার জানান—'আমরা সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের জন্য তিনটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করার প্রকল্প গ্রহণ করেছি। ইতিমধ্যেই আমরা সংখ্যালঘু অধ্যুষিত এলাকায় ২৭-টি কলেজ স্থাপন করেছি....। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষদের অধিক সংখ্যক নিয়োগের জন্য ইন্টারভিউ বোর্ডে একজন সংখ্যালঘু প্রতিনিধি থাকবে।" (...... We are trying to set up three Universities for the minorities in the State. This apart, we have set up 27 new colleges in the minority dominated areas ..... we have taken steps to ensure that more minorities are recruited in different dept. We are trying to keep one minority member in the interview board.)—The Statesman, 14.1.2009

ধর্ম ও জাতির ভিত্তিতে দেশভাগ করে রাষ্ট্র এখন ধর্মনিরপেক্ষ। তবে ধর্মীয় সংখ্যালঘু মুসলমানদের জন্য এই ঢালাও সুযোগ-সুবিধা কোন যুক্তিতে? বিশেষতঃ যে মুসলমান বিদেশী ; দেশ ভাগ করে পাকিস্তান গড়ার পর তাদের তো এদেশে থাকার কোন ন্যায়সঙ্গত অধিকারই নেই।

## সেক্যুলার বুদ্ধিজীবি ও হিন্দু

ভারতবর্ষ দরিদ্র হলেও বুদ্ধিজীবিদের প্রাচুর্যে সে ভাগ্যবান। এত নক্ষত্র সমাবেশ পৃথিবীর আর কোন দেশে বোধ হয় নেই। তাই বুদ্ধিজীবিদের সংজ্ঞা সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত আলোচনা খুবই প্রাসঙ্গিক হবে।

Intellectual বা বুদ্ধিজীবি বলতে সাধারণতঃ বলা যায় যারা বুদ্ধির সাহায্যে জীবিকা অর্জন করে। Who earn their living by intellect. শুধু মানুষ নয়—মনুষ্যেতর প্রাণীরও বুদ্ধি আছে। তবে তো সকলেই বুদ্ধিজীবি। অভিধানে Intellect ও Intellectual-এর সংজ্ঞা দেওয়া আছে এইভাবে—

(ক) Intellect—The mind in response to its rational power—যুক্তিবাদী, বিচারবুদ্ধি সম্পন্ন মন।

(খ) Intellectual—Having the power of understanding endowed with a superior intellect—সহজাত উৎকৃষ্টতর বুদ্ধি ও মেধাসম্পন্ন ব্যক্তি।

(গ) Intellectualism—The doctrine that all knowledge is derived from pure reason–জ্ঞান যেখানে বিশুদ্ধ যুক্তিবাদ হতে আহৃত।

যতই পাণ্ডিত্য থাক না কেন যারা মতান্ধ, ভণ্ড, প্রবঞ্চক -প্রতারক (fraud and crook) তাদের বুদ্ধিজীবি বলা যাবে না। কারণ বুদ্ধির বিকাশ বা উৎকর্ষতার জন্য প্রয়োজন স্বাধীন মুক্ত চিন্তা। বুদ্ধি-বৃত্তির উৎস মস্তিষ্কটি যদি কোন দল বা মতাদর্শের নিকট গচ্ছিত রাখা হয় তবে তো আর স্বাধীন চিন্তার অবকাশ থাকে না। এদেশে বিশেষতঃ এই পঃ বাংলায় এই শ্রেণীর বুদ্ধিজীবিদের-ই সংখ্যাধিক্য। এরা ধর্মনিরপেক্ষ ও প্রগতিশীল। হিন্দুর কথা বললেই তাকে সাম্প্রদায়িক বলা হয়। অথচ যে মুসলিম লীগ ভারতব্যাপী দাঙ্গা করে দেশভাগ করছে তারা হল ধর্ম নিরপেক্ষ। এই বুদ্ধিজীবিদের দল ৬০ লক্ষ ইহুদি হত্যার জন্য হিটলারের নিন্দা করে— ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে বিজয়োৎসব পালন করে সাড়ম্বরে। কিন্তু ৫ কোটি (হিটলারের প্রায় ১০ গুণ) রুশ জনগণকে হত্যা করা সত্ত্বেও ষ্ট্যালিন বন্দনায় মুক্ত কণ্ঠ। পৃথিবীর যেখানে কম্যুনিষ্টদের সর্বহারা বিপ্লব সফল হয়েছে—সেখানেই হয়েছে নরমেধ যজ্ঞ—ধ্বংসের তাণ্ডব। কম্যুনিষ্ট শাসনে এই পশ্চিমবাংলায় সাঁইবাড়ি, বিজন সেতু, মরিচ ঝাঁপি, বানতলা, ধানতলা, সিঙ্গুর—নন্দীগ্রামের জন্য ভারতব্যাপী খ্যাতি অর্জন করেছে। প্রমাণিত হয়েছে মার্কসবাদ মানবতার শত্রু। তবু কিন্তু বুদ্ধিজীবিরা কম্যুনিষ্টদের গুণমুগ্ধ। কারণ তারা মুসলিম প্রেমী ও হিন্দু বিদ্বেষী। এই বিদ্বজ্জনেরা হিন্দুদের সামান্যতম বিচ্যুতি হলে—উগ্র, গোঁড়া, ধর্মান্ধ মৌলবাদী বলে হিন্দুকে ধিক্কার দেয়। কিন্তু ইসলামের ধর্মযোদ্ধাদের জেহাদী আক্রমণে হাজার হাজার হিন্দু নিহত, হিন্দুর ধর্মস্থান আক্রান্ত ;সারা ভারত আজ জেহাদী বোমায় আতঙ্কিত ; এরা কিন্তু ভুলেও ধর্মান্ধ, মৌলবাদী বলে মুসলমানের নিন্দা করে না।

## তসলিমা ও ধর্মনিরপেক্ষ জোট

বাংলাদেশের বিখ্যাত লেখিকা তসলিমা নাসরিন। 'লজ্জা' ও 'দ্বিখণ্ডিত' উপন্যাসে বাংলাদেশে হিন্দু-নির্যাতনের কাহিনী তুলে ধরায় মুসলমান তাঁর উপর ক্রুদ্ধ। রুষ্ট ধর্মনিরপেক্ষ জোট। ২০০৭ সালের আগষ্ট। তসলিমার 'শোধ' উপন্যাসের তেলেগু সংস্করণের প্রকাশ অনুষ্ঠান হায়দ্রাবাদের প্রেস ক্লাবে। অনুষ্ঠান প্রায় শেষ হওয়ার মুখে। আচমকাই মজলিস ইত্তেহাদ উল মুসলিমিনের (MIM-নিজামের কুখ্যাত 'রাজাকারদের' দল) তিন বিধায়কের নেতৃত্বে জনা চল্লিশ মুসলমান শ্লোগান দিতে দিতে মঞ্চে উঠে তসলিমাকে আক্রমণ করে । একজন তাকে চেয়ার ছুঁড়ে মারে। উদ্যোক্তাদের কয়েকজন তাঁকে আড়াল করে অন্য ঘরে নিয়ে যায়। পরে পুলিশি নিরাপত্তায় তাঁকে বিমানবন্দরে পৌঁছে দেওয়া হয়। এই ঘটনায় পুলিশ তিন MIM বিধায়ককে গ্রেফতার করে। তাদের একজন বলেন—"আমি আগে মুসলিম, পরে বিধায়ক, দল আমার সঙ্গে ..... তসলিমা

ইসলামের শত্রু, মুসলিম সমাজের কলঙ্ক ..... তাকে হায়দ্রাবাদে থাকতে দেওয়া যায় না"—আনন্দবাজার ১০.৮.২০০৭। এই দলের বিধানসভার নেতা আকবরউদ্দিন ওয়াসিস্ বলেন—"এই শহরে যদি আবার সে আসে আমরা তাকে হত্যা করব—The Stateman 11.8.2007। কলকাতার টিপু সুলতান মসজিদের ইমামও তসলিমার মাথার জন্য লক্ষ টাকা পুরস্কার ঘোষণা করেছেন।

## কলকাতা—২১শে নভেম্বর ২০০৭

তসলিমা নাসরিনের ভিসা বাতিল ও ভারত থেকে বিতাড়ণের দাবিতে কংগ্রেসের ইদ্রিস আলির নেতৃত্বে All India Minority Forum—রাজধানী কলকাতায় পথ অবরোধ কর্মসূচী গ্রহণ করে। ফলে শহর কলকাতা বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত এক রণক্ষেত্রের চেহারা নেয়। ভাঙচুর, অগ্নি সংযোগ, দফায় দফায় পুলিশকে আক্রমণ করা হয়। দু'জন IPS অফিসারসহ ৩৫ জন পুলিশকর্মী আহত হয়। আনন্দবাজার পত্রিকায় (২২.১১.২০০৭) সংবাদ শিরোনাম ঃ "মার খেয়েও আগাগোড়া সংযত থেকে পরিস্থিতি সামলাল পুলিশ।" ধর্মনিরপেক্ষ পুলিশমন্ত্রী মুসলিম তোষণে যে অসাধারণ সংযম দেখিয়েছেন—তার জন্য তাঁর রাষ্ট্রপতির পুরস্কার প্রাপ্য।

ধর্মনিরপেক্ষ মুখ্যমন্ত্রীর ধর্মনিরপেক্ষ পুলিশ। বেধড়ক মার খেয়েও অসাধারণ সংযম দেখায়। হামলাকারীরা মুসলমান না হয়ে হিন্দু হলে—রবার বুলেট বা জল কামান নয়, ঝাঁকে ঝাঁকে ছুটে আসত বৃন্দা কারাটের দমদম দাওয়াই—দমদম বুলেট। পেশাদারী বুদ্ধিজীবিরা "উগ্র, গোঁড়া, ধর্মান্ধ, হিন্দু মৌলবাদ নিপাত যাক" বলে ব্যানার, পোষ্টার, শ্লোগানে কলকাতাকে মিছিল নগরী বানিয়ে দিত। এবার কিন্তু তাঁরা খুবই সংযত অথবা নীরব, ইসলামের মাহাত্ম্যে অভিভূত বুদ্ধিজীবিদের শিরোমণি সুনীল (যিনি হিন্দুর দেব-দেবীদের কুৎসিৎ ভাষায় বর্ণনা করে খ্যাতির শীর্ষে) গঙ্গোপাধ্যায় বলেন—"ইসলাম এক মহান ও সুসংগঠিত ধর্ম, কোনও একজন দুর্বল লেখকের ভিন্ন ধরনের লেখায় সে ধর্মের গায়ে কোনও আচড় লাগতে পারে? CPI (M) নেতা বিমান বসু হামলাকারীদের নিন্দা না করে বরং সমর্থন করে বলেন—"তসলিমা নাসরিনের জন্য যদি আমাদের রাজ্যে শান্তি নষ্ট হয়, তা হলে ওঁর এখান থেকে চলে যাওয়াই উচিত"—আনন্দবাজার ২২.১১.২০০৭

কিন্তু নিন্দা করেন সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র ও অমর কথাশিল্পী শরৎচন্দ্রের। রবীন্দ্রসদনে বাবরি মসজিদ ধ্বংসের বাৎসরিক স্মরণোৎসবে (নিজেদের মৃত পিতা-মাতাকে ভুলেও স্মরণ করেন না।) মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য বলেন—'আমি বুঝি না শরৎচন্দ্রের মত একজন লেখক কি করে হিন্দু মহাসভার সভ্য হতে পারেন। (I do not know how could a writer like Sarat Chandra Chattopadhayay become a member of the Hindu Mahasabha—Hindustan Times 7.12.2007) হিন্দু

শরৎ তো আর প্রগতিশীলদের ন্যায় মুসলিম লীগের সদস্য হতে পারেন না। তিনি হিন্দু মহাসভার সদস্য হবেন—এতে আশ্চর্যের কি আছে? বঙ্কিমচন্দ্র সম্বন্ধে বিদগ্ধ মুখ্যমন্ত্রীর বিস্মিত জিজ্ঞাসা—"বঙ্কিমচন্দ্র কিভাবে আনন্দমঠের ন্যায় উপন্যাস লিখতে পারেন? সম্ভবত রক্তে এ বীজ ছিল। (How could Bankim Chandra Chattopadhyay Write a novel like Anandamath ? May be a few things always remain in the blood"—Hindustan Times 7.12.2007 খুবই স্বাভাবিক। হিন্দু বঙ্কিমের ধমনীতে হিন্দু রক্ত প্রবাহিত। তাই তিনি লিখেছেন "আনন্দমঠ"—যে কালজয়ী উপন্যাস লক্ষ লক্ষ হিন্দুকে (মুসলমানকে অবশ্যই নয়) দেশপ্রেমে উজ্জীবিত করেছে; লিখেছেন স্বাধীনতার সমর সঙ্গীত "বন্দেমাতরম"। সাম্যবাদী রুশ-চীন সাম্রাজ্যবাদীদের সেবাদাস ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের এজেন্ট কম্যুনিষ্টদের পক্ষে বিষয়টির তাৎপর্য উপলব্ধি করা কঠিন। মুসলমানের ন্যায় কম্যুনিষ্টরাও তো হিন্দু বৈরী দেশদ্রোহী। ওঁদের শরীরে কি মিশ্ররক্ত? নতুবা মুসলমানের ন্যায় কেন হবে "বন্দেমাতরম" বিরোধী?

এদেশের ধর্মনিরপেক্ষ সংবাদ মাধ্যম ও বুদ্ধিজীবির দল নির্যাতিত মানবাত্মার স্ব-নিযুক্ত অভিভাবক। অ-কম্যুনিষ্ট বিশ্বের যেখানেই মানুষের প্রতি অবিচার অত্যাচার, এরা প্রতিবাদে নিন্দায় ধিক্কারে সোচ্চার। শুধু হিন্দুর উপর নির্যাতনে কেন জানি না এরা রুদ্ধ কণ্ঠ বাক্যহারা। সংবাদপত্রে সে সংবাদ ছাপা হয় না—পাছে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি নষ্ট হয়। অথচ ১৯৯২ সালের ৬ই ডিসেম্বর অযোধ্যায় জাতীয় কলঙ্কের প্রতীক বিতর্কিত সৌধ ভাঙ্গা হলে* পশ্চিমবঙ্গের বামফ্রন্ট সরকার ২৪ ঘণ্টা বনধ্ পালন করে মুসলমানদের দাঙ্গায়

---

*(ক) মুসলমান এর বদলা নেয় ভারত-পাকিস্তান-বাংলাদেশসহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে শত শত মন্দির ভেঙ্গে ও হাজার হাজার হিন্দু হত্যা করে। তসলিমার 'দ্বি-খণ্ডিত' উপন্যাসে রয়েছে তারই বিস্তারিত বিবরণ। ইসলামের সেবাদাস এদেশের ধর্মনিরপেক্ষ বুদ্ধিজীবীরা নীরব থেকে সেই ধর্মীয় বর্বরতাকে সমর্থন করে। যদি বলা যায়—এ হল তথাকথিত বাবরি মসজিদ ভাঙ্গার স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া। তবে বলতে হয়, হিন্দুর এই ঘটনা থেকে শিক্ষা নেওয়া উচিৎ। যদি একটি অব্যবহৃত মসজিদের জন্য হাজার মন্দির ভাঙ্গা যুক্তিসঙ্গত হয়—তবে ভারতবর্ষের প্রায় সকল প্রাচীন মসজিদ (দিল্লীর জামা মসজিদসহ) হিন্দু মন্দির ভেঙ্গে সেখানেই অথবা অন্য মন্দিরের ইট-পাথর দিয়ে নির্মিত হয়েছে। অতএব এই সকল মসজিদ ভাঙ্গা হিন্দু জাতির আশু কর্তব্য।

(খ) অযোধ্যার বিতর্কিত সৌধকে হিন্দু বলে রাম মন্দির, মুসলমান বলে বাবরি মসজিদ—আদালতের ভাষায় তা হল বিতর্কিত সৌধ। (disputed structure) এদেশের ধর্ম নিরপেক্ষ দল ও বিদ্বজ্জনেরাও বলেন বাবরি মসজিদ, কেন? ধর্ম বিশ্বাসে এরা কি মুসলমান?

(গ) **বাবরি মসজিদ ও ইতিহাসের সাক্ষ্য**

মার্কসবাদী ঐতিহাসিক নিশীথ রঞ্জন রায়—"রামজন্মভূমি-বাবরি মসজিদ—ইতিহাসের

প্ররোচিত করে। প্রত্যাশিত ভাবেই মুসলমান দাঙ্গা শুরু করলে এ রাজ্যের কম্যুনিষ্ট ও কেন্দ্রের কংগ্রেস সরকার নিষ্ক্রিয় থেকে হিন্দু হত্যায় মুসলমানদের সহায়তা করে।

পৃথিবীর কোন দেশেই সংখ্যালঘু জাতি সংখ্যাগুরু জাতিকে আক্রমণ করতে পারে না। একমাত্র ধর্মনিরপেক্ষ ভারতেই তা সম্ভব। হিন্দুস্থানেই যদি হিন্দু অসহায়—তবে বাংলাদেশে হিন্দুর কি অবস্থা? তসলিমা নাসরিনের লেখায় তার মর্মন্তুদ বর্ণনা—"পরদিন হাসপাতালে বসেই খবর পাই, চট্টগ্রামে সাতশ বাড়ী ভস্মীভূত। খবর পাই ভোলার অবস্থার। ভোলায় হিন্দু এলাকাগুলো এখন ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে। হাজার হাজার বাড়ি ঘর পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। দশ হাজার পরিবার গৃহহারা হয়ে খোলা আকাশের নীচে বসে আছে ..... ঢাকেশ্বরী মন্দিরে (২০০৬ সালে) নিয়ে এসেছিলাম—তারাপদ রায়—আর তার স্ত্রীকে ..... আজ সেই মন্দির ভাঙ্গা, পোড়া ..... আমার লজ্জা যায় না। ....ইচ্ছে হয় চিৎকার করে কাঁদি ..... আমার চেনা অনেকে ভোলার দুর্গতদের অবস্থা দেখে ফিরে বর্ণনা করেছে বীভৎস বর্বরতার কাহিনী, সহস্র নির্যাতিতের হাহাকার, ক্রন্দন। আমি ছটফট করি।"[১] তসলিমার লজ্জা হয়, লজ্জা হয় না এদেশের মুসলমানের উচ্ছিষ্টভোগী প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবিদের। কত হিন্দুকে হত্যা করা হয়েছে—কত হিন্দু নারী বর্বর মুসলমানদের দ্বারা ধর্ষিত হয়েছে, এদেশের ধর্মনিরপেক্ষ সংবাদ মাধ্যমে কিন্তু সে সংবাদ ছাপা হয় না। যদি নির্বীর্য, ভীরু নপুংসক হিন্দু জাতির মধ্যে কোন বিরূপ প্রতিক্রিয়া হয়! কিন্তু মুসলমানদের গায়ে কাঁটার আচড় লাগলে এদেশে ও পাকিস্তান—বাংলাদেশ তা হয় সংবাদ শিরোনাম....।

## হিন্দু ধর্মাচার্য্যগণ

স্বামী লক্ষণানন্দ গত তিন দশক ধরে উড়িষ্যার কন্ধমাল জেলায় দরিদ্র অশিক্ষিত মানুষের সেবায় নিয়োজিত। ঐ অঞ্চলে শ্রদ্ধেয় ও জনপ্রিয়। স্বামীজীর প্রভাব এলাকায় খ্রীষ্টান মিশনারীদের ধর্মান্তরকরণের পক্ষে প্রধান অন্তরায়। গত ১২ই আগষ্ট (২০০৮) খ্রীষ্টান দুষ্কৃতিরা স্বামী লক্ষণানন্দ ও আরও চারজন আশ্রমিককে রাত্রে আশ্রমেই গুলি করে হত্যা করে। স্বভাবতই হিন্দুরা ক্রুদ্ধ হয়। তারা খ্রীষ্টান পল্লীতে পাল্টা হামলা করে।

দূরবীণে" শীর্ষক প্রবন্ধে লিখেছেন—"মসজিদের গায়ে উৎকীর্ণ রয়েছে দুটি লিপি। প্রথমটি মসজিদের ভেতরে। দ্বিতীয় লিপিটি উৎকীর্ণ রয়েছে মসজিদের বাইরের দেওয়ালে। লিপিটির পাদটীকায় উল্লেখ আছে যে, একটি মন্দির ভেঙ্গে এই মসজিদটি নির্মিত হয়েছিল ..... এ তথ্যটি আমাদের সকলেরই জানা যে, মুসলিম শাসনকালে বহু মন্দির ভেঙ্গে মসজিদে রূপান্তরিত করা হয়েছিল। বাবরি মসজিদটিও এমনি ধরনের একটি স্থাপত্য।"—গণশক্তি (CPI-M) পশ্চিমবঙ্গ কমিটির মুখপত্র ৩১.১০.১৯৯০

১. তসলিমা নাসরিন—দ্বিখণ্ডিত, পৃঃ ২৫৬-২৫৮

হিন্দু ও ধর্মান্তরিত খ্রীষ্টানদের মধ্যে হাঙ্গামা ব্যাপক এলাকায় ছড়িয়ে পড়ে। পশ্চিমের খ্রীষ্টান দুনিয়ায় আলোড়ন সৃষ্টি হয়। রোমের পোপ, আমেরিকা, ইংলন্ড, ফ্রান্স ও জার্মানিসহ খ্রীষ্টান দেশগুলি সরকারিভাবে উড়িষ্যায়—খ্রীষ্টানদের উপর আক্রমণের তীব্র নিন্দা করে। ভারতের খ্রীষ্টান ধর্মযাজকগণও সভা সমিতি পদযাত্রা করে প্রতিবাদ জানায়....। খ্রীষ্টান সোনিয়া গান্ধীর একান্ত অনুগত প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং স্বামী লক্ষণানন্দের হত্যায় নীরব ছিলেন। কিন্তু হিন্দুদের পাল্টা আক্রমণকে বলেছেন— জাতীয় কলঙ্ক। আমেরিকা-ইউরোপের খ্রীষ্টান রাষ্ট্রগুলি ধর্ম নিরপেক্ষ। কিন্তু উড়িষ্যায় খ্রীষ্টানদের উপর আক্রমণের তারা বলিষ্ঠ প্রতিবাদ করে। তবে বাংলাদেশে অথবা কাশ্মীরে হিন্দুদের নির্বিচার হত্যায় ভারত সরকার নীরব কেন...?

শুধু সরকার নয়—আমাদের ধর্মাচার্যদের নীরবতাও বিস্ময়কর। স্বামী লক্ষণানন্দের হত্যায় এদের কোন প্রতিক্রিয়া নেই। গোধরায় ট্রেনের কামরায় ৫৯ জন হিন্দু কর সেবককে মুসলমান জীবন্ত পুড়িয়ে হত্যা করে—কাশ্মীরে ব্যাপক হিন্দু নির্যাতন ও তিন লক্ষ কাশ্মীরী হিন্দুর স্বদেশে উদ্বাস্তু হওয়ার ঘটনায়ও এরা মৌন নির্লিপ্ত। সর্বোপরি বাংলাদেশে হিন্দুর উপর পৈশাচিক অত্যাচারেও এরা স্থিতপ্রজ্ঞের ন্যায় নির্বিকার ..... এঁরা—"সর্বধর্ম সমন্বয়ের" বাণী বিতরণ করেন—অষ্টপ্রহর নাম সংকীর্তনের নামামৃত পান করে দিব্যানন্দে বিভোর থাকেন। এঁরা, বিশেষত পশ্চিম বাংলার ধর্মগুরুগণ সকলেই তো ওপার বাংলা থেকে "আল্লা-হো-আকবর" রণহুঙ্কারে ভীত হয়ে এপারে এসেছেন। তবে এখন 'সর্ব ধর্ম সমন্বয়ের' মাধুরী বিতরণ কেন? হিন্দুদের কাণ্ডজ্ঞান নেই, কিন্তু দিব্যজ্ঞান আছে ষোল আনা। ধর্মাচরণের জন্য তো ধর্মরক্ষার প্রয়োজন আছে। ঋষি বিশ্বামিত্র দশরথের কাছ থেকে নাবালক রাম-লক্ষণকে নিয়েছিলেন কেন? রাক্ষসদের উপদ্রবে যাগ-যজ্ঞ বন্ধ হওয়ার উপক্রম। বিশ্বামিত্র রাম-লক্ষণকে অস্ত্রশিক্ষা দিয়ে তারকাসহ রাক্ষসদের বধ করে ধর্মাচরণ নিশ্চিত করেন। এই তো রামায়ণের শিক্ষা। ভগবান শ্রীকৃষ্ণও তো সেই শিক্ষাই দিয়েছেন—অসুরদের বিনাশ, সাধু মহাত্মাদের রক্ষা করে ধর্ম সংস্থাপন করার জন্য আমি যুগে যুগে অবতীর্ণ হই। কিন্তু আমরা সুদর্শন চক্রধারীর ভজনা করি না, গীতা পাঠ করি না। লীলা কীর্তনের আসরে বসে তাঁর বাল্যকালের বৃন্দাবন লীলার মধুর রস আস্বাদন করি। কিন্তু কতদিন? এ রকম "রস আস্বাদন" তো পূর্ব বাংলায়ও করা হত। তারপর পালিয়ে এলাম এ পাড়ে। কিন্তু পালিয়ে কি বাঁচা যায়? ইসলামের উদ্যত তরবারি ধেয়ে আসছে। ইতিমধ্যেই সীমান্তবর্তী পাঁচটি জেলা মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ। সীমান্ত থেকে অনেকে বাড়ী বিক্রয় করে আরও ভেতরে চলে আসছে। আজ যেখানে অপূর্ব কারুকার্য খচিত মন্দির—কাল সেখানে উঠবে মসজিদ। দেবতার সন্ধ্যারতি নয়—হবে নমাজ পাঠ। দেওয়ালে পিঠ ঠেকে গিয়েছে।

আর তো পালাবার পথ নেই। এবার প্রতিরোধ, আত্মরক্ষা। শাস্ত্র বলেছে আত্মরক্ষায় ব্রহ্ম হত্যাও পাপ নয়। হিন্দুর আজ আত্মরক্ষার দিন। আত্মরক্ষা হলেই ধর্ম রক্ষা হবে।

## ভারত বিভাগ

বাংলাদেশের বিখ্যাত লেখক ও মানবাধিকার সংগঠন Amity for Peace-এর Chief Executive সালাম আজাদ বাংলাদেশের প্রায় এক কোটি অসহায় অবরুদ্ধ হিন্দুর করুণ অবস্থা বর্ণনা করে বলেছেন—"বাংলাদেশের হিন্দু, যারা জনসংখ্যার ১০ শতাংশ—তাদের সামনে তিনটি পথ খোলা আছে। ইসলামে ধর্মান্তর, দেশত্যাগ অথবা আত্মহত্যা। (Hindus in Bangladesh, who comprise about 10% of the population are now left with three options. They can embrace Islam, leave the country or commit suicide—(The Statesman 10.2.2002)। এই একই ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন প্রয়াত সমাজতন্ত্রী নেতা—সাংসদ অধ্যাপক সমর গুহ আজ থেকে প্রায় ছয় দশক পূর্বে। পাকিস্তানে ইসলামি শাসনব্যবস্থার স্বরূপ বিশ্লেষণ করে তিনি বলেন "…..স্বভাবতই সংখ্যালঘু অ-মুসলমানরা স্বেচ্ছায় বাধ্য হয়েই ইসলামের আদর্শকেই গ্রহণ করবে …. কালক্রমে হয় নিশ্চিহ্ন হওয়া অথবা ইসলাম গ্রহণ করা ব্যতীত অমুসলমানদের গত্যন্তর নেই। (….Obviously the non-muslim minorities of Pakistan, whether willingly or perforce are bound to accept Islam's ideology as their own …. the fate of the non-Muslims await either elimination from Pakistan or gradual absorption in its body politic.)[১]

হিন্দুর এই দুর্দশার জন্য কে দায়ী? দায়ী দেশ বিভাগ। যে দেশ বিভাগে মুসলমানদের সর্ব প্রকারে সহযোগিতা করে কংগ্রেস ও কম্যুনিষ্ট পার্টি। ১৯৪৭ সালের ১২ই জুন। কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সভায় দেশ বিভাগের প্রস্তাব গৃহীত হয়। ১৪ই জুন AICC-র পূর্ণাঙ্গ অধিবেশনে সেই প্রস্তাব অনুমোদনের জন্য পেশ করা হয়। প্রস্তাবের সমর্থনে গান্ধী প্রায় ৪০ মি. বক্তব্য রাখেন। তিনি বলেন—"ভারত বিভাগের বিরোধী হয়েও আজ তিনি AICC-র অধিবেশনে এসেছেন ভারত বিভাগ প্রস্তাব গ্রহণের অনুরোধ নিয়ে। অপ্রীতিকর সিদ্ধান্ত কখন কখনও গ্রহণ করতে হয়। (He advised the house to accept the resolution ….. he was one of those who had steadfastly opposed the division of India. Yet he had come before the AICC to urge the acceptance of the resolution on India's division. Sometimes certain decision, however unpalatable they might be, had to be taken.)[২] বিতর্ক

১. Prof. Samar Guha—Non Muslims behind the curtain of East Pakistan, p. 45

২. R. C. Majumder—History of the Freedom Movement in India.-Vol.-III, p. 671.

শেষে দেশ বিভাগের প্রস্তাব ১৫৭-২৯ ভোটে গৃহীত হয়। ৩২ জন প্রতিনিধি ভোটদানে বিরত থাকে। হিন্দু মহাসভার পক্ষ থেকে এক প্রস্তাবে বলা হয়—ভারত এক ও অবিভাজ্য। যতদিন না বিচ্ছিন্ন অংশগুলিকে পুনরায় মূল ভারত ভূ-খণ্ডের সঙ্গে সংযুক্ত করা যায়, ততদিন শান্তি অধরা হয়েই থাকবে।

পাকিস্তান রাষ্ট্র গঠনে কম্যুনিষ্ট পার্টির উদ্যোগ ও সক্রিয় ভূমিকা উল্লেখ যোগ্য। '৪২ সালে গান্ধী 'ভারত ছাড়' (Quit India) আন্দোলনের ডাক দেন। কম্যুনিষ্ট পার্টি শ্লোগান দিল "আগে দেশ ভাগ হবে, তারপর দেশ স্বাধীন হবে" ; Divide and Quit. পার্টির ইস্তাহারে তারা সগর্বে ঘোষণা করে—'একমাত্র কম্যুনিষ্ট পার্টিই মুসলমানের পাকিস্তান দাবিকে সঙ্গত বলে মনে করে ; এবং দাবি আদায়ের জন্য কংগ্রেস-কম্যুনিষ্ট-মুসলিম লীগের ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের আহ্বান জানায়।" (The Communist Party is the only party that recognises Muslim's demand for Pakistan as just and calls the league to achieve the fundamental goal of Pakistan through united struggle of the Congress, Muslim League and the Comminists.[১]

ধর্মনিরপেক্ষ কংগ্রেস কম্যুনিষ্ট—মুসলিম লীগের ষড়যন্ত্রে ভারত বিভক্ত হল। এই ষড়যন্ত্রের বলি হল একমাত্র পঃ পাকিস্তানেই প্রায় ২৫ লক্ষ হিন্দু-শিখ। ১৯৫০ সাল। পূর্ব পাকিস্তানে বিধ্বংসী সন্ত্রাসের পর লক্ষ লক্ষ হিন্দু নর-নারী লাঞ্ছিত উৎপীড়িত ও সর্বস্বান্ত হয়ে পঃ বাংলায় আশ্রয় নেয়। তখন এ বঙ্গে আন্দোলন আরম্ভ হল যে যত সংখ্যক হিন্দু পূঃবঙ্গ হতে বিতাড়িত হয়েছে, সেই সংখ্যক মুসলমানকে পূঃবঙ্গে পাঠিয়ে হিন্দু উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা হোক, যেমন হয়েছে পাঞ্জাবে। "ইহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া প্রধানমন্ত্রী জহওরলাল নেহেরু গান্ধীর প্রতিধ্বনি করিয়া বলিলেন যে, ইহা ধর্ম নিরপেক্ষ ভারত রাষ্ট্রে (Secular State of India) অসম্ভব। প্রধানমন্ত্রী বিধানচন্দ্র রায়কে (পশ্চিমবাংলার মুখ্যমন্ত্রী) নির্দেশ দিলেন, পূর্ববঙ্গ হইতে উদ্বাস্তুদের পশ্চিমবঙ্গে আশ্রয় দেওয়া বন্ধ করিতে হইবে।" ঐতিহাসিক রমেশ চন্দ্র মজুমদারের মতে "যে দুইখানি চিঠিতে নেহেরু এই অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন তাহা চিরকাল মহাত্মা গান্ধী ও পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরুর দূরপনেয় কলঙ্ক ও নিষ্ঠুরতার চরম নিদর্শন বলিয়া গণ্য হইবে।..... মহাত্মা গান্ধীর জাতীয় আদর্শ ও পণ্ডিত নেহেরুর ভাবোচ্ছাসের যূপকাষ্ঠে যে কোটি কোটি বাঙালীর বলিদান হইয়াছে, বাঙালী যদি কখনও মনুষ্য পদবাচ্য হয় তবে ইহার জবাবদিহি চাহিবে।" [২]

পাকিস্তান রাষ্ট্র গঠিত হলে মুসলমানের হাতে প্রায় অর্ধকোটি (উভয় পাকিস্তান) হিন্দু

---

১. Bhawani Sen—Muktir Pathe Bangla, Secy. CPI Bengal Committee. Published by Kanai Roy on behalf of the CPI.

২. রমেশচন্দ্র মজুমদার—বাংলাদেশের ইতিহাস, ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ৪৩৮-৪৩৯

নিহত হয়। লক্ষ লক্ষ হিন্দু নারী হয় ধর্ষিতা অপহৃতা। কোটি কোটি হিন্দু-শিখ সর্বস্ব হারিয়ে আশ্রয় নেয় খণ্ডিত ভারতে। মানব ইতিহাসে এত রক্তপাত, এতবড় Tragedy পূর্বে কখনও সংঘটিত হয় নি। অনেকের ন্যায় ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী, ডঃ বি. আর. আম্বেদকর এইরূপ আশঙ্কা করেই লোক বিনিময় দাবি করেছিলেন। কিন্তু কংগ্রেসের কাণ্ডজ্ঞানহীন নেতৃবৃন্দ বিদ্রূপের সঙ্গে সে প্রস্তাব বাতিল করেন। জবাবে ডঃ আম্বেদকর বলেন, যাঁরা উপহাস করছেন, তাদের তুরস্ক—গ্রীস-বুলগেরিয়ার ইতিহাস পড়া উচিৎ। এই সকল দেশ লোক বিনিময়ের মাধ্যমেই এই সমস্যার স্থায়ী সমাধান খুঁজে পেয়েছিল। কাজটি কিন্তু মোটেই সহজ ছিল না। মোট ২ কোটি মানুষকে এক দেশ হতে অন্য দেশে স্থানান্তরিত করতে হয়। তিনটি ক্ষুদ্র দেশ যা পারে—উপমহাদেশ তুল্য বিশাল ভারত তা পারবে না কেন? অন্ততঃ একতরফা ভাবে হিন্দুদের এদেশে আনা যেত। দ্বিতীয়তঃ রাষ্ট্রপুঞ্জের উদ্বাস্তু পুনর্বাসন দপ্তর বিগত ৬০ বৎসর ধরে পৃথিবীর সকল উদ্বাস্তুদের ত্রাণ ও পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করছে। কোটি কোটি হিন্দু-শিখ-শরণার্থীর জন্য রাষ্ট্রপুঞ্জের সাহায্য নেওয়া হল না কেন? তাহলে অন্তত উদ্বাস্তুদের চরম দুরবস্থার মধ্যে দিনাতিপাত করতে হত না। অনেক গোপন তথ্য প্রকাশ পাবে, সত্য উদ্‌ঘাটিত হবে, গান্ধী-নেহেরুর কি এরকম আশঙ্কা ছিল?

লোক বিনিময়ের প্রসঙ্গে গান্ধী বলেন—"লোক বিনিময়ের কথা আমি ভাবিতেই পারি না। আমি মনে করি উহা সম্পূর্ণ অসম্ভব প্রস্তাব। যিনি যে প্রদেশেই থাকুননা কেন, হিন্দুই হউন আর মুসলমানই হউন অথবা আর কোন ধর্মে বিশ্বাসী হউন, তিনি ভারতবাসী"। মুসলমান সহস্র কণ্ঠে সহস্রবার সুস্পষ্ট ঘোষণা করেছে যে, সে মুসলমান, ভারতীয় নয়। তার আনুগত্য ভারত নয়—পশ্চিম এশিয়ার মুসলমান দেশগুলির প্রতি। এর পরও কেহ যদি বলেন যে, মুসলমান ভারতীয়, তবে ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদারের ভাষায়—"তার মস্তিষ্কের সুস্থতা সম্বন্ধে সন্দেহ করিবার সঙ্গত কারণ আছে।" [১]

লোক বিনিময় হল না। সাড়ে তিন কোটি মুসলমানকে এদেশে রেখে দেওয়া হল। পাঁচটি সাদি—২৫টি বাচ্চা আর অনুপ্রবেশের কল্যাণে মুসলমান আজ ২০ কোটি। সারা ভারতে তৈরী হয়েছে অসংখ্য "মিনি পাকিস্তান"। ভারত আজ জেহাদীদের অভয়ারণ্য। গান্ধীর সার্টিফিকেট, সকল মুসলমান ভারতীয়। তাই কাশ্মীরে লক্ষ মুসলমানের শ্লোগান—"জিয়ে জিয়ে পাকিস্তান, তেরি জান, মেরি জান। পাকিস্তান পাকিস্তান। আমরা পাকিস্তানি, পাকিস্তান আমাদের। ইসলাম ধর্ম আমাদের একসূত্রে গ্রথিত করেছে।"

## হিন্দুস্থানে হিন্দু উদ্বাস্তু

শুধু পাকিস্তান বা অধুনা বাংলাদেশ নয়, এই ভারতেও হিন্দু নির্যাতিত। স্বদেশে পরবাসী। কাশ্মীর ভারত যুক্তরাষ্ট্রের একটি অঙ্গরাজ্য। নেহেরুর পরম স্নেহাস্পদ

---

১. রমেশচন্দ্র মজুমদার—বাংলাদেশের ইতিহাস, ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ৪৩৭

ভ্রাতৃপ্রতিম শেখ আবদুল্লার সময় থেকেই কাশ্মীরের সকল সরকারের দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা হল হিন্দু বৌদ্ধদের বিতাড়িত করে জম্মু-কাশ্মীরকে পুরাপুরি মুসলিম রাজ্যে রূপান্তরিত করা। এই উদ্দেশ্যেই জম্মু ও লাদাখে মুসলিম বসতি স্থাপন করে জাতি বিন্যাসের (demographic) পরিবর্তন করা হয়েছে। জম্মু-কাশ্মীর রাজ্যের তিনটি অঞ্চল। হিন্দু প্রধান জম্মু, মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ কাশ্মীর উপত্যকা ও বৌদ্ধ প্রধান লাদাখ। গোটা রাজ্যে নিরঙ্কুশ মুসলিম প্রাধান্য স্থাপনের জন্য নেহেরুর নির্দেশে রাজ্যে জন প্রতিনিধির সংখ্যা এইভাবে নির্ধারিত হয়। নির্বাচন কমিশনের তথ্য অনুসারে।

| | আয়তন | ভোটার | এম. এল. এ. | এম. পি. |
|---|---|---|---|---|
| জম্মু | ২৬,০০০ বঃকিমি | ২৮,৯২,২৯০ | ৩৭ | ২ |
| কাশ্মীর উপত্যকা | ১৫,০০০ বঃকিমি | ২৫,৪৬,৯১০ | ৪৬ | ৩ |

লাদাখের জন্য বরাদ্দ মাত্র ১ জন বিধায়ক।

১৯৮৮-৮৯ সাল। মুসলিম বান্ধব ভি. পি. সিং ভারতের প্রধানমন্ত্রী। জামা মসজিদের সংস্কারের জন্য এই ধর্মনিরপেক্ষ ভি. পি. সিং ৫০,০০০ টাকা দিয়েছিলেন। CPI-M নেতা জ্যোতি বসুর পরামর্শে ইনি মুফতি মহম্মদ সৈয়দকে (বর্তমানে PDP নেতা) কেন্দ্রের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী নিয়োগ করেন। এঁর রাজত্বে কাশ্মীরে হিন্দুদের উপর শুরু হয় ব্যাপক নির্যাতন। সেই ভয়াবহ ইসলামি সন্ত্রাসে কাশ্মীরের তিন লক্ষ হিন্দু আজ স্বদেশে উদ্বাস্তু। আজ প্রায় ২০ বছর ধরে তাদের স্থান হয়েছে জম্মুর সরকারি শরণার্থী শিবিরে। ২০০৫ সালে পাকিস্তানের একদল সাংবাদিক আসে ভারতে। তারা জম্মুতে কাশ্মীরি হিন্দু ত্রাণ শিবির পরিদর্শন করে। পাক সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে ৪৫ বছর বয়স্ক জনৈক শরণার্থী কিভাবে সন্ত্রাসের বাতাবরণ তৈরী হয়েছে এবং কেন তাদের পালিয়ে আসতে হয়েছে তার বর্ণনা দেন। আমাদের প্রতিবেশী মুসলমানদের শ্লোগান ছিল খুবই ভীতিপ্রদ। তারা বলত আমরা চাই পণ্ডিতদের বাদ দিয়ে তাদের রমনীদের নিয়ে কাশ্মীরকে পাকিস্তানের সাথে যুক্ত করতে। (A 45 years old Bank Official pointed the atmosphere of terror, that forced his family to flee Tanmong .....'The Chants of some of our neighbours were terrifying" They would say, we want Kashmir to be with Pakistan without the Pundits, but with their women—Hindustan Times, 5.10.2005)। চারটি জেহাদি সংগঠন সতর্ক করে দিয়ে ঘোষণা করেছে, পণ্ডিতদের যদি কাশ্মীরে ফিরিয়ে আনা হয়, তবে আমাদের আক্রমণের হাত থেকে তারা পরিত্রাণ পাবে না। এই পণ্ডিতরা হল কাশ্মীরের স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রধান শত্রু। (Four militant groups have warned that if Kashmiri Pundits were brought back to the valley, they would not be safe from

our attacks..... The groups also declared that Pundits were the "arch enemies" of Kashmir's freedom movement.

—Hindustan Times, 24.7.2005

## সংবিধান

ধর্মনিরপেক্ষ দুষ্ট চক্র সর্বদাই ধর্মনিরপেক্ষ সংবিধানের দোহাই দেয়। সেই অতি পবিত্র সংবিধান সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞাতব্য—

(ক) জনগণ নয়—প্রাদেশিক আইন সভার সদস্যরাই গণ পরিষদের (Constituent Assembly) সদস্যদের নির্বাচিত করেন। মাত্র ১৪ শতাংশ জনগণের ভোটে এই আইন সভার সদস্যরা নির্বাচিত হতেন।

(খ) গণ পরিষদের চেয়ারম্যান ছিলেন ডঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ। ডঃ বি. আর আম্বেদকর ছিলেন খসড়া কমিটির চেয়ারম্যান। সংবিধান রচনায় প্রধান ভূমিকা ছিল নেহেরু, প্যাটেল, আজাদ ও রাজেন্দ্রপ্রসাদের—আম্বেদকরের নয়। বিশিষ্ট সংবিধান বিশারদ K. V. Rao তাঁর Parliamentary Democracy of India গ্রন্থে মন্তব্য করেছেন—"My reading of the Constitution makes me feel that it is inappropriate to call Dr. Ambedkar, the father of the Constitution. If any people are entitled to be called so, they are Nehru and Patel.

সর্বোপরি, জাতীয় কংগ্রেসের আদর্শই ভারতীয় সংবিধানের আদর্শ, লক্ষ্য ও দর্শনে পরিণত হয়েছে। রচিত সংবিধানটিকে গণভোটে পেশ করা হয়নি। তাই এই সংবিধানকে জনগণের সংবিধান বলা যায় না। "We, the people of India" in the preamble is high sounding but empty ; the people were neither directly nor indirectly connected with the framing of the Constitution either at the begining or at the end বলেন K. V. Rao.

ক্ষমতা হস্তান্তরের আলোচনায় প্রস্তাব করা হয়েছিল, দেশের একটি অংশের নাম যদি 'পাকিস্তান'—তবে অপর অংশের নাম হোক 'হিন্দুস্থান'। খুবই সঙ্গত এ প্রস্তাব। কিন্তু তীব্র আপত্তি জানায় কংগ্রেস। তাদের বক্তব্য—দেশের নাম হিন্দুস্থান হলে হিন্দুর প্রাধান্য সূচিত হয়। কিন্তু ভারত যে সকলের দেশ এবং তারা হিন্দু-মুসলমান সহ সকলের প্রতিনিধি। নির্মম-এ পরিহাস। প্রকৃতপক্ষে হিন্দু জাতিকে দুর্বল করা ও হিন্দু বা ভারতীয় জাতীয়তাবাদকে ধ্বংস করার এ এক কুটিল চক্রান্ত। এই চক্রান্তের প্রথম শর্ত হল "হিন্দু" শব্দটিকে জাতীয় জীবনের সর্বক্ষেত্রে বর্জন করতে হবে। গণ পরিষদের গঠনতন্ত্র এর উল্লেখযোগ্য উদাহরণ। গণ পরিষদের সকল আসন "সাধারণ" (অ-মুসলমান, অ-শিখ) "মুসলমান" ও "শিখ" এই তিন সম্প্রদায়ের মধ্যে সমানুপাতিক হারে ভাগ হয়। ব্রিটিশ ভারতের জন্য নির্দিষ্ট মোট আসন ২৯২টির মধ্যে সাধারণ-২১০, মুসলমান-৭৮,

শিখ-৪। প্রাদেশিক আইন সভার ভোটে কংগ্রেস লাভ করে ২০৮টি আসন, মুসলিম লীগ-৭৩। যে মুসলিম লীগ সমগ্র ভারতে রক্তগঙ্গা বইয়ে দিয়ে সশস্ত্র দুর্বৃত্তায়নের মাধ্যমে প্রায় বলপূর্বক ভারতবর্ষকে দ্বি-খণ্ডিত করে, খণ্ডিত ভারতের গণপরিষদে তারও ২৯জন প্রতিনিধি ছিল। ছিল না হিন্দুর কোন প্রতিনিধি—যারা ভারতের জনসংখ্যার ৭৫ শতাংশ এবং যে হিন্দু জাতির অপরিসীম ত্যাগ স্বীকারের মধ্যে দিয়ে ভারত ১২শ বৎসরের পরাধীনতার অভিশাপ মুক্ত হয়। হিন্দু জাতির মর্যাদা ও স্বাভিমানবোধকে আঘাত দিতেই গান্ধী-নেহেরুর এই হীন চক্রান্ত।

ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদার বলেন ঃ "মহাত্মা গান্ধীর আদর্শ ও লক্ষ্য যতই মহৎ হউক না কেন, কেবল সাধু সন্তদের পক্ষেই ইহা সঙ্গত। রাজনীতিক জগতে ইহা মায়া-মরীচিকার—অনুসরণমাত্র। হয়ত ইহার প্রভাবই ভারত বিভাগের প্রধান কারণ। .... মহাত্মা গান্ধী একাধারে সাধু সন্তোচিত আদর্শ ও রাজনীতিকের ভূমিকা অনুসরণ করিয়া কতদূর সফল হইয়াছিলেন—ভারতের স্বাধীনতার পরবর্তী ইতিহাস তাহার চিরন্তন সাক্ষীরূপে বিরাজ করিবে। তাঁহার ও তাঁহার উত্তরাধিকারীদের অদ্ভুত অসঙ্গত ও অস্বাভাবিক মুসলমান প্রীতি যে ভারতের বিশেষতঃ বঙ্গদেশ ও পাঞ্জাবের কি গুরুতর অনিষ্ট সাধন করিয়াছে—একদিন ভবিষ্যদ্বংশীয়েরা তাহার বিচার করিবে।"[১] গান্ধীর হিন্দু-মুসলমান মিলন যজ্ঞে আত্মাহুতি দিল লক্ষ লক্ষ হিন্দু ; তবু মিলনের মোহমায়া এখনও কাটেনি। মিলন নয়, সম্প্রীতি নয় ; হিন্দু-মুসলমানের বৈরিতাই হল ইতিহাসের সত্য। ডঃ মজুমদারের বিশ্লেষণে—"ভারতের ইতিহাস স্পষ্টভাবে নির্দেশ করে যে, যেদিন মামুদ ঘোরি আসে সিন্ধুপার'—সেইদিন হইতে এই বিচ্ছেদ চলিয়াছে এবং যতদূর মানুষের যুক্তি ও দৃষ্টি যায় ইহা কোনদিনই থামিবে না—যদি না পারস্যের মত সমগ্র ভারতের হিন্দুরা ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হয়।" [২]

সেই মহতী উদ্দেশ্যেই 'ধর্মনিরপেক্ষতার' আমদানি।

বায়ু বলে অন্ধবেগে বিনাশের গ্রাসে
ছুটিয়া চলেছি মূঢ় মত্ত অট্টহাসে
উল্কার আলোকে।
তাই এই ভারতের আকাশে বাতাসে জেহাদের
রণ হুঙ্কার—আল্লা-হো আকবর।

১. রমেশচন্দ্র মজুমদার—বাংলাদেশের ইতিহাস, ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ৪৬১-৪৬২
২. — ঐ —, পৃঃ ৪৪১

# ইসলামি জেহাদ

মুসলমান ধর্মপ্রাণ ধর্মনিষ্ঠ, ধর্মের নির্দেশ ব্যতীত তারা কোন কাজ করে না। "জেহাদ" বা ধর্মযুদ্ধ (Holy War) এই শব্দ যুগল কেবলমাত্র ইসলাম ধর্মেই পাওয়া যায়। এই ধর্মের আকর গ্রন্থ হল কোরান। বলা হয় সুদীর্ঘ ২৩ বৎসর ধরে আল্লার বাণী পৃথিবীতে তাঁর শেষ প্রতিনিধি পয়গম্বর মহম্মদের নিকট অবতীর্ণ হয়। কোরান হল সেই দিব্যবাণীর সংকলন। কোরানে বলা হয়েছে, ইসলাম হল একমাত্র সত্য ধর্ম। (অন্য সকল ধর্ম মিথ্যা?) আল্লাহ্ হলেন এই বিশ্ব জাহানের একমাত্র মালিক। তাঁর কোন অংশীদার নেই। যারা আল্লাহ্ ও মহম্মদে বিশ্বাস করে না, তারা হল অবিশ্বাসী, অংশীবাদী, কাফের ও সত্য প্রত্যাখ্যানকারী। কোরানে আল্লাহ্‌র নির্দেশ অলঙ্ঘনীয়—এবং মুসলমানের পক্ষে অবশ্যই পালনীয়। তাই মুসলমানের সমগ্র জীবনই—রাজনীতি ; সমাজনীতি, এমনকি দাম্পত্য জীবনও কোরানের নির্দেশ অনুসারে পরিচালিত। মুসলমানের যে সকল কাজ অ-মুসলমানের নিকট অনৈতিক, নির্মম ও অমানবিক বলে বিবেচিত হয় তাও কোরান অনুমোদিত।

আল্লাহ্ বিশ্বাসী মুসলমানদের প্রতি—অনন্ত করুণাময় পরম দয়ালু ;কিন্তু অবিশ্বাসী, অ-মুসলমানদের প্রতি ভীষণ ভয়ংকর। সারা পৃথিবীতে একমাত্র সত্য ধর্ম ইসলামের অবিসংবাদী ও নিরঙ্কুশ প্রতিষ্ঠা তাঁর একমাত্র লক্ষ্য। সেই উদ্দেশে মুসলমানদের প্রতি তাঁর কঠোর আদেশ—অবিশ্বাসী, সীমা লঙ্ঘনকারী, সত্য প্রত্যাখ্যানকারী বিধর্মী কাফেরদের বিরুদ্ধে চালিয়ে যেতে হবে অবিরাম যুদ্ধ। যুদ্ধ করেই বিশ্বব্যাপী প্রতিষ্ঠিত করতে হবে আল্লাহ্‌র দীন ধর্ম, তাই একে বলা হয় ধর্মযুদ্ধ (Holy War), ধর্মের জন্য যুদ্ধ। আল্লাহ্‌র এ আদেশ পালনে আছে লোভনীয় পুরষ্কার—লঙ্ঘন করলে ভয়ংকর শাস্তির বিধান। ধর্মযোদ্ধা—মুজাহিদরা (আল্লার সৈন্য) ধর্মযুদ্ধে (জেহাদে) জয়ী হোক অথবা নিহত হোক আল্লাহ্ তাদের দেন মহাপুরষ্কার। মৃত্যুর পর তাদের স্থান হবে জান্নাতে। সেখানে তাদের অনন্তকাল সঙ্গ সুখ দেবে শত শত সুন্দরী তরুণী। যাদের গাত্র বর্ণ সুরক্ষিত ডিমের কুসুমের ন্যায় উজ্জ্বল। আর বিধর্মী কাফেরদের পাঠানো হবে দোজখে (নরক)'। সেখানে তাদের খেতে দেওয়া হবে গরম পানি, পুঁজ রক্ত, অনন্তকাল ধরে পোড়ানো হবে দোজখের আগুনে। পবিত্র কোরানে আছে এরকম অনেক দিব্যবাণী পাতায় পাতায়।

## কোরানের বাণী

### জেহাদ

- অতঃপর নিষিদ্ধ মাস অতিবাহিত হলে অংশীবাদীদের যেখানে পাবে বধ করবে, তাদের বন্দী করবে, অবরোধ করবে এবং প্রত্যেক ঘাঁটিতে—তাদের জন্য ওৎ পেতে থাকবে। কিন্তু যদি তারা তওবা (অনুতাপ) করে, যথাযথ নামাজ পড়ে ও জাকাত (দান) দেয়, তবে তাদের পথ ছেড়ে দেবে। নিশ্চয় আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। (সুরা ৯ - আয়াত-৫)
- তোমরা তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে থাক, যতক্ষণ না (তাদের) ধর্মদ্রোহিতা দূর হয় এবং আল্লাহ্র দীন ধর্ম প্রতিষ্ঠিত না হয় .... (সুরা ২ - আয়াত-১৯৩)
- যারা আল্লাহ্তে বিশ্বাস করে না ..... এবং সত্য ধর্ম অনুসরণ করে না তাদের সাথে যুদ্ধ করবে যে পর্যন্ত না তারা নত হয়ে আনুগত্যের নির্দশন স্বরূপ স্বেচ্ছায় জিজিয়া* দেয়। (সুরা ৯ - আয়াত-২৯)
- হে বিশ্বাসী (মুসলমান)! তোমাদের পিতা ও ভাই যদি বিশ্বাস অপেক্ষা অবিশ্বাসকে শ্রেয় জ্ঞান করে, তবে ওদের অভিভাবক রূপে গ্রহণ করো না। তোমাদের মধ্যে যারা যারা ওদের অভিভাবক করে তারাই অপরাধী।
(সুরা ২ - আয়াত-২৩)
- * হে বিশ্বাসী! তোমাদের কি হল যে যখন আল্লাহ্র পথে তোমাদের অভিযানে বের হতে বলা হয়, তখন তোমরা ঘরমনা হয়ে গড়িমসি কর?... যদি তোমরা অভিযানে বের না হও তবে তিনি তোমাদের মর্মন্তুদ শাস্তি দেবেন।
(সুরা ৯ - আয়াত-৩৮, ৩৯)
- অভিযানে বের হয়ে পড় লঘু রণসম্ভার হোক, অথবা গুরু রণসম্ভার হোক; এবং তোমাদের সম্পদ ও জীবন দ্বারা আল্লাহ্র পথে সংগ্রাম কর।
(সুরা ৯ - আয়াত-৪১)

---

* ইসলামি রাষ্ট্রে অমুসলমানদের জীবনের নিরাপত্তার বিনিময়ে যে কর দিতে হয়।

* পাকিস্তানের উঃ পঃ সীমান্তের কাসিমখল গ্রামে বাস করে ৩৫টি শিখ পরিবার। ইসলামের আইন মোতাবেক তালিবানরা শিখদের কাছে ৫ কোটি টাকা 'জিজিয়া' কর দাবি করে। দখল করে শিখদের বাড়ি—আটক করে একজন শিখ নেতাকে। অবশেষে শিখরা ২ কোটি টাকা দিয়ে রেহাই পায়। (The militants had occupied at least 10 homes of Sikhs in Qasimkhal village. About 35 Sikh families have been living there for many years. The militants had said the Sikh should pay Jizia in accordance with Islamic Law....Sikh community have paid Rs. 20 million—The Times of India, 17-4-2009)

- তোমরা তাদের সাথে যুদ্ধ করবে। তোমাদের হাতে আল্লা ওদের শাস্তি দেবেন। ওদের লাঞ্ছিত করবেন। ওদের বিরুদ্ধে তোমাদের বিজয়ী করবেন ও বিশ্বাসীদের চিত্ত প্রশান্ত করবেন ..... আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়। (সুরা ৯ - আয়াত-১৪, ১৫)
- তোমরা কি মনে কর তোমরা স্বর্গে প্রবেশ করবে, যতক্ষণ না আল্লাহ্ তোমাদের মধ্যে কে জেহাদ করেছে এবং কে ধৈর্যশীল তা না জানাচ্ছেন। (সুরা ৩ - আয়াত-১৪২)

**জেহাদের পুরস্কার**

- .....বস্তুত যে আল্লাহ্‌র পথে সংগ্রাম করে সে নিহত হোক অথবা বিজয়ী হোক তাকে আমি শীঘ্রই মহাপুরস্কার দান করব। (৪-৭৪)
- যারা আল্লাহ্‌র পথে নিহত হয় তিনি কখনই তাদের কাজ বিনষ্ট হতে দেন না। ...তিনি তাদের প্রবেশ করাবেন জান্নাতে (বেহেস্ত-স্বর্গ), যার কথা তিনি জানিয়ে দিয়েছেন। (৪৭-৪,৬) সেখানে আসীন হবে হেলান দিয়ে, সেখানে তারা যত খুশী ফলমূল ও পানীয়ের জন্য আদেশ দেবে। তাদের পরিবেশন করা হবে বিশুদ্ধ সুরা, শুভ্র উজ্জ্বল পাত্রে। তাদের সঙ্গে থাকবে সুরক্ষিত ডিম্বের কুসুমের ন্যায় উজ্জ্বল গৌরবর্ণ লজ্জা-নম্র-আয়তলোচন তন্বীগণ। (৩৮-৫১, ৫২; ৩৭-৪১ থেকে ৪৯)
- যুদ্ধে তোমরা যা লাভ করেছ, তা বৈধ ও উত্তম বলে ভোগ কর ও আল্লাহ্‌কে ভয় কর। নিশ্চয় আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। (৮-৬৯)

**অমুসলমান কাফেরদের জন্য শাস্তির বিধান**

- ফেরেশতাদের বলা হবে "একত্র কর সীমা লঙঘনকারী ও ওদের সহচরদের এবং তাদের যাদের ওরা উপাসনা করত আল্লাহ্‌র পরিবর্তে এবং ওদের জাহান্নামের পথে পরিচালিত কর।" (৩৭-২২, ২৩)
- ....ওদের যেখানেই পাওয়া যাবে সেখানেই ধরা হবে এবং নির্দয়ভাবে হত্যা করা হবে। ....যেদিন অগ্নিতে ওদের মুখমণ্ডল উল্টে-পাল্টে দগ্ধ করা হবে সেদিন ওরা বলবে—"হায়! আমরা যদি আল্লাহ্ ও রসুলকে মান্য করতাম।" (৩৩-৬১, ৬৬)
- আল্লাহ্ ও তার রসুলে যারা অবিশ্বাস করে, আমি তাদের হৃদয়ে ভীতির সঞ্চার করব। তাদের স্কন্ধে ও সর্বাঙ্গে আঘাত কর। তাদের জন্য রয়েছে নরক যন্ত্রণা। (৮-১২, ১৩, ১৪)
- যারা আমার (কোরানের) আয়াতে অবিশ্বাস করে তাদের আগুনে দগ্ধ করবই। যখনই তাদের চর্ম দগ্ধ হবে তখনই ওর স্থলে নতুন চর্ম সৃষ্টি করব---যাতে তারা শাস্তি ভোগ করে। (৪-৫৬)
- অবিশ্বাসীদের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে আগুনের পোষাক, তাদের মাথার উপর ঢেলে দেওয়া হবে ফুটন্ত পানি---যাতে ওদের গায়ের চামড়া এবং উদরে যা আছে

তা গলে যাবে। ওদের জন্য সেখানে থাকবে লৌহ-মুদগর। যখনই ওরা যন্ত্রণা কাতর হয়ে জাহান্নাম হতে বেরুতে চাইবে তখনই তাদের ফিরিয়ে দেওয়া হবে, বলা হবে "আস্বাদ কর দহন যন্ত্রণা।" (২২-১৯ থেকে ২২)

- তোমরা এবং আল্লাহ্‌র পরিবর্তে তোমরা যাদের উপাসনা কর সেগুলি তো জাহান্নামের ইন্ধন। তোমরাই ওতে প্রবেশ করবে, এবং সেখানে চিরকাল থাকবে। (২১-৯৮, ৯৯)

এই হল ইসলাম। বিধর্মীদের হত্যা নির্যাতন করার জন্য পরম কারুণিক আল্লাহ্‌র এই রকম অসংখ্য নির্দেশ রয়েছে পবিত্র কোরানে। তাই ইসলামি জেহাদে পৃথিবীতে নিহত হয়েছে কোটি কোটি মানুষ। সর্বাধিক ভারতে। Will Durant যথার্থ বলেছেন—Mohammedan Conquest of India is probably the bloodiest story in history. [১]

২০০৬ সালের ১১ই সেপ্টেম্বর। ষোড়শ পোপ Benedict বাইজাইন্টাইন সম্রাট দ্বিতীয় এমানুয়েলের বক্তৃতা উদ্ধৃত করে বলেছেন—"আমাকে দেখান হজরত নতুন এমন কি বলেছেন! দেখবেন উনি শুধু অমানবিক হিংসার কথা, তরোয়াল দিয়ে ধর্ম প্রচারের কথা বলেছিলেন।" পোপের বিরুদ্ধে ইসলামি জগৎ বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। আনন্দবাজার পত্রিকায় সাংবাদিক সীমা সিরোহী "ঐতিহাসিক ভুল" (আনন্দবাজার ২৪.৯.২০০৬) শীর্ষক নিবন্ধে লিখেছেন ঃ ষোড়শ বেনেডিক্টের বিতর্কিত বক্তৃতার যে উগ্র প্রতিক্রিয়া দেখা গেল, তাতে কার্যত এটাই প্রমাণ হল যে, পোপের বক্তব্য অসার নয়। সোমালিয়াতে এক খ্রীষ্টান সন্ন্যাসিনী এবং তাঁর দেহরক্ষীকে হত্যার ঘটনা ইসলামের ভাবমূর্তি তুলে ধরল। সংক্ষেপে তা এই যে, উগ্র মৌলবাদীরা ধর্মটাকে দখল করে নিয়েছে। "রোম পুড়িয়ে দাও, পোপকে খুন কর" জাতীয় উন্মত্ত চিৎকার, প্যালেস্টাইনে গীর্জায় আক্রমণ, খ্রীষ্টান ধর্মাবলম্বীদের বিরুদ্ধে আল্ কায়দার হুমকি ..." খটকা লাগে কোথায় দাঁড়িয়ে আছি ....." শ্রীমতী সিরোহী "ইসলামের ভাবমূর্তির" কথা বলেছেন। প্রগতিশীল কবি দার্শনিক ইকবালের কবিতার ছন্দে তা রক্ত বর্ণে উদ্ভাসিত।

মনোরম তব ধরণী তখনো আছিল যে এক আজব স্থান,
পাষাণ পাদপ পূজার দৃশ্যে অদ্ভুত ছিল দুনিয়া খান।
বলিতে পার কি ভুলেও কি কেহ নিত কোনদিন তোমার নাম?
মুসলমানেরি বাহুর বলেতে পুরিয়াছে তব মনষ্কাম।
কিন্তু হে প্রভু, কে তোমার লাগি তুলেছে কৃপাণ দুর্নিবার ?
কে রচেছে বল, নতুন করিয়া শৃঙ্খলাহীন এ সংসার?
খাইবার-দ্বার, তুমিই বল না, কার বাহুবলে পড়িল লুটি?
রোমক রাজের অজেয় নগরী কাহার বীর্যে পড়িল টুটি?

১. Will Durant - The Story of Civilisation, p. 459

হাতে গড়া যত পাষাণ দেবতা করিয়াছে কে গো ধূলিসাৎ?
সত্য-বিরোধী কাফের দলের করেছে কে বল শোণিতপাত?
কে নিভাল বল, ইরাণের সেই বহ্নিকুণ্ড অনির্বাণ?
নতুন করিয়া জাগালো আবার সেখানে প্রভুর প্রেমের গান?

শিকওয়া (অভিযোগ) পৃঃ ২২
ইকবালের কাব্য সঞ্চয়ন
মনির উদ্দিন ইউসুফ
ইসলামিক ফাউন্ডেশন-ঢাকা-বাংলাদেশ

তসলিমা নাসরিনের লেখনীতে ইসলামের স্বরূপ—"কেউ যদি ইসলামের প্রেরণায় আল্লাহ্‌র আদেশ পালন করে সাচ্চা মুসলমান হতে চায়, তবে পবিত্র কোরান গ্রন্থ থেকে খুব সহজেই দীক্ষা নিতে পারে ; যেখানে লেখা ইহুদি আর খ্রীষ্টানদের সঙ্গে অর্থাৎ বিধর্মীদের সঙ্গে কোনও রকম বন্ধুত্ব না করার, করলে তাদেরও আল্লাহ্ ওই বিধর্মীদের সঙ্গে দোযখের আগুনে নিক্ষেপ করবেন। কেবল এই নয়, যেখানে বিধর্মী পাও, ধ্বংস কর, খতম কর। যেখানেই অবিশ্বাসী পাও, কেটে ফেলে এক কোপে বাম হাত আর ডান পা, আরেক কোপে ডান হাত আর বাম পা। ....মহম্মদ নিজের সৃষ্ট এই ধর্মকে ক্ষমতা দখল করার অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করেছেন। নির্দ্বিধায় মানুষ খুন করে মেয়েদের ধর্ষণ করে তিনি বিজয় নিশান উড়িয়ে দিলেন। এই ধর্ম কখনও তাঁর আধ্যাত্মিক ব্যাপার ছিল না, ছিল প্রথম থেকে শেষ অবদি, রাজনৈতিক।" [১]

দার্শনিক কবি ইকবাল কাব্যের ভাষায় যা বলেছেন—সেই একই কথা বলেছেন তসলিমা নাসরিন সাধারণ মানুষের কথ্য ভাষায়। উভয়ের মধ্যে কোন পার্থক্য আছে কি? তবে তসলিমার উপর মুসলমান ক্রুদ্ধ কেন ......?

ইসলাম সম্বন্ধে সুসংবদ্ধ ধারণা জেহাদের স্বরূপ উপলব্ধির পক্ষে সহায়ক। স্বামী বিবেকানন্দের দৃষ্টিতে মূর্ত হয়ে উঠেছে ইসলামের ভাবরূপ ঃ তাঁরা (মুসলমান) একমাত্র আল্লাহ্‌য় বিশ্বাসী এবং মহম্মদ তাঁর শেষ পয়গম্বর। এর বাইরে আর যা কিছু আছে তা শুধু মন্দই নয়, তা তৎক্ষণাৎ ধ্বংস করতে হবে। যে নর বা নারী আল্লাহ্‌য় বিশ্বাস করে না—তাদের করতে হবে হত্যা। যে বই (আল্লাহ্ ব্যতীত) অন্য কোন বিষয়ে জ্ঞান দান করে,তা পুড়িয়ে ফেলতে হবে। (এই কারণেই) প্রশান্ত মহাসাগর থেকে আটলান্টিক পর্যন্ত পাঁচশো বছর ধরে বিশ্বব্যাপী প্রবাহিত হয়েছে শোণিত স্রোত। এই হল ইসলাম বা মহম্মদবাদ।" (They believe in one God (Allah) and Mohammed is his last prophet. Everything beyond that not only is bad but must be destroyed forthwith ; at a moment's notice, every man or woman who

১. তসলিমা নাসরিন—দ্বিখণ্ডিত, পৃ: ৪৮, ৫০

does not exactly believe in that must be killed .... Every book that teaches anything else must be burnt. From the pacific to the Atlantic, for five hundred years blood ran all over the world. That is Mohammadenism. [১]

এই হল প্রেম ও মৈত্রীর ধর্ম ইসলামের স্বরূপ। স্যার যদুনাথ সরকার তাই যথার্থই বলেছেন—"যে ধর্ম তার অনুগামীদের শিক্ষা দেয়, দস্যুবৃত্তি ও হত্যা ধর্মীয় কর্তব্য, পূণ্যের কাজ—সে ধর্ম মানবজাতির উন্নতির পরিপন্থী ; বিশ্ব-শান্তির পক্ষে বিপজ্জনক। (A religion whose followers are taught to regard robbery and murder as religious duty is incompatible with the progress of mankind or with the peace of the world. [২]

বিধর্মী কাফেরদের বিরুদ্ধে ইসলামের জেহাদ বা ধর্ম যুদ্ধকে এই প্রেক্ষিতেই বিচার করতে হবে।

ইসলাম ধর্মের বিধান অনুযায়ী পৃথিবী দুই বিপরীত শিবিরে বিভক্ত। দার-অল্-ইসলাম (abode of Peace—মুসলিম শাসিত) ও দার-অল-হারব (abode of war—অ-মুসলমান শাসিত) ; যুদ্ধ করে যে দেশে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠা করতে হবে। তাই একে বলা হয়েছে (abode of war). মুসলমান শাসক মাত্রেরই কর্তব্য হবে ইসলামের শাসনকে সম্প্রসারিত করা, যতক্ষণ পর্যন্ত না সমগ্র পৃথিবী Dar-ul-Islam-এ রূপান্তরিত হয়। (According to Muslim canon law the world is divided into two camps, Dar-ul-Islam (abode of Islam) and Dar-ul-Harb (abode of war) .... it becomes incumbent on a Muslim Rular to extend the rule of Islam until the whole world shall have been brought under its sway. [৩]

ক্ষণজন্মা চিন্তানায়ক নীরদ চন্দ্র চৌধুরী এই জেহাদ সুন্দরভাবে বিশ্লেষণ করেছেন ; "মুসলমান ধর্মশাস্ত্রের নির্দেশ মত মুসলিম মাত্রেরই নিকট পৃথিবী দুইভাগে বিভক্ত—(১) দার-অল্-ইসলাম ;(২) দার-অল্-হারব। দার-অল-ইসলামের অর্থ ইসলামের দেশ অর্থাৎ যে দেশ মুসলমান ধর্মাবলম্বী শাসক কর্তৃক শাসিত। দার-অল-হারবের অর্থ যুদ্ধের দেশ; যে দেশে যুদ্ধ করিয়া ইসলামের প্রাধান্য স্থাপন করিতে হইবে। ইসলামের বিধান অনুসারে কোন মুসলমান অ-মুসলমানের অধীনে থাকিতে পারে না। শুধু তাই নয়, অ-মুসলমান জগৎ ও মুসলমান জগতের মধ্যে চিরন্তন বিরোধ। এই জন্যই অ-মুসলমান জগতের নামকরণ হইয়াছে দার-অল্-হারব, যুদ্ধের দেশ। এই নির্দেশের জন্য অ-মুসলমান ও মুসলমান রাজ্যের মধ্যে কোন মৈত্রী হইতে পারে না। যতদিন পর্যন্ত না

১. The Complete Works of Swami Vivekananda, Vol. IV, p. 126

২. Sir J. N. Sarkar—History of Aurangzib Vol.-III, p. 169

৩. Dr. B. R. Ambedkar—Writings and Speeches, Vol. 8, p. 294-295

দার-অল্-হারব, দার-অল্-ইসলামে পরিণত হইবে ততদিন পর্যন্ত বিশ্বাসী মুসলমান মাত্রকেই জেহাদ বা ধর্মযুদ্ধ চালাইতে হইবে। জেহাদের নিয়ম অনুযায়ী অবিশ্বাসীকে হয়—(১) মুসলমান হইতে হইবে, কিংবা (২) মুসলমানের প্রাধান্য স্বীকার করিয়া ও "জিজিয়া" দিতে স্বীকৃত হইয়া আশ্রিত হইয়া থাকিতে হইবে। (৩) যুদ্ধ করিতে হইবে। ইসলামের বিধান মানিলে এই তিন পথের এক পথ ভিন্ন মুসলমানের অ-মুসলমানের নিকট যাইবার চতুর্থ আর কোন পথ নাই।" ১ নীরদ চন্দ্র চৌধুরী বলেন—"তিনটি ধাপে জেহাদের নির্দেশ ধর্মশাস্ত্রের বিধান বলিয়া স্বীকৃত হয়। ধাপগুলি এই—(১) বিশ্বাসীরা আক্রান্ত হইলে আত্মরক্ষার চেষ্টা করিবে, (২) যুদ্ধ মুসলমানের কর্তব্য—The Strife is prescribed for you (৩) অবিশ্বাসী মাত্রকেই ইসলামে দীক্ষিত করিতে হইবে"। মহম্মদের কঠোর নির্দেশ—ইসলামকে স্বীকার না করা পর্যন্ত যুদ্ধ করিতে হইবে (I am commanded to fight against men until they bear witness that there is no God but Allah and that Muhammed is God's messenger ; only by pronouncing these words can they make their property and blood secure from me" ২

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রথিতযশা সাংবাদিক, টি.ভি সঞ্চালক Brigitte Gabriel সাত বৎসর কাটিয়েছেন লেবাননে, ভ্রমণ করেছেন বহু দেশ, ইসলাম সম্বন্ধ রয়েছে তাঁর প্রত্যক্ষ ও প্রগাঢ় অভিজ্ঞতা। Mr. Gabriel—অস্ট্রেলিয়ার প্রধানমন্ত্রী, মার্কিন কংগ্রেস, FBI, ব্রিটিশ পার্লামেন্ট কর্তৃক আমন্ত্রিত হয়ে ইসলামি জেহাদ সম্বন্ধে তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ করেছেন। তিনি বলেন—"পৃথিবী দুইভাগে বিভক্ত। Dar-ul-Islam (ইসলামের দেশ) ও Dar-Al-Harb (যুদ্ধের দেশ)—যে দেশ এখনও মুসলমানদের দ্বারা বিজিত হয়নি। সেই কাফের অধ্যুষিত দেশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে হবে যতক্ষণ পর্যন্ত না তারা সকলে ইসলামে ধর্মান্তরিত অথবা নিহত হয়। এই হল ইসলামি জেহাদের ভিত্তি। (The world was now divided into two : Dar-al-Islam (the house of Islam) and Dar-al-Harb (the house of war) ...This is the basis of the Islamist's drive to fight all infidels until they either convert to Islam or be killed ৩ তিনি বলেন—মহম্মদ স্বয়ং কাফেরদের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করেন, সেই হল প্রথম জেহাদ। বিশ্বব্যাপী স্বাধীনতাপ্রিয় মানুষের বিরুদ্ধে সেই জেহাদই নতুনভাবে আরণ্যক হিংস্রতার সঙ্গে সংঘটিত হচ্ছে। (The initial Islamic war Mohammed declared on the infidels—the original Islamic war—has reemerged and is ramping

১. নীরদ চন্দ্র চৌধুরী—আমার দেশ আমার শতক, পৃঃ ২৬-২৭
২. নীরদ চন্দ্র চৌধুরী—আমার দেশ আমার শতক, পৃঃ ২৭
৩. Brigitte Gabriel—They Must Be Stopped. p. 32

up its attack on freedom–loving people) [১] ইসলামি জেহাদের বিরুদ্ধে তীব্র আন্তর্জাতিক প্রতিক্রিয়ায় বিচলিত পাশ্চাত্য মুসলিম পণ্ডিতরা বলেন—"জেহাদ হল প্রকৃতপক্ষে আধ্যাত্মিক সংগ্রাম (আত্ম নিগ্রহ)—সামরিক অভিযান নয়। কিন্তু ইসলামের ইতিহাস ও কোরানের বিধান অনুযায়ী জেহাদ হল যুদ্ধ; অবিশ্বাসীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ (Many Islamic pundits in the west today explain that jihad is mostly a spiritual struggle and not a military one. However, when you examine the history of Islam and the commandments of the Koran that endorses Jihad as a military tool, it becomes clear that the term Jihad refers mostly to war against non-believers. [২]

কোরানের অকাট্য প্রমাণ সত্ত্বেও এদেশেও প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবিরা ইসলামের পক্ষে অনুরূপ সওয়াল করেন। কিন্তু সুরা বরাটে (IX—অনুতাপ) আল্লাহ্ সকল চুক্তি ছুঁড়ে ফেলে পৌত্তলিক, ইহুদি ও খ্রীষ্টানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের আদেশ দেন—যদি তারা ইসলাম গ্রহণ না করে (Then Allah revealed in sura Bara'at (Repentence, IX) the order to discard (all) the obligations (covenents etc.) and commanded the Muslims to fight against all the pagans as well as against the people of the scriptures (Jews and Christian) if they do not embrace Islam).[৩] মদিনায় প্রকাশিত কোরানের সকল সুরায় আল্লা মুসলমানদের জন্য "জেহাদ" অবশ্য করণীয় বলে বিধান দিয়েছেন। (Allah made "the fighting" (jihad) obligatory for the Muslims and gave importance to the subject matter of jihad in all the suras (chapter of the quran) which were revealed (at Medina) [৪]

"জেহাদ" মুসলমানদের নিকট বাধ্যতামূলক করার জন্য আল্লা দুটি বিকল্প রেখেছেন। প্রলোভন ও শাস্তি। জেহাদে অংশ নিলে বেহেস্তে নারী সঙ্গ সুখ ও উৎকৃষ্ট ভোগ্য দ্রব্যের অফুরন্ত সম্ভার ;অন্যথায় দোযখের আগুনে অনন্তকাল ধরে দহন যন্ত্রণা। আল্লা বলেন যদি তোমরা অভিযানে বের না হও, তবে আমি তোমাদের ভয়ংকর যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি দেব এবং তোমাদের পরিবর্তে নিয়ে আসব অন্য জাতিকে। তোমরা আমার কোন ক্ষতি করতে পারবে না। আল্লা সর্ব শক্তিমান (৯-৩৯) (.....If you march not forth, I will punish you with a painful torment and will replace you by another people and you cannot harm Me at all and Allah is able to do all things. (9-39) [৫]

১. Ibid, p. 2

২. Ibid, p. 23

৩. Dr. Muhammed Mushin Khan—Sahih Al-Bukhari, (Islamic University—Medina-Al-Munawwara), p. 26

৪. Ibid, p. 26

৫. Ibid, p. 31

Mr. Gabriel লিখেছেন—প্রায় ১৪০০ বছর ধরে ইসলামিক জেহাদে ২৭ কোটি মানুষ নিহত হয় ;আফ্রিকান ১২ কোটি, খ্রীষ্টান ৬ কোটি, হিন্দু ৮ কোটি*, বৌদ্ধ ১ কোটি (By 1905 the west had liberated its territory previously conquered and savaged by Islam, and declared an economic and military victory, thus marking the end of 1,400 years of Islamic rule and jihad. During this period, Muslims had killed 270 million people across the globe ; 120 million Africans, 60 million Christians, 80 million Hindus, and 10 million Buddhists.)[১]। তিনি তাই ইসলামকে বলেছেন Islamofascism বা ইসলামি ফ্যাসিবাদ। এই জেহাদ হল আল্লার অলঙ্ঘ্য বিধান। সুতরাং ধর্মীয় কারণেই মুসলমান মাত্রেই জেহাদী বা ধর্মযোদ্ধা। এমনকি তথাকথিত 'উদার' মুসলমান হয়তো জেহাদী সন্ত্রাসবাদী কাজের সঙ্গে সহমত পোষণ করেন না : কিন্তু তাঁরাও তাদের (জেহাদীদের) গভীর ভাবাবেগ ও অঙ্গীকারের (ইসলামের প্রতি) প্রতি শ্রদ্ধাশীল। মুসলমানের পক্ষে জেহাদ ও জেহাদিদের

* প্রায় ১৩০০ বছর ধরে হিন্দুস্থান ইসলামের পৈশাচিক তাণ্ডবে রক্তাক্ত বিধ্বস্ত.... লেখিকা হিন্দু নিহতের সংখ্যা বলেছেন মাত্র ৮ কোটি। প্রকৃতপক্ষে সংখ্যাটি হবে তার কয়েক গুণ বেশী। ১৯৩৯ সালে ভারতের হিন্দুর সংখ্যা ছিল মাত্র ২৬ কোটি, তাহলে ২০০ বৎসর পূর্বে যখন ইংরেজের হাতে পরাজিত হয়ে ভারতে মুসলিম সাম্রাজ্যের অবসান হয় তখন হিন্দু কত ছিল? তারও ১০০০ বৎসর পূর্বে যখন একহাতে তরবারি ও অন্য হাতে কোরান নিয়ে এদেশে ইসলামের আবির্ভাব ঘটে তখন হিন্দুর সংখ্যা কত হতে পারে? কত হিন্দু ১২০০ বৎসরে বেড়ে হয় ২৬ কোটি?

নদী-মাতৃক উর্বরা সমতল ভারতবর্ষ সর্বদাই ঘন জনবসতিপূর্ণ ছিল। ভারত যুদ্ধে কৌরব-পাণ্ডবের সম্মিলিত সেনা ছিল ১৮ অক্ষৌহিনী। কাব্যের অতিশয়োক্তি সত্ত্বেও সংখ্যাটি হবে প্রায় অর্দ্ধ কোটি। ৩২৬ খ্রীঃ পূর্বাব্দে যখন গ্রীক বীর আলেকজাণ্ডার ভারত অভিযানে আসেন, তখন শুধুমাত্র মগধ রাজ্যেরই স্থায়ী সেনাবাহিনীতে (Standing Army) সৈন্য ছিল ১০,০০,০০০। এই বিশাল বাহিনীর ভয়ে আলেকজাণ্ডার ভারতের অভ্যন্তরে প্রবেশ করেন নি ; সীমান্ত হতেই ফিরে গিয়েছেন। একটি রাজ্যে জনসংখ্যা কত হলে তার সেনা বাহিনীতে ১০,০০,০০০ সৈন্য থাকে? সেই বিশাল হিন্দু জনসংখ্যা কি কর্পূরের ন্যায় বাতাসে মিলিয়ে গেল?

"প্রবুদ্ধ-ভারত" পত্রিকায় স্বামীজীর এক সাক্ষাৎকার থেকে জানা যায়—"যখন মুসলমানরা প্রথম এদেশে আসিয়া ছিলেন, তখন প্রবীণ মুসলমান ঐতিহাসিক ফেরিস্তার মতে ভারতে ৬০ কোটি হিন্দু ছিল, এখন আমরা বিশ কোটিতে পরিণত হইয়াছি। (When the Mohammedans first came, we are said—I think on the authority of Ferista, the oldest Mohammedan historian to have been six hundred millions of Hindus,. Now we are about two hundred millions—The complete works of Swami Vivekananda—Vol.5, p. 233)

এই জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি নিয়ে জনসংখ্যা বিশারদদের গবেষণা করা উচিৎ ...।

১. Brigitte Gabriel—They Must Be Stopped. p. 36

নিন্দা করা সম্ভব নয়। কারণ, তার অর্থ হবে মহম্মদ ও আল্লার বিধানকে নিন্দা করার সামিল। (Even so called moderate Muslims, who don't agree with these jihadist's devotion to the purest form of Islam or their terror tactics, respect their passion and commitment.... For most Muslims to denounce what the jihadists do in the name of their religion would be denouncing the Prophet and the words of Allah...) [১] Mrs. Gabriel লিখেছেন—১৯৭৯ সালে ইরান বিপ্লবের পর থেকে পৃথিবীব্যাপী ইসলামি ফ্যাসিবাদ ও সন্ত্রাসের ব্যাপ্তি কল্পনার সীমা ছাড়িয়ে গিয়েছে। কম্যুনিজমের অভিশাপ* ও আতঙ্কের স্থানে এসেছে ইসলামি অভিশাপ ও সন্ত্রাস। .....বেঁচে থাকার চেয়ে ধর্মের জন্য প্রাণ দেওয়া শ্রেয়ঃ— এই বিশ্বাসে অনুপ্রাণিত হয়ে (মুসলিম) নর-নারীরা ২০০১ সালের ১১ই সেপ্টেম্বরের পর থেকে পৃথিবীতে ১০,০০০ বেশী জেহাদী হানা ঘটিয়েছে। (Since the Iranian revolution in 1973, Islamic fascism and world wide Islamic terrorist acts have escalated to a level beyond any one's imagination. The scourge and

---

* ইসলাম ও মার্কসবাদ। প্রথমটি একটি বিশেষ ধর্মীয় মতবাদ—দ্বিতীয়টি পুরোপুরি বস্তুবাদী রাজনৈতিক দর্শন, ধর্ম ও ঈশ্বর ভাবনার ঘোরতর বিরোধী এবং যথাযথই সেক্যুলার বা ধর্ম নিরপেক্ষ। এই আপাতঃ বৈপরীত্য সত্ত্বেও উভয়ের মধ্যে রয়েছে বিস্ময়কর সাদৃশ্য ; তত্ত্ব ও প্রয়োগে। ইসলাম পৃথিবীতে একমাত্র সত্য ধর্ম, বেহেস্তে যাওয়ার জন্য মর্ত মানুষের একমাত্র অবলম্বন। মার্কসবাদ অভ্রান্ত বৈজ্ঞানিক সত্য, শোষিত জনতার শোষণ মুক্তি ও ঐহিক সুখ সমৃদ্ধির একমাত্র পথ। উভয়েরই ঘোষিত আদর্শ সাম্য-স্বাধীনতা-বিশ্ব ভ্রাতৃত্ব।

ইসলাম পৃথিবীকে দুইভাগে ভাগ করে—দার-উল-ইসলাম ও দার-উল-হারব। মার্কসবাদও পৃথিবীকে কম্যুনিষ্ট ও অ-কম্যুনিষ্ট (ধনতান্ত্রিক), এই দুইভাগে ভাগ করে। ইসলামের লক্ষ্য বিধর্মীদের নির্মূল করে সমগ্র পৃথিবীকে দার-উল-ইসলাম করা। মার্কসবাদের লক্ষ্য অ-কম্যুনিষ্টদের (শ্রেণীশত্রু) নির্মূল করে, বিশ্বব্যাপী মার্কসবাদ বা কম্যুনিজমের প্রতিষ্ঠা। উদ্দেশ্য সাধনে ইসলামের অস্ত্র হল জেহাদ বা ধর্মযুদ্ধ (Holy War) ; আর মার্কসবাদের অস্ত্র শ্রেণী সংগ্রাম (Class struggle)। উভয় মতবাদই জাতীয়তাবাদে বিশ্বাস করে না।

পয়গম্বর হজরত মহম্মদ ইসলামের প্রধান প্রবক্তা ও রূপকার। তেমনি মহামতি লেনিন-ষ্ট্যালিন মার্কসবাদের অবিসংবাদী প্রবক্তা ও রূপকার। তাত্ত্বিক ক্ষেত্রে যেমন এই সাদৃশ্য—তেমনি সাদৃশ্য রয়েছে প্রয়োগের ক্ষেত্রে। উভয় মতবাদ End justifies the means—এই নীতিতে বিশ্বাসী। উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য যে কোন পথই গ্রহণযোগ্য। মানবিক মূল্যবোধ ও নীতিবোধ বিবেচ্য নয়। সম্মতি নয়, বলপ্রয়োগ উভয় মতবাদের ভিত্তিস্বরূপ। তাই দেখা যায় মানুষের রক্ত পিছল পথে, কোটি মানুষের মৃতদেহের উপর দিয়ে এগিয়ে গেছে ইসলামের বিজয় শকট। শুধুমাত্র ভারতে যে রক্তপাত হয়েছে তা তুলনাহীন। ঐতিহাসিক Will Durant-

---

১. Ibid, p. 3, 52

fear of communism has been replaced by the scourge and fear of Islam. .....Since Sept 11, 2001 there have been more than ten thousand Islamic terrorist attacks world wide carried out by men and women who believe that dying for their religious beliefs is more important than life itself. [১]

---

এর মতে মুসলমানের ভারত বিজয় ইতিহাসের সর্বাধিক রক্তাক্ত অধ্যায় (The Mohammedan conquest of India is probably the bloodiest story in history.) [২] একইভাবে মার্কসবাদের রক্তাক্ত জয়রথ ভূমগুলের যে অঞ্চল দিয়ে গেছে—সেখানেই রেখে গেছে দানবীয় হত্যাকাণ্ড ও বিশ্বগ্রাসী ধ্বংসের পদচিহ্ন; উঠেছে গগনভেদী ক্রন্দন রোল, স্বজন হারা মানুষের বুক ভাঙ্গা হাহাকার। আদিম বর্বর হিংসার মাহাত্ম্য প্রচার উভয় মতবাদেরই লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য।

৬০ লক্ষ ইহুদি হত্যার জন্য হিটলার নিন্দিত; ৫ কোটি রাশিয়ানকে হত্যা করে মার্কসবাদের প্রাণপুরুষ, সফল রূপকার মহান ষ্ট্যালিন বিশ্ববন্দিত। ১৯৬৫-১৯৭৫ সাল। শুধুমাত্র এই দশ বছরেই সাংস্কৃতিক বিপ্লবের নামে কম্যুনিষ্ট চীনে চার কোটি চীনাকে হত্যা করা হয়। তবুও চেয়ারম্যান মাও-সে-তুঙ-এর গুণমুগ্ধ ভক্তের অভাব নেই। শ্লোগান শুনতে হয়, চীনের চেয়ারম্যান আমাদের চেয়ারম্যান। তৈমুর-বাবর-আহম্মদ শাহ্ আবদালি তাঁদের শিবিরের সম্মুখে নিহত হিন্দুদের মুণ্ড কেটে তৈরী করতেন বিশাল বিশাল নরমুণ্ডের স্তম্ভ (tower)। সিংহাসনে বসে তাঁরা উপভোগ করতেন সেই নয়নাভিরাম সুন্দর দৃশ্য। একি শুধুই ইসলামের অনন্য বৈশিষ্ট্য? মনে হয় না। পলপট, শান্তি ও অহিংসার দেশ-কম্বোডিয়ার (কাম্পুচিয়া) কম্যুনিষ্ট ডিক্টেটর। মাত্র ১০ বৎসর কম্বোডিয়া শাসন করেছে। এই স্বল্প সময়ের মধ্যেই সে দেশের ৬০ লক্ষ অধিবাসীর মধ্যে ২০ লক্ষকে হত্যা করে। সেই রাশি রাশি নরমুণ্ড সযত্নে সাজিয়ে রেখেছিল। তার ছবি The Statesman (17.4.98) সহ দেশ-বিদেশের বহু সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়েছে।

ইসলামের ন্যায় মার্কসবাদও ঘোরতর হিন্দু বিদ্বেষী। মুসলমানের ন্যায় এদেশে বসবাসকারী কম্যুনিষ্টদেরও আনুগত্য বাইরের কোন কম্যুনিষ্ট দেশের প্রতি। তাদের প্রথম মনিব সোভিয়েত রাশিয়া। গত শতাব্দীর শেষ ভাগে রুশ কম্যুনিষ্ট সাম্রাজ্যের পতনের পর, তাদের নতুন মনিব ভারত আক্রমণকারী সাম্রাজ্যবাদী কম্যুনিষ্ট চীন।

---

১. Ibid, p. 38-39

২. Will Durant—The Story of Civilisation, p. 459

## জেহাদ ও ধর্মনিরপেক্ষ চক্র

বিগত প্রায় ১৩০০ বৎসর ধরে ভারতে চলছে এই জেহাদ। ডঃ বি. আর. আম্বেদকর লিখেছেন—আক্রমণকারীরা ধর্মে মুসলমান হলেও তাদের মধ্যে ছিল ভয়ংকর, পারস্পরিক বিদ্বেষ ও প্রতিযোগিতা। সুলতান মামুদ ও বাবর ছিলেন তাতার, তৈমুরলঙ মোঙ্গল, মহম্মদ ঘোরী, নাদির শাহ ও আহম্মদ শাহ আবদালি ছিলেন আফগান। এই আত্মঘাতী বিরোধ সত্ত্বেও তাঁদের মূল উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য ছিল এক ও অভিন্ন—আর তা হল হিন্দুধর্মকে নির্মূল করা। (....Muhammad of Ghazni was a Tarter, Mohammed Ghori was an Afgan, Taimur was a Mongol, Babar was a Tarter, while Nadir Sah and Ahmed Sah Abdali were Afgans ....They were deadly rivals of one another—and their wars were often wars of mutual extermination. What is however, important to bear in mind is that with all their internecine conflict they were all united by one common objective and that was to destroy the Hindu faith. [১]

যতদিন ইসলাম—ততদিন জেহাদ। তাই সেই জেহাদ চলছে আজও। মাসুদ আজাহার প্রতিষ্ঠিত জৈশ-ই-মহম্মদের মুখপাত্র রাণা ফারুক বলেন—"আমরা কাশ্মীরের মুসলমানদের জন্য সংগ্রাম করছি ; এবং এই সংগ্রাম থামবে না। আল্লাহর নির্দেশেই এই জেহাদ। তা আগেও থামেনি, ভবিষ্যতেও থেমে থাকবে না—(আনন্দবাজার ১০.১০.২০০১)। শুধু কোরান নয় ইসলামি শিক্ষা ব্যবস্থায়—'জেহাদ' প্রধান পাঠ্যসূচী। মাদ্রাসায় শিক্ষার্থীদের পড়ানো হয়—একমাত্র মুসলমানেরই পৃথিবী শাসন করার অধিকার আছে। অধিকার আছে ইসলাম বিরোধী কাফেরদের হত্যা করার। বিধর্মীরা ভীরু কাপুরুষ ; ধর্ম যোদ্ধারা আক্রমণ করলে তারা ভয়ে পালিয়ে যায়। যারা হিন্দুদের হত্যা করে তারা মহাবীর। (Muslims alone have the right to rule the world and are allowed to kill infidels that stand in the way of Islam. That infidels are cowards who run away in fear and terror when a holy warrior attacks them ; those who kill Hindus are super heroes—Hindustan Times 11.7.2004

পাকিস্তানে মাদ্রাসায় লক্ষ লক্ষ শিক্ষার্থীকে A-B-J-র উর্দু সমার্থক এই ভাবে শেখানো হয়—

A stands for Allah
B stands for Bandook
J stands for Jihad — The Statesman 19.1.2009

স্কুল পাঠ্য বই এমন ভাবে রচিত যাতে ভারত ও হিন্দুদের বিরুদ্ধে ঘৃণার সৃষ্টি হয়।

---

১. Dr. B. R. Ambedkar—Writings and Speeches Vol. 8, p. 56-57

(ক) হিন্দু ধর্ম ও হিন্দু সংস্কৃতিকে হেয় প্রতিপন্ন করার জন্য বলা হয় হিন্দুরা হল নোংরা ও হীন।

(খ) হিন্দুস্থানে মুসলিম শাসনের প্রশংসা করে বলা হয়—এর ফলে হিন্দুর নিকৃষ্ট ধর্মীয় বিশ্বাস, রীতি পদ্ধতির অবসান ঘটিয়ে ভারতবর্ষ থেকে সনাতন হিন্দুধর্মকে লুপ্ত করা সম্ভব হয়েছে। (a) To offer slanted descriptions of Hindu religion and culture, calling them "unclean" and "inferior". (b) To praise Muslim rule over the Hindus for having put an end to all 'bad' Hindu religious beliefs and practices and thus eliminated classical Hinduism from India.[১]

ভারত হল ইসলামি জেহাদীদের অভয়ারণ্য, নিরাপদ স্বর্গ। সহায় তাদের এদেশের ২০ কোটি* মুসলমান ও অশুভ ধর্ম নিরপেক্ষ জোট। ১৯৯৩ সাল। বম্বেতে ধারাবাহিক বিস্ফোরণ ঘটে। মারা যায় প্রায় তিন শতাধিক মানুষ ;আহত হয় তার দ্বি-গুণের বেশী। মহারাষ্ট্রে তখন কংগ্রেসী মুখ্যমন্ত্রী সুধাকর নায়েক। কেন্দ্রে কংগ্রেস সরকার। প্রধানমন্ত্রী নরসিম্হা রাও ; শারদ পাওয়ার প্রতিরক্ষামন্ত্রী। এই ভয়ংকর জেহাদী হামলার নায়ক দাউদ ইব্রাহিম পাকিস্তানে। এদেশে জেহাদী আক্রমণের দায়িত্বে ছিল তার ভাই ইয়াকুব

---

* ১৯৯০ সালে পাকিস্তানের হিসাব অনুযায়ী ভারতে মুসলমানের সংখ্যা ছিল ১৫ কোটি। পাকিস্তানের Defence Journal, জানুঃ-ফ্রেব্রুঃ—১৯৯০, Jehad Syndrome শীর্যক নিবন্ধে বলা হয়েছে, বিশ্বব্যাপী ধর্মযুদ্ধে রাশিয়ার বিরুদ্ধে আমাদের মিত্র হল সেদেশের কয়েক কোটি মুসলমান। তেমনি আঞ্চলিক ক্ষেত্রে ভারতের বিরুদ্ধে আমাদের প্রধান সহায় ভারতের ১৫ কোটি মুসলমান (The Jan-Feb, 1990 issue of the Defence Journal of Pakistan under "Jehad Syndrome" says in a global role vis-a-vis the USSR. our allies are the millions of Muslims in the USSR Similarly in the regional role vis-a-vis India, our allies are 150 millions Indian Muslims—our greatest asset is the Muslims to destabilise these two countries—Writes wing commander, Amar Jutshi—The Stateman 18.7.90)। ১৯৯০ সালে ১৫ কোটি! আর ২০০৯ সালেও সেই ১৫! কোটি এই পুস্তিকায় ইতিপূর্বেই আলোচনা করা হয়েছে যে ভারতে বসবাস কারি কোন মুসলমানই ভারতীয় নয়। ধর্মীয় কারণেই তাদের সমর্থন পাকিস্তানের প্রতি।

আলিগড়ের মুসলিম বুদ্ধিজীবীরা বলেছেন—"যদিও মুসলমানের সংখ্যা ২০ শতাংশ কিন্তু সরকারি অফিসে মুসলমানের সংখ্যা ২ শতাংশ (2% Muslims in Govt. jobs, even as the minority Community makesup 20% of the total population Hindustan Times—16.7.2004

মুসলমান দাবি করে ভারতে তাদের সংখ্যা ২০ কোটি আর সরকার থেকে প্রচার করা হয় ১৫ কোটি। ১৯৪৭ সালের ন্যায় হিন্দুকে রক্ত দিয়ে এই মিথ্যা প্রচারের মূল্য দিতে হবে।

---

১. K. K. Aziz—The Murder of History, p. 193

মেমন। ঘটনার পরদিন মেমন সপরিবারে বিমানে দেশ ত্যাগ করে। কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের যোগসাজস ব্যতীত ইহা সম্ভব ছিল কি? ইউরোপ—আমেরিকায় দেশদ্রোহীদের সঙ্গে এই রকম সরকারি যোগসাজস কল্পনা করা যায়? ২০০৬ সালের ১১ই জুলাই সন্ধ্যায় মুম্বাই রেল স্টেশনে পরপর তিনটি বিস্ফোরণ ঘটে। নিহত ২০০, আহত ৬০০। আমেরিকার গোয়েন্দা বিভাগ FBI-র থেকে আগাম সতর্কবার্তা পেয়েও এদেশের কংগ্রেস সরকার কোন ব্যবস্থা নেয়নি (২৬/১১-তেও অনুরূপ ঘটনা ঘটে)। ধরা পড়েনি একজন জেহাদী মুসলমানও। ধরা হবে কেন? জেহাদীদের বন্ধুদের নিয়েই তো কেন্দ্রের কংগ্রেস কম্যুনিষ্টদের ধর্ম নিরপেক্ষ UPA সরকার। বিস্ফোরণের পর কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভার প্রতিক্রিয়া আনন্দবাজার পত্রিকার (১৫.৭.২০০৬) বিবরণে—"সন্ত্রাসে পাক-মদত প্রশ্নে ভারত কতটা সরব হবে, তা নিয়ে একেবারেই দ্বিধা বিভক্ত কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভা। নেতারা জানেন, পাকিস্তানকে কাঠগড়ায় তুলে সুর চড়ালে মুসলিম ভোটের আশা পুরাপুরি ছেড়ে দিতে হবে।* মন্ত্রীসভার বৈঠকে তীব্র পাক বিরোধিতার প্রশ্নটি তুলে সরব হয়েছেন অর্জুন সিং, এ. আর. আন্তুলের মত বর্ষীয়ান সদস্যরা ...... অর্জুন সিং বলেন, আসলে হিন্দুরাই মুসলমান সেজে এসব করাচ্ছে। অর্জুন সিংকে সমর্থন করে কেন্দ্রীয় সংখ্যালঘু বিষয়ক মন্ত্রী এ. আর. আন্তুলেও বলে ওঠেন, মুসলিম সংগঠনগুলিকে অকারণেই টানা-হেঁচড়া করা হচ্ছে।"

'৪৭ সালে দেশ ভাগের আগে থেকেই মুসলমান পশ্চিম পাকিস্তানে হিন্দু হত্যা শুরু করে। ১৫ই আগষ্টের পর তা গণহত্যার রূপ নেয়। শুধু নির্বিচারে হত্যা নয়—লক্ষ লক্ষ হিন্দুনারী হয়েছে ধর্ষিতা অপহৃতা, ৭৫,০০০ ধর্ষিতা ও গর্ভবতী হিন্দু নারীকে এদেশে আনা হয়। প্রায় ৫০,০০০-এর গর্ভপাত করানো সম্ভব হয়। অন্যদের হয়তো অন্যভাবে সন্তান নষ্ট হয়েছে; অনেকে হয়তো সন্তানের জন্মও দিয়েছে। হিন্দু মায়ের সন্তান—অবশ্যই হিন্দু নামকরণ হয়েছে। মুসলিম রাজত্বে কোটি কোটি হিন্দু নারীকে মুসলমান ধর্ষণ করেছে। তখন তো গর্ভপাতের এরকম সরকারি ব্যবস্থা ছিল না। অনেক হিন্দু মায়ের গর্ভে এরকম সন্তান জন্মেছে—যাদের ধমনীতে রয়েছে হিন্দু-বিদ্বেষী মুসলিম পিতার রক্ত। তাদেরও হিন্দু নামকরণ হয়েছে। আজকের ধর্ম নিরপেক্ষ রাজনৈতিক নেতা—বুদ্ধিজীবিরা কি তাদের বংশধর?

---

* ধর্মনিরপেক্ষতার অভিধান অনুসারে ভারতে বসবাসকারী ২০ কোটি মুসলমান তো ভারতীয়। তবে পাক-বিরোধীতায় মুসলমান কেন বিরূপ হবে? তারা সকলেই যে পাকিস্তানি—এই ঘটনা কি তার অকাট্য প্রমাণ নয়? CPI (M) নেতা বিমান বসু বলেন—"দুই ভাই রাজ ঠ্যাকরে ও উদ্ধব ঠ্যাকরের মধ্যে ঝগড়ার পরে শিবসেনার পড়তি বাজার আবার চাঙ্গা করে তোলার চেষ্টাতেই ঘটানো হয়েছে 'ঐ বিস্ফোরণ।' এক বাম নেতা বলেন—"বিমানবাবু কোন ভাবেই মুসলিম সন্ত্রাসবাদের কথা মুখে আনতে রাজি নন।"—আনন্দবাজার ২০.৯.২০০৬।

আবদুল নাসের মাদানি। ইসলামের স্বনামধন্য ধর্মযোদ্ধা—Islamic Sevak Sangha-র প্রতিষ্ঠাতা। কম্যুনিষ্ট নেতা নাম্বুদ্রিপাদের পরামর্শে সংগঠনের নতুন নাম করণ করেন PDP. যেমন নেহেরুর পরামর্শে শেখ আবদুল্লা। Muslim Conference-এর নতুন নাম করণ করেন National Conference. ১৯৯৮ সাল। কোয়েম্বাটুরে লালকৃষ্ণ আদবানির নির্ধারিত জনসভা। আদবানি সভাস্থলে পৌছানোর কিছু পূর্বেই মাদানির জেহাদী বাহিনী সভাস্থলে ধারাবাহিক বিস্ফোরণ ঘটায়। মারা যায় ৬০ জন—আহত কয়েক শত। পুলিশ মাদানিকে গ্রেফ্তার করে। তাকে রাখা হয় কোয়েম্বটুর জেলে, সুপ্রীম কোর্টে তার জামিনের আবেদন নাকচ হয়। কিন্তু ধর্ম নিরপেক্ষ চক্র তার মুক্তির জন্য চেষ্টার ত্রুটি করে না। ২০০৬ সালের ১৪ই মার্চ কেরালায় কংগ্রেস-মুসলিম লীগের ধর্মনিরপেক্ষ সরকার (UDF) বিধান সভার বিশেষ অধিবেশনে মাদানির মুক্তির জন্য সর্বসম্মত প্রস্তাব গ্রহণ করে। (The congress led United Democratic Front, in which the Indian union Muslim League is a major partner convened a special session of the assembly on 14th March and passed a resolution seeking the release of Abdul Nasser Madani, leader of the peoples Democratic Party, detained in the Coimbatore Central Jail for serial blasts on 'humanitarian ground'–the resolution was passed unanimously—The Statesman 16.4.2006) কেরালার প্রাক্তন কংগ্রেসী মুখ্যমন্ত্রী এ. কে. এ্যান্টনী (বর্তমানে ভারতের প্রতিরক্ষামন্ত্রী) মাদানির মুক্তির জন্য একাধিকবার জয়ললিতার নিকট দূত পাঠিয়েছিলেন। পাত্তাই দেননি আম্মা। কোট্টায়ামে নিজ কেন্দ্রে গুড ফ্রাইডের প্রার্থনায় দাঁড়িয়ে—প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ওমানচন্ডী (কংগ্রেস) বলেন—"আমি নিজে দু'বার গিয়ে জয়ললিতার সঙ্গে কথা বলেছি। জিতলে ফের যাব .....। আনন্দবাজার ১৬.৪.২০০৬। ইসলামিক জেহাদের সহযোগী এই অশুভ ধর্ম নিরপেক্ষ জোট। দেশবাসির তবে নিরাপত্তা কোথায় ......?

ইসলামিক জেহাদীরা আক্রমণ করে ভারত যুক্তরাষ্ট্রের প্রাণকেন্দ্র পার্লামেন্ট। ষড়যন্ত্র ও হামলার অভিযোগে অধ্যাপক গিলানি, আফজল গুরু সহ, কতিপয় মুসলমানকে গ্রেফতার করা হয়। প্রমাণ অভাবে (সম্ভবত রাজনৈতিক চাপে) গিলানি ও অভিযুক্তদের অনেকেই বেকসুর খালাস পায়। দু'জনের জেল হয়। মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয় আফজল গুরুকে। সুপ্রীম কোর্ট সে দণ্ডাদেশ বহাল রাখে। ২০শে অক্টোবর (২০০৬) তার ফাঁসির দিন ধার্য হয়। এবারে তার মুক্তির জন্য আসরে অবতীর্ণ কংগ্রেস-কম্যুনিষ্ট জোট। আফজলের দণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে কাশ্মীর উপত্যকায় মুসলমান একদিনের সর্বাত্মক বন্‌ধ পালন করে।*

---

* তবে তো এরা ইসলামি জেহাদের সমর্থক। কিন্তু আমাদের বিদেশমন্ত্রী প্রণব মুখার্জী বলেন—"এখন সন্ত্রাসের কথা উঠলেই একটি ধর্মীয় গোষ্ঠীর প্রতি ইঙ্গিত করার চেষ্টা করছে

আফজলের ফাঁসি হলে (কাশ্মীর) উপত্যকায় নতুন করে আগুন জ্বলতে পারে—এরূপ আশঙ্কা করে কাশ্মীরের প্রাক্তন কংগ্রেসী মুখ্যমন্ত্রী গোলাম নবী আজাদ ফাঁসির আদেশ রদকরার জন্য কেন্দ্রকে অনুরোধ জানিয়েছেন। রাজ্য (কাশ্মীর) সি. পি. এম-এর সম্পাদক ইউসুফ তারিগামি কিছুদিন আগেই ফাঁসি রদের দাবি জানিয়েছেন। তাকে সমর্থন করেন দলের অন্যতম শীর্ষ নেতা সীতারাম ইয়েচুরি (আনন্দবাজার ৪.১০.২০০৬)

তীব্র বিরোধিতা করে বি. জে. পি.র মুখপাত্র প্রকাশ জাভেদকর বলেন "কংগ্রেস দল সব সময়েই ভোট ব্যাঙ্কের** কথা ভেবে সন্ত্রাসবাদীদের প্রতি নরম থেকেছে। কন্তু ভারতীয় গণতন্ত্রের প্রতীক সংসদের উপর হামলা চালিয়েছে এমন একজন সন্ত্রাসবাদীকে ক্ষমার কথা বলে মুখ্যমন্ত্রী (আজাদ) পুরো দেশের মানুষকে স্তম্ভিত করে দিয়েছেন। তাকে ক্ষমা চাইতে হবে।"—আনন্দবাজার ৪.১০.২০০৬

আফজল গুরু ইসলামের এক মহান ধর্মযোদ্ধা। সে স্বীকার করে না ভারত যুক্তরাষ্ট্রকে। তাই তার হয়ে রাষ্ট্রপতির নিকট ক্ষমা প্রদর্শনের আর্জি পেশ করে তার স্ত্রী। রাষ্ট্রপতি তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন ৫ই আগষ্ট ২০০৬। ভারত ইতিহাসে এই দিনটি কলঙ্কতম দিনরূপে চিহ্নিত হয়ে থাকবে। মনে রাখতে হবে আফজলের অপরাধ কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে নয়। সে অপরাধ ভারত যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে। রাষ্ট্রপতি যে রাষ্ট্রের প্রধান। তবে অবস্থাদৃষ্টে মনে হয়, কেন্দ্রীয় সরকার ও UPA-র রাজনৈতিক চাপেই রাষ্ট্রপতি এই ন্যাককার জনক কাজ করতে বাধ্য হয়েছেন।

---

কেউ কেউ। কেন তা করা হবে? ভারতের ১৫ কোটি মুসলমানের একজনেরও দেশভক্তি তো ভারতের অন্য কারও চেয়ে কম নয়। কাশ্মীরের প্রসঙ্গ তুলে তিনি বলেন, সেখানে কারা সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে লড়ছে?"—আনন্দবাজার ৩০.১২.২০০৮
যেমন অপদার্থ প্রধানমন্ত্রী, তেমনি তার চাটুকার, ইসলামি ফ্যাসিবাদের পদলেহী অপদার্থ বিদেশ মন্ত্রী....

---

** "ভোটের জন্য মুসলিম তোষণ"। প্রচার মাহাত্মে শ্লোগানটি জনগণের প্রায় কণ্ঠস্থ। কারণ মূক জনতা কোন প্রশ্ন করে না। বিষয়টি দু'ভাবে বিচার্য। (ক) তত্ত্ব ও ঐতিহাসিক সত্য এই যে, হিন্দু ও মুসলমান—এই দুটি জাতির স্বার্থ বিপরীতমুখী। এদেশের জনগণের প্রায় ৭৫ শতাংশ হিন্দু; ২০-২২ শতাংশ মাত্র মুসলমান। সুতরাং অংকের হিসাবে শুধু হিন্দু ভোটেই নির্বাচনে জয়ী হওয়া যায়। তবে "মুসলিম তোষণ" কেন? মুসলমানের সন্তোষ বিধানের জন্য কোন বিশেষ সুবিধা দিলে মুসলমান খুশী হবে, তারা ভোট দেবে। কিন্তু হিন্দু যে বিরূপ হবে। .....সংখ্যালঘু তোষণ করে বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুর বিরাগ ভাজন হওয়া তো বিচক্ষণতা নয়। তবে কি ধরে নিতে হবে যে, হিন্দুর কোন আবেগ অনুভূতি নেই। তারা ইট পাথরের ন্যায় জড় পদার্থ বিশেষ... (খ) নিয়মিত 'জবাই' করার পরও বাংলাদেশে এখনও প্রায় ১ কোটি (১০%) হিন্দু আছে। তারাও ভোটার। ভোট দেয় হাসিনা অথবা খালেদাকে। তাদের কি কেউ তোষণ করে? .....

গুজরাট ও ওড়িশা হাইকোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি সুশান্ত চট্টোপাধ্যায় "দেশের যারা দুশমন, তাদের প্রতি অনুকম্পা দুর্বলতাই প্রমাণ করে"—শীর্ষক এক নিবন্ধে (বর্তমান ১৫.১১.২০০৬) বিষয়টির উপর আলোকপাত করেছেন—"....এ ধরনের হামলা যারা করে, তারা তো দেশদ্রোহী, দেশের দুশমন। কিন্তু দুঃখের বিষয়টি হল, সর্বোচ্চ আদালত এদের বিচার করার পরও কিছু রাজনৈতিক নেতা বিভ্রান্তিকর বক্তব্য রাখছেন। বলছেন, আফজলের প্রাণদণ্ড মুকুব না করলে সে নাকি শহীদ হয়ে যাবে। .... রাজনীতি করা এক বিশেষ সুবিধাভোগী শ্রেণীর মানুষ কি সত্যিই আমজনতাকে নির্বোধ, আত্মবিস্মৃত, ক্ষণিক স্মৃতিধর এবং মূক বধির বলে মনে করেন? একথা মনে রাখতেই হবে যে, বুদ্ধিজীবিরা সাধারণ মানুষের শ্রদ্ধার পাত্র। কিন্তু যদি তারা বিভ্রান্তির সৃষ্টি করেন? মিথ্যা আবেগে দেশকে যদি খণ্ড ক্ষুদ্র সংকীর্ণতার চোরাস্রোতে'—বিভাজিত করতে চান, তখনও কি তাদের আমরা বুদ্ধিজীবি বলব না "দুর্বুদ্ধিজীবি"।

ভারতবর্ষ ধর্ম নিরপেক্ষ, কিন্তু মুসলিম রাষ্ট্রজোটে (OIC-Organisation of Islamic Countries) অন্তর্ভুক্ত হতে একান্ত আগ্রহী। ইন্দিরা গান্ধী তখন প্রধানমন্ত্রী। একদা মুসলিম লীগ নেতা, হিন্দু হত্যার নায়ক ফকরুদ্দিন আলি আহ্মেদ রাষ্ট্রপতি। ইন্দিরা গান্ধী মরক্কোর রাজধানী রাবাতে অনুষ্ঠিত ইসলামিক রাষ্ট্রজোটের (OIC) শীর্ষ সম্মেলনে ভারতের রাষ্ট্রপতিকে পাঠাতে চেয়েছিলেন। OIC তাঁর আবেদন পত্রপাঠ খারিজ করে। পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম মুসলিম জনগোষ্ঠী এদেশে বাস করে বলে আমাদের গর্বের অন্ত নেই। কারণ, পাকিস্তান, এদেশের ২০ কোটি মুসলমান ও কংগ্রেস-কম্যুনিষ্ট জোটের একই লক্ষ্য—ভারতকে ইসলামিক রাষ্ট্রে রূপান্তরিত করা। লস্কর-ই-তইবার নেতা হাফিজ-সৈয়দের দৃপ্ত ঘোষণা—"ভারত শীঘ্রই টুকরো টুকরো হয়ে যাবে। ইনশাআল্লা, যতদিন না সারা ভারত পাকিস্তানে মিশে যাচ্ছে—ততদিন ক্ষান্ত হব না। আমি দ্ব্যর্থহীন ভাবে ঘোষণা করছি—লস্কর-ই-তইবার লক্ষ্য হল ওয়াশিংটন, তেল আবিভ ও নয়াদিল্লীতে ইসলামের পতাকা স্থাপন করা। (Today I announce the break-up of India, Inshe–Allah, we will not rest until the whole of India is disolved into Pakistan. Sayeed has unequivocally declared that Laskar intends to "plant the flag of Islam in Washington, Tel-Aviv and New Delhi—Ashley Tell is senior Research Associate—Carnegie Endowment.

(The Statesman 14.12.2008)

---

তাদের ধন-মান প্রাণ সর্বদাই বিপন্ন। আসলে ভোট নয়। দেশ বিভাগের অন্যতম "আসামী" হল কংগ্রেস-কম্যুনিষ্ট জোট। আদর্শগতভাবেই এই অশুভ চক্র হিন্দু বিদ্বেষী। হিন্দু-পীড়নের মাধ্যমেই তাদের মুসলিম তোষণ।

## দৃষ্টান্ত ইজরায়েল

১০৫-কোটি মানুষের দেশ হিন্দুস্থান। ইসলামের জেহাদী বর্বরতায় ক্ষত-বিক্ষত, রক্তাক্ত। অথচ চারিদিকে কোটি কোটি মুসলমান পরিবেষ্টিত মাত্র ৬০ লক্ষ ইহুদিদের রাষ্ট্র ইজরায়েল কি গর্বোদ্যত উন্নত শির! .....১৯৪৮ সালের ৫ই মে রাষ্ট্রপুঞ্জের (সোভিয়েট রাশিয়াসহ) প্রস্তাবক্রমে ইহুদিদের আদি মাতৃভূমি প্যালেষ্টাইনকে দ্বি-খণ্ডিত করে এক অংশে ইজরায়েল রাষ্ট্রের পত্তন করা হয়—অন্য অংশ দেওয়া হয় মুসলমানদের। তার পরদিনই সম্মিলিত মুসলিম বাহিনী আক্রমণ করে সদ্যোজাত শিশুরাষ্ট্র ইজরায়েলকে। পরাজিত হয় শোচনীয় ভাবে। ১৯৬৭ সাল। জোট নিরপেক্ষ রাষ্ট্রজোটের নেতা গামাল আবদেল নাসের মিশরের প্রেসিডেন্ট। গোপনে পরিকল্পনা করা হয়—একদিক থেকে মিশর এবং বিপরীত দিক থেকে সিরিয়া ও জর্ডন একযোগে আক্রমণ করে ক্ষুদ্র ইজরায়েলকে তিন টুকরো করে দেবে। নির্ধারিত আক্রমণের আগের রাতেই মিশরের বিমান বাহিনীকে ইজরায়েল সম্পূর্ণ ধ্বংস করে। শুধু পরাজয় নয়—বিপর্যয় ঘটে তিনটি শক্তিশালী ইসলামিক রাষ্ট্রের। ১৯৭৩ সাল। আনোয়ার সাদাত মিশরের প্রেসিডেন্ট। সামরিক ইতিহাসে '৭৩ সালের মিশর ইজরায়েল যুদ্ধ স্মরণীয় হয়ে থাকবে। ইজরায়েলের সাঁজোয়া বাহিনী সুয়েজ ক্যানেল পার হয়ে কায়রোর দিকে ছুটছে ; তখন রাশিয়ার উদ্যোগে যুদ্ধবিরতি হয়। এই হল মুসলমান ও ইহুদিদের যুদ্ধের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস। যে PLO নেতা ইয়াসিন আরাফতের ঘোষিত লক্ষ্য ছিল—ইজরায়েলকে ভূমধ্য সাগরে ডুবিয়ে মারা—তিনি ইজরায়েলের সঙ্গে নতজানু হয়ে সন্ধি করতে বাধ্য হন।

প্যালেস্টাইনের মুসলমান গত বৎসর ডিসেম্বরের অস্ত্র বিরতি চুক্তি ভঙ্গ করে ইজরায়েল ভূ-খণ্ডে উপর্যুপরি রকেট হানা চালায়। ইজরায়েল তার উত্তর দেয় গাজায় বিমান ও ট্যাঙ্ক বাহিনী পাঠিয়ে। মুসলমানের ত্রাহি ত্রাহি আর্তনাদেও ইজরায়েল কর্ণপাত করে না। তিন সপ্তাহব্যাপী এই আক্রমণে নিহত হয় প্রায় ১৫০০ জেহাদী। বিন্দুবৎ ক্ষুদ্র ইজরায়েল যা পারে—আয়তন, জনবল, ধনবল ও অস্ত্র বলে পাকিস্তান অপেক্ষা প্রায় তিনগুণ শক্তিশালী ভারত কেন তা পারে না? কেন সে মুসলমান ও পাকিস্তানকে করুণ নয়নে করজোড়ে শোনায় "শান্তির ললিত বাণী" ?

## ভারত কেন অসহায়?

এই প্রেক্ষিতে প্রতিবন্ধী প্রধানমন্ত্রী ও তাঁর বীর কেশরী বিদেশমন্ত্রী প্রণব মুখার্জীর সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে হুংকার বেশ উপভোগ্য। জেহাদের বিরুদ্ধে লড়াই তো খালি হাতে হয় না। তার জন্য প্রয়োজন কঠোর আইন, নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তা ব্যবস্থা ও সর্বাগ্রে রাজনৈতিক দৃঢ় ইচ্ছা। ২০০৭ সালে রাষ্ট্রপুঞ্জের নিরাপত্তা পরিষদের সন্ত্রাস বিরোধী কমিটির একটি প্রতিবেদন—"সন্ত্রাসবাদের মোকাবিলায় ভারত প্রস্তুত নয়" রিপোর্টে ভারত সরকারের তীব্র সমালোচনা করে বলা হয়েছে, ভারতের সন্ত্রাস বিরোধী কাঠামোয় চূড়ান্ত বিশৃঙ্খলা।

সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে দুটি আইন TADA ও POTA পাশ করেও বাতিল করা হয়েছে। ভারতে সন্ত্রাসের বলি হয়েছে ৭০,০০০ মানুষ, অধিকাংশ জম্মু-কাশ্মীরে। রিপোর্টে বলা হয়েছে, ভারতে সন্ত্রাস বিরোধী ব্যবস্থার সমস্যা তখনি দূর হবে যদি ভারত সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে একটি পূর্ণাঙ্গ আইনি-কাঠামো তৈরী করতে পারে। (India is not prepared to fight terror—runs the title of the UN report. A secret UN report of the Counter Terrorism Committee of the UN Security Council is a stinging indictment of how the Country's counter terrorism Structure are in disarray. According to estimates, at least 70,000 people have lost lives to terrorism in India, the majority in J & K. "Many of the problems faced by India's current counter terrorism regime could be tackled if India were to adopt comprehensive counter terrorism legislation", the report said—Hindustan Times 11.9.2007) সুপ্রীম কোর্ট বলেছে—সন্ত্রাসবাদ সাধারণ "আইন-শৃঙ্খলার" সমস্যা থেকে অনেক ব্যাপক। এর সঙ্গে রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্বের প্রশ্নটি জড়িত। প্রধান বিচারপতি সন্ত্রাসবাদ বিরোধী আইনের কথা বলেছেন। (.....terrorism is more than an ordinary "law and order issue and that it relates to sovereignty of India ....." The Chief Justice of India has spoken in favour of an anti-terrorism law—writes G. Ramachandra Reddy—retd. I. G. of Police.

(The Statesman 18.6.2008)

আমেরিকায় ৯/১১-এর পর কঠোর Patriot আইন ও বিধি-নিষেধ জারি করা হয়েছে। ইংলন্ডেও রয়েছে অনুরূপ আইন। আইন নেই ভারতবর্ষে। যে দেশে ২০০৮ সালেই ৪টি শহরে বৃহদাকার জেহাদী হানা হয়েছে।

১৩.৫.২০০৮ জয়পুর—৮টি ধারাবাহিক বিস্ফোরণ

২৫.৭.২০০৮ বাঙ্গালোর—৭টি ধারাবাহিক বিস্ফোরণ

২৬.৭.২০০৮ আমেদাবাদ—১৭টি ধারাবাহিক বিস্ফোরণ

১৩.৯.২০০৮ দিল্লী ৬টি ধারাবাহিক বিস্ফোরণ

The Statesman 4.1.2009

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে একবার মাত্র জেহাদী সন্ত্রাসের* পর রাতারাতি সবকিছুর আমূল পরিবর্তন হয়েছে। পররাষ্ট্রনীতি, অভিবাসন বিধি, গোয়েন্দা বিভাগের মধ্যে সমন্বয় পদ্ধতি নতুন করে নির্ধারিত হয়েছে। স্থাপিত হয়েছে Department of Homland security

* সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে কঠোর আইন প্রণয়নের বিরোধিতা করে ধর্মনিরপেক্ষ চক্র ও এক শ্রেণীর বুদ্ধিজীবি বলেন—(ক) সন্ত্রাসবাদের শিকার তো আমেরিকাও। (খ) POTA চালু থাকতেও অক্ষরধাম মন্দির ও পার্লামেন্ট আক্রান্ত হয়েছে। এর উত্তরে বলতে হয় (ক) গত ৯ বছরে আমেরিকা মাত্র একবার আক্রান্ত হয়েছে ;আর এদেশে ইসলামি জেহাদী বর্বরতা নিত্য দিনের দুঃস্বপ্ন। (খ) পৃথিবীর

ও সন্ত্রাস মোকাবিলায় সুনির্দিষ্ট কর্তৃত্ব। অন্যদিকে ভারত যুক্তরাষ্ট্র ; যেখানে সন্ত্রাসবাদীরা ৭০,০০০ মানুষকে খুন করেছে, হত্যা করেছে, ১১,০০০ সেনাকে (পাকিস্তানের সাথে তিনটি যুদ্ধেও এত সৈন্য নিহত হয়নি), ৫,০০০,০০ মানুষ (কাশ্মীরের হিন্দু) স্বদেশে উদ্বাস্তু হয়ে ত্রাণশিবিরে বাস করছে, ২৪,৫০০ ভাড়াটে জেহাদী এসেছে দেশের রক্ত চুষে নিতে—সেখানে গোটা নিরাপত্তা ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন বহু পূর্বেই হওয়া উচিত ছিল—লিখেছেন অজিত ডোভাল, প্রাক্তন অধিকর্তা—আই. বি. (U.S. faced one Lethal strike and everything changed overnight—their laws, instrumentality to fight terrorism—brand new department of Homeland Security surfacing from no where, their foreign policy, immigration processes and access control, intelligence transformation just to name a few. A Country, which in the hands of terrorists witnessed over 70,000 deaths, where 11,000 security personnel.—more than in all the wars fought by it have been killed by terrorists, where half a million people contiue to remain as refugees in their own country, and where over 24,500 foreign mercenaries have come to bleed India should have changed its security systems and apparatus unrecognizably

(Ajit Doval, former Director, IB, Hindustan Times 11.9.2007)

সন্ত্রাসবাদী হানার সঙ্গে মুসলমান যুক্ত—এরকম একটি ধারণা শুধু ভারত নয়; বিশ্ব জনমানসে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত। তাই TADA অথবা POTA-র অনুরূপ যাতে Terrorism শব্দটি থাকবে এরকম কোন আইন প্রণয়ণে সরকারের তীব্র অনীহা। এদেশে সন্ত্রাসবাদী হানার বিরুদ্ধে যে আইনটি প্রয়োগ করা হয় তা হল Prevention of Unlawful Activities—1967. মুম্বাই-এ ২৬/১১-র পর প্রবল চাপের মুখে সরকার এই আইনটি সংশোধন করেছে মাত্র। কিন্তু সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে কেন নেই কঠোর আইন? কারণ ধর্ম নিরপেক্ষ জোট মনে করে ইসলামের সঙ্গে সন্ত্রাসবাদের কোন সম্পর্ক নেই। কলকাতার সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজের সমাবর্তন উৎসবে বিদেশমন্ত্রী প্রণব মুখার্জী বলেন : "ইসলামি সন্ত্রাসবাদ" পশ্চিমী পণ্ডিতদের উদ্ভাবন। সকল ধর্মের ন্যায় ইসলামেরও শিক্ষা—প্রেম দয়া ও বিশ্বভ্রাতৃত্ব। (.....he rejected the term "Islamic Terrorism was coined by Western Scholars". Islam and for that matter, all other religion taught the message of love, compassion and universal brotherhood"---The Times of India, 18.1.2009)

পণ্ডিত প্রবর বাংলার এই রত্নটি বলেছেন—"যে জ্যোতির্বিজ্ঞান মেনে চন্দ্রযান

---

প্রায় সকল দেশেই খুনের জন্য প্রাণদণ্ড অথবা যাবজ্জীবন কারাবাসের বিধান আছে—তা সত্ত্বেও খুন বন্ধ হয় নি। তাই বলে কি খুনের শাস্তি প্রাণদণ্ড অথবা যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের আইন কোন দেশে রদ করা হয়েছে?

পাঠানো হল, পৃথিবীকে তা শিখিয়েছে ইসলাম* অথচ তাদেরই বলা হচ্ছে সন্ত্রাসবাদী। "ইসলামি সন্ত্রাসবাদ" কথাটির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ হওয়া উচিৎ।" .....—আনন্দবাজার পত্রিকা ৩০.১২.২০০৮ মেরুদণ্ডহীন স্তাবক। নুন খেলে তার গুণ গাইতে হয়। মক্কা থেকে আসে নিয়মিত মাসোহারা। সুতরাং ইসলাম ও মুসলমানের প্রশস্তি তো করতেই হবে....।

ইসলামি সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে আইন তো নয়ই বরং সোনিয়া-মনমোহন সরকার ইসলামি জেহাদী সন্ত্রাসকে সর্বপ্রকারে সাহায্য সহযোগিতা করছে। গত বৎসর সেপ্টেম্বরে দিল্লী বিস্ফোরণে অভিযুক্ত মহম্মদ শাকিল ও জিয়াউর রহমান জামিয়া মিলিয়া বিশ্ব বিদ্যালয়ের ছাত্র। আনন্দবাজার (২৭.৯.২০০৮) পত্রিকার সংবাদদাতা দিল্লী থেকে লিখছেন—"আজ সকালেই অর্জুনের (মানব-সম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রী অর্জুন সিং) বাড়িতেই তাঁর সঙ্গে বৈঠকে বসেন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য মুশিরুল হাসান। মুশিরুলের বক্তব্য, শাকিল ও জিয়া দু'জনেই যেহেতু জামিয়ার ছাত্র, তাই তাদের বিশ্ববিদ্যালয় স্টুডেন্টস অ্যাসিসট্যান্ট ফান্ড থেকে আইনি সহায়তা করা হবে ..... অর্জুন সিং জানান তিনি মুশিরুলের পাশে আছেন। ....বিষয়টি সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য আমার কাছে আছে .... বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ জাতীয় স্বার্থে এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।" প্রশ্ন করতে হয়—কোন জাতি? হিন্দু না মুসলমান? অর্জুন সিং-এর বিরোধিতা করে বি.জে.পি'র শ্রী অরুণ জেটলি বলেন, ....গোটা দেশ যখন সন্ত্রাসবাদের আতঙ্কে তটস্থ, তখন সন্ত্রাসবাদীদের মনোবল বাড়াতে অক্সিজেন দিচ্ছেন এক শীর্ষ মন্ত্রী। ধর্মনিরপেক্ষতার নামে কট্টর মৌলবাদকে সমর্থন জোগাচ্ছে কংগ্রেস।" কেন্দ্রীয় সরকার যদি ইসলামি জেহাদের সমর্থক ও সহযোগী হয়—তবে দেশবাসীর নিরাপত্তা কোথায়? কে রক্ষা করবে দেশের অখণ্ডতা ও সার্বভৌমত্ব ?

## জেহাদ ও সংবাদ মাধ্যম

অজ্ঞতা আশীর্বাদ নয়—অভিশাপ। ভারত বিভাগের কারণ বিশ্লেষণ করে ঐতিহাসিক R.C. Majumder বলেছেন—"সুদীর্ঘ ইতিহাসের আলোকে হিন্দু-মুসলমানের প্রকৃত সম্পর্ক সম্বন্ধে (হিন্দুদের) অজ্ঞ রাখা হয়। স্বার্থান্বেষী মহল থেকে এই অজ্ঞতাকে প্রশ্রয়

---

* ইসলামি শাস্ত্রে সুপণ্ডিত ব্রাহ্মণ কুলতিলক শ্রী প্রণব মুখার্জী বলেন "জ্যোতির্বিজ্ঞান" হল মানব সভ্যতায় ইসলামের অন্যতম শ্রেষ্ঠ অবদান। কিন্তু ঐতিহাসিক সত্য হল—"অতি উন্নত হিন্দু সভ্যতার সংস্পর্শে এসে মুসলমান বিস্মিত হয়েছিল। হিন্দুর মহত্তম জীবন দর্শন, তাঁর সর্বতোমুখী প্রতিভা তাদের মুগ্ধ করেছিল। "আল্লাহ এক" ইসলামের এই মূল তত্ত্ব হিন্দু ঋষি ও দার্শনিক গণ পূর্ব হতেই জ্ঞাত ছিলেন। যে মহৎ শিল্পকলা মানব জীবনকে করে মহীয়ান তাতেও হিন্দুর চরম উৎকর্ষ। (When the Arabs came to India, they were astonished at the superiority of civilization which they found in the country. The sublimity of Hindu philosophical ideas and the richness and versatility

দেওয়া হয়। এই অজ্ঞতাই পরিণামে দেশ বিভাগের জন্য দায়ী" (....ignorance of the actual relation between the Hindus and the Muslims through the course of History, an ignorance deliberately encouraged by some, may ultimately be found to have been the most important single factor which led to the partition of India. [১]

হিন্দুকে অজ্ঞ রাখার এই অপপ্রয়াস আজও চলছে। মনীষী Hutington ইসলামি জেহাদের পরিকল্পনা ও লক্ষ্য বিশ্লেষণ করে মুসলমান ও অ-মুসলমান জগতের মধ্যে সংঘাতকে বলেছিলেন Clash of Civilisation. তাঁর ভবিষ্যদবাণী আজ সত্য বলে প্রমাণিত। এদেশে বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়েই এই "জেহাদ"-কে সন্ত্রাসবাদ নামে অভিহিত করা হয়। ইসলামি ধর্মশাস্ত্রে "সন্ত্রাসবাদ" বলে কোন কথা আছে কিনা আমাদের জানা নেই। কিন্তু কোরানে "জেহাদের" মাহাত্ম্য সবিস্তারে বর্ণনা করা হয়েছে। কোরানের অসংখ্য আয়াতে পরম কারুণিক আল্লা কাফের নিধনের জন্য "জেহাদের" আদেশ দিয়েছেন। আদেশ পালনে আশাতীত পুরষ্কার ; অমান্য করলে ভয়ংকর শাস্তি।

দ্বিতীয়তঃ ধরা যাক্ X-এর নাম নগেন্দ্র নারায়ণ চৌধুরী, তার নাম যদি দেওয়া হয় ইয়াসিন মোল্লা, তা-কি যুক্তিসঙ্গত হবে? মুসলিম ধর্মযোদ্ধারা নিজেরা দাবি করে যে, তারা "জেহাদী", "মুজাহিদিন" (আল্লার সেনা)। তারা আল্লার নির্দেশে আল্লার পথে সংগ্রাম করছে। তবে তাদের অন্য নাম দেওয়া কেন? কারণ অবশ্য আছে। "জেহাদী

---

of Hindu intellect were a strange revelation to them. The cardinal doctrine of Muslim theology that there is one God was already known to Hindu saints and philosophers, and they found that in the nobler arts which enhance the dignity of man, the Hindus far excelled them. [২]

হিন্দুদের কাছ থেকে আরবরা শিখেছিল সংখ্যাতত্ত্ব ও সংগীতের সপ্তসুর। রাজ্যশাসন প্রণালীও শিখেছিল হিন্দুদের কাছ থেকে। শাসনকার্যে ব্রাহ্মণদের যথেষ্ট জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা ছিল। তাই ব্রাহ্মণদের উচ্চ রাজপদে নিয়োগ করা হত। ভারত থেকে আরবে আমন্ত্রণ করে নিয়ে যাওয়া হত হিন্দু সিংগীতজ্ঞ, চিত্রশিল্পী, স্থপতি ও ও চিকিৎসকদের। ব্রহ্মগুপ্তের—বিখ্যাত "ব্রহ্ম সিদ্ধান্ত" গ্রন্থখানি ভারতীয় পণ্ডিতদের সহায়তায় আলফাজারী (Alfazari) আরবী ভাষায় অনুবাদ করেন। এই বই থেকেই আরব জ্যোতির্বিজ্ঞানের মূল সূত্রগুলি সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করে। পরবর্তী কালে যে আরব সংস্কৃতি ইউরোপকে প্রভাবিত করেছিল তা ভারত হতে আহৃত। ভারতে তখন সভ্যতার চরম বিকাশ। আরবের জ্ঞান পিপাসু পণ্ডিতগণ বৌদ্ধ সন্ন্যাসী ও ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের পদপ্রান্তে বসে দর্শন, জ্যোতির্বিজ্ঞান, গণিত, রসায়ণশাস্ত্র, চিকিৎসা বিজ্ঞান ও অন্যান্য বিষয় অধ্যয়ণ করতেন। (A great many of the elements of Arabian

---

১. R. C. Majumder—The History and Culture of the Indian People, preface-xxix—Delhi Sultanate.

২. Iswari Prasad—History of Mediaeval India. p. 67

হানা" বললে ইসলামকে দাঁড় করানো হয় আসামীর কাঠগড়ায়। রুষ্ট হবে মুসলমান। হিন্দু হবে সতর্ক। তাই এই চাতুরী, অসত্য প্রচার! রাজনৈতিক নেতাদের না হয় মুসলিম তোষণের প্রয়োজন আছে। কিন্তু সংবাদমাধ্যম, বিদ্বজ্জন? তারা কেন এই অসত্য প্রচারে সরকারের সহযোগী হয়ে পুনরায় ভারত বিভাগকে নিশ্চিত করে তুলেছেন?

আনন্দবাজার পত্রিকার মহামান্য সম্পাদক মহাশয় "স্বাগত উদ্যোগ" (আঃ বাঃ ৭-১১, ২০০৮) শীর্ষক সম্পাদকীয়তে লিখেছেন—"ভারতীয় মুসলিমদের বৃহত্তম সংগঠন জামিয়াত উলেমা-ই-হিন্দ** ছয় হাজার মৌলবী স্বাক্ষরিত একটি ফতোয়া প্রচারের সিদ্ধান্ত লইয়াছে, যাহা সন্ত্রাসবাদের বিরোধিতা করিবে। অন্যদিকে চার্চ অব্ নর্থ ইন্ডিয়া জোর*** করিয়া ধর্মান্তরকরণের অভিযোগে খোলামেলা তদন্ত করার সিদ্ধান্ত লইয়াছে। এই দুটি সিদ্ধান্তই যে হিন্দুত্ববাদীদের চুপসাইয়া দিবে, তাহাতে সংশয় নাই।" কথায় বলে যার নুন খায়, তার গুণ গায়। মক্কার দাক্ষিণ্য পুষ্ট সম্পাদক মহাশয়কে তাই

---

culture, which afterwards had such a marvellous effect upon European civilisation, were borrowed from India. India then stood on a much higher intellectual plane, and the arab scholars sat at the feet of Buddhist monks and Brahmana pandits to learn philosophy, astronomy, mathematics, chemistry and other subjects of study.)[১]

** দ্বিতীয় প্রশাসন সংস্কার কমিটি তাদের Combating Terrorism (dt 7.7.2008) প্রতিবেদনে বলেছে যে, Harkat-ul-Mujahidden ও Harkat-ul-jihadi-e-Islami-এর মধ্যে মিটমাট করা জন্য জৈশ-ই-মহম্মদ-এর প্রধান মাসুদ আজাহার জানুয়ারী ১৯৯৪-তে ভারতে আসে। তখন দেওবন্দের প্রধান কর্মকর্তাদের সঙ্গে তার মত বিনিময় হয়।

*** খ্রীষ্টান মিশনারি। তাঁদের একটা Mission আছে। তা হল খ্রীষ্ট ধর্মের প্রচার। সেই উদ্দেশ্যেই তাঁদের এদেশে শুভাগমন। খ্রীষ্টান রাষ্ট্রগুলির কল্যাণে হাতে অঢেল অর্থ। সেই অর্থে এরা ভারতের দরিদ্র, ক্ষুধার্ত অশিক্ষিত অবহেলিত মানুষদের মধ্যে খ্রীষ্ট ধর্মের প্রসার ঘটায়। এতো সকলেরই জানা। "প্রলোভন" ও "বলপ্রয়োগ" ধর্ম প্রচারে এই দু'টি তাদের প্রধান অস্ত্র। এইভাবেই নাগাল্যান্ড একটি পুরাপুরি খ্রীষ্টান রাজ্য। মণিপুর, মিজোরাম, মেঘালয়সহ উঃ পূঃ ভারতে খ্রীষ্টানরা আজ সংখ্যাগরিষ্ঠ। পৃথিবীর কোন দেশেই ধর্ম প্রচারের এমন সুবর্ণ সুযোগ নেই। তবে ভারতে থাকবে কেন? এখানে একটি কথা বিশেষ উল্লেখ্য— ভারতবর্ষের অশিক্ষিত দরিদ্র-মানুষদের শিক্ষা ও অন্ন-বস্ত্র-বাসস্থানের সংস্থান করার দায়িত্ব ভারত সরকারের, বিদেশী মিশনারীদের নয়। ভারতবর্ষ ধরমশালা নয় ; যে খুশীমত দেশবাসীকে খ্রীষ্টান বা মুসলমান বানানো যাবে। ধর্মান্তরকরণের যে কোন প্রয়াস বন্ধ করতে হবে। প্রয়োজনে বলপ্রয়োগ।

---

১. Iswari Prasad—History of Mediaeval India. p. 68

মুসলমানের পক্ষে সওয়াল করতে হয়। তিনি লিখেছেন—"মুসলিম মাত্রেই জেহাদে বিশ্বাসী এবং জেহাদ মানেই সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ, বিধর্মী তথা কাফেরদের পীড়ন, এমনকি হত্যাও যাহাতে বৈধ—এই ভ্রান্ত ধারণাটি জামিয়ত-উলেমা-ই-হিন্দ-দূর করিতে চায়। ইতিপূর্বে দেওবন্দের দারুল উলুম হইতে ফতোয়া জারি করিয়া নিরীহ মানুষের হত্যাকে ইসলাম বিরোধী অপকর্ম বলিয়া ধিক্কার জানানো হইয়াছে। এখন নূতন করিয়া ছয় হাজার—মৌলবীকে দিয়া একই ফতোয়া জারির সিদ্ধান্ত।

সম্পাদক মহাশয়ের ইসলামে অগাধ পাণ্ডিত্য ঈর্ষণীয়। আমাদের জানা নেই ইসলামিক রাষ্ট্রজোট (OIC) থেকে উনি সর্বোচ্চ ঐশ্লামিক শিরোপায় ভূষিত হয়েছেন কিনা। ধর্মনিরপেক্ষ ভারতে এখন হিন্দু পীড়নের স্বর্ণযুগ। বিদগ্ধ সম্পাদক তাই "হিন্দুত্ববাদী" বলে হিন্দুদের কটাক্ষ করেন। আমাদের দুটি বিনীত জিজ্ঞাসা—

(ক) হিন্দু ও হিন্দুত্বের মধ্যে কোন পার্থক্য আছে কী? যার শিরায় শিরায় প্রবাহিত হিন্দুরক্ত, সে তো অবশ্যই হবে হিন্দুত্ববাদী। তার সমর্থন থাকবে RSS, VHP, BJP হিন্দু-সংহতি প্রভৃতি হিন্দু সংগঠনের প্রতি। হিন্দু তো কখনও প্রগতিশীলদের ন্যায় মুসলিম লীগ, জামায়েত, MIM বা স্বনামধন্য জেহাদী মাদানির ইসলামিক সেবক সংঘের সমর্থক হতে পারে না।

(খ) জামিয়াত-উলেমা-ই-হিন্দ-এর ছয় হাজার মৌলবী "সন্ত্রাসবাদের" বিরোধিতা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন—"জেহাদ" বা "ইসলামি ধর্মযুদ্ধের" বিরুদ্ধে নয়। এতো বাক চাতুরী। ২৬/১১ মুম্বাই গণহত্যার অন্যতম আজমল কাসভ কি নিজেকে সন্ত্রাসবাদী বলে? এই সব সন্ত্রাসবিরোধী মৌলবী (ও তাদের ধর্মনিরপেক্ষ প্রগতিশীল সাকরেদগণ) কখনও কি মুসলমানের নয়নমণি, ওসামা-বিন-লাদেন, তালিবান নেতা মোল্লা ওমর, দাউদ ইব্রাহিম, মৌলানা মাসুদ আজাহার, JKLF নেতা সৈয়দ সালাউদ্দিন, জাকিউর রহমান লকভি অথবা আফজল গুরুর নিন্দা করেছেন? নিন্দা করেছেন লস্কর-ই-তৈবা, জৈশ-ই-মহম্মদ, JKLF, SIMI, Indian Mujahideen, হরকত-উল-জিহাদ-ই-ইসলামির ন্যায় জেহাদী সংগঠনেব—যাদের একমাত্র লক্ষ্য বিশ্বব্যাপী জেহাদের মাধ্যমে দার-উল-ইসলামের প্রতিষ্ঠা? এরা কি কখনও নিন্দা করেছেন মহম্মদ বিন কাশেম, সুলতান মামুদ, মহম্মদ ঘোরী, ফিরোজ শা তুঘলক, বাবর, আওরঙ্গজেবের? জেহাদের উদ্দেশ্যেই যাদের ভারত অভিযান ও ভারতে মুসলিম সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা। যারা হিন্দুস্থানে কোটি কোটি হিন্দুকে হত্যা করেছে—কোটি কোটি হিন্দুকে বন্দী করে আরবের দাস বাজারে বিক্রয় করেছে। এরা বরং গর্বিত। মুসলমানের নিকট এরা ইসলামের মহান বীর রূপে বন্দিত।

হিটলারের জার্মানীতে ৬০ লক্ষ ইহুদি নিহত হয়—যা Holocaust নামে খ্যাত। ভারতে মুসলিম শাসনে ওরকম Holocaust হয়েছে শত শত। কিন্তু জার্মান জাতি হিটলারি বর্বরতায় লজ্জিত। নিহত ইহুদিদের স্মৃতির উদ্দেশ্যে রাজধানী বার্লিনে তারা

**নির্মাণ করেছে স্মারক স্তম্ভ। শতবার ক্ষমা প্রার্থনা করেছে ইজরায়েলের কাছে। সুসভ্য জার্মান জাতির সঙ্গে মুসলমানের এখানেই পার্থক্য।**

**বেলজিয়াম পুলিশ সন্দেহভাজন একজন আলকায়দা জেহাদীকে গ্রেফতার করে। সে বিদায় বার্তায় প্রিয়জনদের জানিয়েছে—সে প্রফুল্ল চিত্তে বেহেস্তে যেতে চায়। (....he said good bye to his loved ones, because he wanted to enter paradise with a clear conscience.—(The Statesman 12.12.2008)**

২৬/১১-র মুম্বাই জেহাদী হানার অন্যতম নায়ক আজমল আমীর কাসভ জেরায় একাধিকবার স্বীকার করেছে যে, CST স্টেশনে নরহত্যার জন্য তাদের কোন অনুতাপ নেই। (The fidayee Ajmal Amir Kasav repeatedly maintained, he and his accomplice Abu Ismail have no regrets for killing innocents at the CST station ..... reports PTI—The Statesman 6.12.2009)

কেন অনুতাপ নেই? কারণ কাফের হত্যা তো আল্লার নির্দেশে। পুরস্কার—বেহেস্তে শত শত সুন্দরী কুমারীদের সঙ্গে কামকেলীর রাজকীয় আয়োজন। এতো কোরানের শিক্ষা, ইসলামের শিক্ষা .....। সেই ইসলাম ও মুসলমানদের জন্য বিদ্বজ্জনদের এই ওকলাতি! ধিক শতধিক্! ..... ইসলামি ফ্যাসিবাদের যারা পদলেহী, রূপোর চাঁদির গোলাম তারা নির্লজ্জ.... দুটি ঘটনা উল্লেখ্য।

সম্প্রতি (মার্চ ২০০৯) বরুণ গাঁধি (বি.জে.পি.) উঃ প্রদেশে এক জনসভায় ঘোষণা করেন, হিন্দুর গায়ে যে হাত তুলবে বরুণ গাঁধি সে হাত শুধু রুখবেই না—হাতটাকেই কেটেদেবে। তাঁর এই ভাষণ সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ ছড়াতে পারে। তাই নির্বাচন কমিশন তাকে শো'কজ্ করেছে। পুলিশ দায়ের করেছে FIR। তাকে গ্রেফতার করার জন্য ধর্ম নিরপেক্ষ জোট রাজনৈতিক চাপ সৃষ্টি করেছে।

কংগ্রেসের সংখ্যালঘু সেলের চেয়ারম্যান ইমরান কিদোয়াই চণ্ডীগড়ের কাছে মসজিদ প্রাঙ্গনে নির্বাচনী সভায় বলেছেন—"হিন্দুস্থানের মুসলিমদের সঙ্গে কংগ্রেসের সম্পর্ক অনেক পুরানো। তা এতটাই মজবুত যে অন্য কোনও পার্টি বা নেতা তা ভাঙ্গতে পারবে না। ....আমার আফশোষ আমি মুফতি নই। মুফতি হলে একটাই ফতোয়া দিতাম, মুসলমানদের বি. জে. পি.'র সঙ্গে যাওয়ার অর্থ ধর্মের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করা—" আনন্দবাজার ২০.৩.০৯ মঞ্চেউপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী পবন বনশল ও জয়ন্তী নটরাজন—বর্তমান, ২০.৩.০৯

হিন্দুর শিক্ষণীয়। বরুণ গাঁধীর বক্তব্যের প্রতিবাদ করেছেন বি. জে. পি'র দুই মুসলিম নেতা। শাহনওয়াজ হোসেন ও মুক্তার আব্বাস নাকভি। কিন্তু কেন্দ্রীয় মন্ত্রী পবন বনশল ও ম্যাডামের বিশেষ আস্থাভাজন ও দলের শীর্ষ নেত্রী জয়ন্তী নটরাজন জন্মসূত্রে হিন্দু হয়েও কিদোয়াইয়ের হিন্দু বিরোধী বক্তব্যের প্রতিবাদ করেন নি। উদার প্রগতিশীল ধর্ম নিরপেক্ষ হিন্দুর এই চরিত্র ....।

বরুণ গান্ধীর বক্তব্যে যদি অন্য কোন ধর্মের মানুষের প্রতি বিদ্বেষের ইঙ্গিত থাকে— তবে মুসলমানের ধর্মগ্রন্থ কোরান* তো বিধর্মী বিদ্বেষের আকর গ্রন্থ। যে কোরান হাতে নিয়ে আজ থেকে প্রায় ১৫০ বছর পূর্বে ইংলন্ডের প্রধানমন্ত্রী গ্লাডস্টোন পার্লামেন্টে বলেছিলেন—"যতদিন এই বইখানি আছে—ততদিন পৃথিবীতে শান্তি আসতে পারে না।" (So long as there is this book, there will be no peace in the World.)।[১] সে বইখানি কেন নিষিদ্ধ নয়? এদেশে ধর্মনিরপেক্ষ জোটের অন্যতম মুখপত্র আনন্দবাজার পত্রিকার সম্পাদক মহাশয় "মূর্তিমান বিপদ" শীর্ষক সম্পাদকীয়তে (২০-৩-২০০৯) লিখেছেন—"আজ বরুণ গাঁধীকে শাস্তি দিতে নির্বাচন কমিশন যদি দ্বিধাগ্রস্ত হয়, তবে ভবিষ্যতে আরও অনেক বরুণ গাঁধী ধর্মনিরপেক্ষতার সাংবিধানিক আদর্শের মূলে কুঠারাঘাত করিতে উৎসাহিত হইবে।"

মাননীয় সম্পাদক মহাশয় অবগত আছেন যে ভারতের এই সংবিধান, ভারত বিভাগের দুই মহানায়ক গান্ধী নেহেরুর সৃষ্টি। সংবিধান রচনার জন্য গণ পরিষদের যে ৮টি কমিটি ছিল—তার প্রত্যেকটিতেই ছিলেন নেহেরু-আজাদ-প্যাটেল। পর্দার অন্তরালে গান্ধী। ডঃ আম্বেদকরকে "রবার স্ট্যাম্প" রূপে ব্যবহার করা হয়েছিল মাত্র। গান্ধী কংগ্রেসের যে রাজনৈতিক দর্শনের পরিণতি দেশ বিভাগ—এই সংবিধান তারই সংকলন।

আর ধর্মনিরপেক্ষতা! যে ধর্মনিরপেক্ষতার বেদীমূলে আত্মবলিদান দিতে হয়েছে প্রায় অর্ধকোটি হিন্দু-শিখকে। যে ধর্মনিরপেক্ষতার জন্য ধর্ম ও জাতির ভিত্তিতে দেশভাগ করেও লোক বিনিময় করা হয় না। প্রায় সাড়ে তিন কোটি বিদেশী বিজাতীয় মুসলমানকে রেখে দেওয়া হল খণ্ডিত ভারতে। ইসলামের পরিকল্পনা অনুযায়ী অনুপ্রবেশ ও ৫টি সাদি ও ২৫টি সন্তান পয়দা করে মুসলমান আজ ২০ কোটি। ধর্মনিরপেক্ষ সরকারের অর্থে হাজার হাজার মাদ্রাসায় কোরান-হাদিসের পাঠ নিয়ে হাজার হাজার মুসলিম জেহাদীর

* আজ থেকে প্রায় ২৫ বছর পূর্বে দিল্লীর হিন্দুরক্ষা দল কোরাণের মাত্র ২৪টি আয়াত পুস্তিকাকারে প্রকাশ করে। এর বিরুদ্ধে মুসলমান কোর্টে যায়। দিল্লীর মেট্রোপলিটান ম্যাজিস্ট্রেট J. S. Lohat তাঁর রায়ে বলেন—বিচার করলে দেখা যায় উপরোক্ত আয়াতগুলি অনিষ্টকারক, বিদ্বেষ প্রচার করে ও মুসলমান এবং অন্য সম্প্রদায়ের মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি করতে পারে (....a close perusal of the Aytes show that the same are harmful and teach hatred and likely to create differences between Mohammedans on one hand and the remaining communities on the other—J. S. Lohat 31.7.86

তার এক বছর পূর্বে ১৯৮৫ সালের ২৯শে মার্চ চাঁদমল চোপড়া ও হিমাংশু কিশোর চক্রবর্তী কোরান নিষিদ্ধ ঘোষণা করার দাবি জানিয়ে কলিকাতা হাইকোর্টে "রিট পিটিশন" পেশ করে। বিচারপতি পদ্মা খাস্তগীরের এজলাসে বিষয়টি উত্থাপিত হয়। মুসলমান উত্তেজিত। প্রমাদ গোণে দিল্লীর কংগ্রেস ও পশ্চিমবাংলার বামফ্রন্ট সরকার। মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু এই রিট

১. Rafiq Zakaria—Muhammed And The Quran, p. 59

২. Chandmal Chopra—The Calcutta Quran Pitition

রক্ত হিম করা তাণ্ডবে হিন্দু ও হিন্দুস্থান আজ বিপন্ন। এই জেহাদীরা হত্যা করেছে ৭০,০০০ হিন্দুকে, কাশ্মীর উপত্যকা থেকে তিন লক্ষ হিন্দুকে করেছে বিতাড়িত। হিন্দু আজ হিন্দুস্থানে উদ্বাস্তু। গান্ধী-নেহেরুর অবদান এই অভিশপ্ত ধর্ম নিরপেক্ষতার মূল মন্ত্র হল হিন্দু পীড়ন ও মুসলিম তোষণ। জনজীবন থেকে এই অভিশাপকে নির্মূল না করলে দেশ ও জাতির মুক্তি নেই।

বরুণ গাঁধী কোন জনগোষ্ঠী বা জাতির নাম উল্লেখ করেন নি ; ইমরান কিদোওয়াই ইসলাম ধর্মের দোহাই দিয়ে হিন্দুদের বিরুদ্ধে বলেছে। তবুও ইসলামের সেবাদাস বিদগ্ধ সম্পাদক মহাশয় বরুণের উপর খড়গ হস্ত—ইমরানের উপর প্রসন্ন। তাই আনন্দবাজারের সওয়াল—"তবে তাৎপর্য পূর্ণ হল বরুণ গান্ধী ও ইমরান কিদোওয়াইয়ের রাজনৈতিক মর্যাদা এক নয়। (আঃ পঃ—২০.৩.০৯) এই হল গান্ধী-নেহেরুর ধর্মনিরপেক্ষতার যথার্থ স্বরূপ।

এখানেই শেষ নয়। এই জাতিদ্রোহী সম্পাদকের ধৃষ্টতা ; বি.জে.পি'র প্রতি তাঁর মূল্যবান উপদেশ—"বি. জে. পি যদি প্রকৃত অর্থে জাতীয় দল হইয়া উঠিতে চায়, তবে তাহার নেতৃত্বকেও হিন্দু-সংহতির অবাঞ্ছিত এজেন্ডা পরিহার করিতে হইবে।" প্রশ্ন হল—কাদের নিয়ে জাতীয় দল? মুসলমানকে নিয়ে? ভারতে বাস করেও যে মুসলমান "ভারতমাতা বা বন্দেমাতরম" বলে না। হিন্দুস্থানে "হিন্দু সংহতি" যদি অবাঞ্ছিত হয়—তবে বাঞ্ছিত কি মুসলিম সংহতি? ভারতে মুসলিম স্বার্থের প্রতিভূ ধর্মনিরপেক্ষ জোটের অশুভ উদ্দেশ্য এবার প্রকট হল....।

## ২৬/১১-মুম্বইয়ে ইসলামি জেহাদ

২৬/১১-র জেহাদী আক্রমণ বহু চর্চিত। তবে এ সম্বন্ধে প্রবীণ সাংবাদিক সুখরঞ্জন সেনগুপ্তের "মুম্বাই সন্ত্রাসের দায় পুরোপুরি কংগ্রেসের উপরেই বর্তায়" শীর্ষক নিবন্ধে (বর্তমান, ২২.১২.২০০৮) পূর্বাপর বিশ্লেষণ করে বিষয়টিকে সামগ্রিকভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে—তাই বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। নির্বাচিত অংশ নীচে দেওয়া হল ঃ

ভারতবর্ষের জাতীয় জীবনে এই মুহূর্তে সবচেয়ে ঘৃণিত রাজনৈতিক দলের নামটি

---

পিটিশনকে বলেছেন জঘন্য নিন্দনীয় (despicable act) । কেন্দ্রীয় আইন দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী H. R Bhardwaj বলেন—"রিট পিটিশন খারিজ করার জন্য সরকার কলকাতায় এ্যাটর্নি জেনারেলকে পাঠাচ্ছে (the Govt. was deputing the A. G. to Calcutta to seek dismissal of the writ petition) শুনানী না করেই খারিজ করার জন্য এই ব্যগ্রতা কেন? ....মুসলমান সারা ভারতে তাদের ঐতিহ্য অনুযায়ী দাঙ্গা শুরু করে। শুধু A. G. নন—কেন্দ্রীয় আইনমন্ত্রী অশোক সেনও ছুটে আসেন কলকাতায়। তারপর রহস্যজনকভাবে বিষয়টি চাপা পড়ে যায়।

হল জাতীয় কংগ্রেস। সেই সঙ্গে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভার অস্তিত্বের একমাত্র মন্ত্র হল সোনিয়া "লয়্যালটির" ওড়না দিয়ে দেশের জাতীয় সুরক্ষা নিয়ন্ত্রিত। গত ৬১ বছরে জাতীয় জীবনের ইতিহাসে এমন কলঙ্কময় উদাসীনতায় ভরা ট্র্যাজেডি আর কখনও ঘটেনি।— যেমনটি ঘটেছে মুম্বাইতে। ভারত সরকারের "Secret Service" সংস্থাগুলির সকল স্থান থেকে সতর্কবার্তা এসেছিল (সতর্ক করেছিল আমেরিকাও)। কিন্তু তা সত্ত্বেও পাকিস্তানি জঙ্গী হামলা প্রতিরোধে কোনও আগাম সতর্কতা মুম্বইতে নেওয়া হয়নি। ....এই ইচ্ছাকৃত ব্যর্থতার এক চমৎকার "সেক্যুলার" জবাব নিহিত রয়েছে সি. পি. আই (এম) পলিটব্যুরোর সোনিয়াভক্ত সীতারাম ইয়েচুরির কণ্ঠস্বরে। তিনি ২৯শে নভেম্বর বিবৃতি দিয়ে বলেছেন "মুম্বইতে যা ঘটেছে তার প্রতিক্রিয়া বা Fall out যেন সাম্প্রদায়িক আকার না নেয়" অর্থাৎ সাদামাটা কথায় পাকিস্তানি জঙ্গিদের সাহায্য ও সহায়তার দায়ে যেন স্থানীয় মুসলমানদের গায়ে হাত না পড়ে।* .... এখন বিশ্বাস করতে আর কোনও দ্বিধা নেই যে আই. বি. এবং "র" সংস্থার রিপোর্টটি শিবরাজ পাতিল তাঁর লয়্যালটির পরাকাষ্ঠা হিসাবে প্রথমেই সোনিয়া গান্ধীর কাছে নিয়ে গিয়েছিলেন ও সোনিয়া সূত্রে সীতারাম বাবুও রিপোর্টটি জানতে পেরেছিলেন। নিশ্চিত ভাবেই ঐ রিপোর্টে মুম্বই'র আন্ডারওয়ার্ল্ড ও ফিল্মি জগতের কেউকেটার উল্লেখ ছিল যারা পাকিস্তানি জঙ্গীদের সম্ভাব্য সহায়ক। সুতরাং মুম্বই সরকারকে আগাম সতর্কতা নিতে গেলে [illegible]কদের গায়ে হাত দিতে হবেই। কিন্তু সেটা কখনই সোনিয়া গান্ধী, শিবরাজ পাটিল, বিলাস রাও দেশমুখের পক্ষে আদৌ সম্ভব নয়।'...তারপর ২৬শে নভেম্বর রাত ৯টায় যা ঘটতে থাকল .... ভারতবর্ষ আর ভারতবর্ষ রইল না।

পাকিস্তানি জঙ্গি সন্ত্রাস ভারতের মানুষের কাছে কোনও নতুন কথা নয়।...এই সন্ত্রাসের উৎসকেন্দ্র কাশ্মীর উপত্যকা। গত ২৩ বছরে কাশ্মীর ও ভারতে সরাসরি

* শুধু ইয়েচুরি নন—স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী এবং তার মন্ত্রীসভার সদস্যগণও ভারতে বসবাসকারী মুসলমানকে আড়াল করিতে সদা সক্রিয়। ২০০৬ সালে ওয়াশিংটনে গিয়ে মনমোহন সিং মার্কিন প্রেসিডেন্ট জর্জ বুশকে আশ্বস্ত করে বলেন—ভারতে ১৫ কোটি মুসলমান। কিন্তু একজনও আল-কায়দার সদস্য/সমর্থক নেই। তার পরদিনই সংবাদপত্রে খবর বেরুলো যে কলকাতায় আল-কায়দার জন্য রসিদ বই ছাপা হয়েছে; ভারতে লাদেনের জেহাদী হানার টেপ, সিডি বিক্রী হচ্ছে হাজার হাজার। ভারত সরকার নিয়ম মাফিক, দাউদ ইব্রাহিম, মাসুদ আজাহার এবং অন্যান্য জঙ্গী নেতাদের প্রত্যর্পণ দাবি করে। পাকিস্তানের নিকট দাবি জানায় সে দেশের জঙ্গী-শিবির ভেঙ্গে দেবার জন্য। কিন্তু ভারতে যে শত শত দাউদ ইব্রাহিম, মাসুদ আজাহার দিব্যি বহাল তবিয়তে জেহাদী আক্রমণ পরিচালনা করছে; আছে কয়েকশত জঙ্গি ডেরা, আছে অস্ত্র প্রশিক্ষণ শিবির, সে সম্বন্ধে সরকারের নীরবতা বিস্ময়কর। ভাবখানা যেন এই এদেশের কোন মুসলমান সন্ত্রাসবাদী কাজের সঙ্গে যুক্ত নয়।

জঙ্গী আক্রমণে ৮০ হাজার থেকে ৮৫ হাজার হিন্দু এবং ভারতের সৈন্য বাহিনীর ২৫ থেকে ২৮ হাজার জওয়ান খুন হয়েছিল। কিন্তু সীতারাম ইয়েচুরিবাবুরা ও কোনও মানবাধিকার সংগঠন ওই লক্ষাধিক ভারতীয়ের খুনের জন্য একবিন্দু অশ্রু বর্ষণ করেন নি। কিন্তু যখনই পাকিস্তানি জঙ্গিদের এবং তাদের সহায়ক একশ্রেণীর ভারতীয় নাগরিকের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য বিশেষ আইনের কথা বলা হয়—তখনই কিছু রাজনৈতিক দল সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের "হেনস্তায়" উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ে ও শোরগোল তুলে দেয়.....।

ইন্দিরা গান্ধী জবরদস্ত সিভিল সার্ভেন্ট জগমোহনকে ১৯৮২ সালে কাশ্মীরের রাজ্যপাল পদে পাঠিয়েছিলেন। তিনি নতুন কোনও আইনের সাহায্য ছাড়াই কাশ্মীরের জঙ্গী কার্যকলাপকে হাতের মুঠোয় নিয়ে আসেন। তাঁর কড়া ব্যবস্থায় উপত্যকার কয়েকজন রাজনৈতিক নেতা বিশেষ করে মুফতি মহম্মদ ও দিল্লীর কেউ কেউ শোরগোল তুলে ফেলেন ..... কিন্তু ১৯৮৯ সালের ডিসেম্বরে ভি. পি. সিং-এর প্রধানমন্ত্রীত্বে জ্যোতি বসু, ও হরকিষেণ সিং সুরজিৎ—সি. পি. এম. পার্টির মুসলিম সমর্থন সম্প্রসারণের জন্য এই মুফতিকেই স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী পদে বসিয়ে দেন। ..... জ্যোতি বসু সাংবাদিক সম্মেলনে ঘোষণা করলেন—"কেন একজন মুসলমান নেতা কেন্দ্রে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী* হতে পারবেন না?

ভারতের তো একটা সেক্যুলার সংবিধান রয়েছে ...।" ....ভি. পি. সিং মন্ত্রীসভা তাঁদের প্রথম দিনের বৈঠকেই কাশ্মীরের রাজ্যপাল পদ থেকে জগমোহনকে সরিয়ে

---

* (ক) আধুনিক রাষ্ট্রে স্বরাষ্ট্র দফতর খুবই গুরুত্বপূর্ণ। অভ্যন্তরীণ ও বিদেশের যাবতীয় সামরিক ও অসামরিক গোয়েন্দা তথ্য স্বরাষ্ট্র দফতরেই প্রথম পাঠানো হয়। তাই প্রধানমন্ত্রীর পরেই স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর স্থান। ১৯৪৬ সালে কংগ্রেস-লীগ মন্ত্রী সভায় মুসলিম লীগের লিয়াকত আলি খাঁ স্বরাষ্ট্র দফতর দাবি করেছিলেন। কিন্তু প্যাটেল স্বরাষ্ট্র বিভাগ নিজের হাতে রেখে তাঁকে দিয়েছিলেন অর্থ মন্ত্রক। মুফতিকে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক দেওয়ায় কত যে গোপন তথ্য পাকিস্তানে পাচার হয়েছে...।

(খ) অসম ও কাশ্মীরের প্রাক্তন রাজ্যপাল লে. জেঃ এস. কে, সিন্‌হা তাঁর বই Guarding India's Integrity-র প্রকাশ উপলক্ষে এক অনুষ্ঠানে বলেছেন—"কাশ্মীরে মুখ্যমন্ত্রী রূপে মুফতির ভূমিকা ছিল তিনি যেন জঙ্গিদের মুখপাত্র। .....যে সমস্ত সন্ত্রাসবাদী নিরাপত্তা বাহিনীর হাতে প্রাণ হারিয়েছেন, তিনি তাদের পরিবারদের জন্য এককালীন ক্ষতিপূরণ ও মাসিক পেনশন চালু করতে চেয়েছিলেন। (The former J & K Governor, Lt. Gen. S. K. Sinha alleged at the release of his book in N. Delhi "Guarding India's Integrity" that Mufti as Chief Minister behaved as a "spokesman for militants" and wanted to pursue healing touch policy with pension and compensation to the family members of terrorists killed by security forces. (The Statesman 17.3.2009)

নিলেন। কেন্দ্রে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী হওয়ার দশ দিনের মাথায় মুফতি মহম্মদ এক অভাবনীয় নাটক মঞ্চস্থ করলেন। নাটকের প্রথম দৃশ্যটি ছিল এই স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সুন্দরী তরুণী কন্যা শ্রীনগর মেডিকেল কলেজের দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্রী। তাকে কলেজ থেকে বাড়ী ফেরার পথে জঙ্গিরা অপহরণ করল। জঙ্গিদের দাবি ছিল এই, যে ১৪/১৫ জন পাকিস্তানী জঙ্গীদের প্রাক্তন রাজ্যপাল আটক করেছিলেন তাদের বিনা শর্তে পাকিস্তানি সীমান্তের কাছে ছেড়ে দিয়ে আসতে হবে। নইলে রুবাইয়াকে মুক্তি দেওয়া হবে না। এবার নাটকের দ্বিতীয় দৃশ্য—জ্যোতি বসু দিল্লীতে হাজির, কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভার জরুরী বৈঠক বসেছে। সিদ্ধান্ত নেওয়া হল এই ১৪/১৫ জন পাকিস্তানি জঙ্গিকে তাদের শর্তেই ছেড়ে দেওয়া হবে, রুবাইয়াকে ফিরে পাওয়ার জন্য। তৃতীয় দৃশ্য। একটি নির্দিষ্ট সময়ে ভারতীয় বাহিনীর একটি গাড়ি LAC-র কাছে ঐ জঙ্গিদের ছেড়ে দিয়ে এল এবং ঠিক একই সময়ে শ্রীনগর থেকে কয়েক মাইল দূরের একটি গ্রামের বাড়ি থেকে 'রুবাইয়া মুফতি' তাঁর সুবিন্যস্ত যৌবন নিয়ে হাসিমুখে মুক্তি পেলেন।

এরপর কাশ্মীরের কি দৃশ্য ছিল? ১৯৯০ সালের ২৬শে জানুয়ারি প্রজাতন্ত্র দিবস এবং ১৫ই আগষ্টের স্বাধীনতা দিবসের অনুষ্ঠান কাশ্মীরে পালন করা সম্ভব হয় নি। শ্রীনগর শহরের বসত বাড়িগুলিতে পাকিস্তানি পতাকা পত্ পত্ করেছে। রাস্তায় পাকিস্তানি পতাকা বিক্রী হয়েছে। .....১৯৯০-৯১ সাল দুটো পুরো বছর কাশ্মীর উপত্যকায় পাকিস্তানি মুদ্রায় কেনা বেচা চলেছে।

প্রাক্তন রাজ্যপাল জগমোহন তাঁর আত্মস্মৃতি Frozen Tarbulance—My days in Kashmir গ্রন্থটিতে দেশে পাকিস্তানি জঙ্গি দমনের কর্মকাণ্ডে রাজনীতিবিদদের ভণ্ডামির অনেক কাহিনী লিপিবদ্ধ করেছেন। সেই একই ভণ্ডামিগুলি মুম্বইতে দেশবাসী প্রত্যক্ষ করেছে দু'শ জন নিরীহ অসহায় নরনারীর মৃত্যুর আর্তনাদের মধ্যে দিয়ে ....?

## হিন্দু-প্রতিরোধ

যুগে যুগে কল্পে-কল্পে নিত্য নিরন্তর,
জ্বলুক গগন ব্যাপী অনন্ত বহ্নিতে।
জ্বলুক সে দেবতেজে স্বর্গ সংবেষ্টিয়া,
অহোরাত্রি অবিশ্রান্ত প্রদীপ্ত শিখায়,
দহুক দানবকুল দেবের বিক্রমে
পুত্র পরম্পরা দগ্ধ চির শোকানলে।—হেমচন্দ্র [১]

দেশ ও জাতির চরম সর্বনাশ হয়, পরিকল্পিত ভাবে সেরকম কাজ ভণ্ডামী নয়—তা দেশদ্রোহিতা ও জাতিদ্রোহিতার নামান্তর। ইহার সূচনা ভারতে গান্ধীর আগমনে। হিন্দু ও হিন্দুস্থান আজ বিপন্ন। এই ভয়ংকর সংকটে হিন্দুর কর্তব্য কী হবে? সর্বধর্ম সমন্বয়ের অনুষ্ঠান, সম্প্রীতির শোভাযাত্রা, গুরু দত্ত বীজমন্ত্র ত্রি-সন্ধ্যা জপ করা, অষ্টপ্রহর নাম সংকীর্তন অনুষ্ঠান, অথবা লীলা কীর্তনের আসরে কৃষ্ণ অথবা গৌরলীলার মাধুর্য্য আস্বাদন করা? হিন্দুর তেত্রিশ কোটি দেবতা। একমাত্র প্রজাপতি ব্রহ্মা, জ্ঞানের অধিষ্ঠাত্রী মা সরস্বতী ও ধন প্রদায়িনী মা লক্ষ্মী ব্যতীত সকলেই শস্ত্রপাণি। তবে হিন্দু কেন আজ নিরস্ত্র? অহিংসার নামে ক্লীবত্বের পূজারী? হিন্দুকে নিরস্ত্র করেছে বুদ্ধদেব, অশোক এবং আধুনিক যুগে গান্ধী।

হিন্দু নিরস্ত্র। তাই সে মুসলমানের দ্বারা নির্যাতিত। বিচলিত হলেন ভারত সেবাশ্রম সঙেঘর প্রতিষ্ঠাতা যুগাচার্য স্বামী প্রণবানন্দ। তিনি উপলব্ধি করেন হিন্দু জাতিকে ধর্মীয় ঐক্য সূত্রে সংগঠিত করতে না পারলে এ জাতির বিনাশ অনিবার্য। ১৯৩৯ খ্রিঃ ঢাকার বিক্রমপুরে অনুষ্ঠিত বঙ্গীয় হিন্দু সম্মেলনে তিনি বলেন—"ভারতের বিশাল জনসমষ্টির মধ্যে সংখ্যায় যারা মাত্র ৮ কোটি, সেই মুসলমান ও খৃষ্টান সম্প্রদায় সুগঠিত ও সুরক্ষিত ; পক্ষান্তরে সংখ্যায় যারা ২৬ কোটি সেই বিরাট হিন্দু জনসাধারণ পরস্পর ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন, দুর্বল, আত্মরক্ষায় অক্ষম। ভারতের মূল সমস্যা—হিন্দু জাতি গঠন বা হিন্দু সঙঘশক্তির গঠন.....সমস্যার সমাধানের জন্য চাই শক্তি, চাই প্রতিবিধানের সুদৃঢ় সঙ্কল্প। দুর্বলতাই সবচেয়ে বড় অপরাধ, ভীরুতাই মহাপাপ।

দার্শনিক উপদেশ, নীতিশাস্ত্রের বাণী কদাচ হিংসার গতিরোধ করিতে পারে না ; ন্যায়ের বিধান, যুক্তিতর্কের শাণিত অস্ত্র কদাচ দুর্বলকে রক্ষা করিতে সমর্থ হয় না। শক্তির অনুশীলনে উদাসীন থাকিয়া শুধু অত্যাচারীর নিন্দা, সমালোচনা, গালিবর্ষণ—প্রতিকার এবং প্রতিবিধানের পন্থা নয়।"[২]

---

১. রমেশ চন্দ্র দত্ত—মহারাষ্ট্র জীবন প্রভাত

২. স্বামী যুক্তানন্দ—রক্ষীদল, পৃঃ ৩০

আচার্যদেব বলেন—"হিন্দুজাতির দুর্বলতার প্রধান কারণ—তার স্বধর্মে নিষ্ঠা ও বিশ্বাসে শৈথিল্য ; .....স্বধর্মে অটুট বিশ্বাস, নিষ্ঠা ও গৌরববোধই হিন্দুজাতির প্রাণে পুনরুত্থানের প্রেরণা জাগাইতে পারে। হিন্দুর ধর্ম—শক্তির সাধনা ; হিন্দু ধর্মের অনুষ্ঠান বীর ভাবোদ্দীপক, হিন্দুর দেবতা অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত, শত্রুনাশে সংগ্রামোদ্যত।"[১]

দেব গণপতি—মা দুর্গার জ্যেষ্ঠ পুত্র, সর্বসিদ্ধিদাতা। সকল দেব-দেবীর পূজার পূর্বে গণেশের পূজা করতে হয়। কিন্তু আমরা কি জানি—কেন তাঁর গায়ের রঙ রক্তবর্ণ? যে মন্ত্রে আমরা সিদ্ধিদাতার ধ্যান করি—সেই মন্ত্রেই কিন্তু এর উত্তরটি পাওয়া যায়।

শ্রীশ্রী গণেশের ধ্যানমন্ত্র—

ওঁ খর্ব্বং স্থুল তনুং গজেন্দ্র বদনং লম্বোদরং
সুন্দরম্, প্রস্যন্দন মদ গন্ধলুবদ্ধ মধুপ ব্যালোলে গণ্ডস্থলম্।
দন্তাঘাত বিদারিতারিরুধিরৈঃ সিন্দুরশোভাকরং
বন্দে শৈল সুতাসুতং গণপতিং সিদ্ধিপ্রদং কামদম্।

সরল অর্থ—

খর্বাকৃতি স্থুলদেহ গজেন্দ্রবদন সুন্দর গণপতি। তাঁর অঙ্গের মধুগন্ধে মধুকর আকৃষ্ট হয়। তিনি দন্ত দ্বারা শত্রুকে বিদীর্ণ করে সেই রুধির ধারায় নিজ দেহকে সিঁদুরের ন্যায় রঞ্জিত করেন। সর্বকামনা সিদ্ধির জন্য সেই শৈলসুত গণপতিকে বন্দনা করি।

এই হল হিন্দুর দেবতা। শত্রু বিমর্দনকারী অরিন্দম। ক্লীব-ভীরু-কাপুরুষ নয়। সেই হিন্দুর আজ কি অধঃপতন! আচার্য্যদেবের ভাষায়—"অদৃষ্টের বিড়াম্বনা—হিন্দু আজ আত্মরক্ষার্থে ক্ষুদ্র যষ্ঠিখণ্ডও ধারণ করিতে ভুলিয়া গিয়াছে।" [২]

শাস্ত্রে আছে, স্বামী বিবেকানন্দও বলেছেন—"বীরভোগ্যা বসুন্ধরা—বীর্য প্রকাশ কর, সাম-দান-ভেদ দণ্ডনীতি প্রকাশ কর, পৃথিবী ভোগ কর, তবে তুমি ধার্মিক। আর ঝাঁটা লাথি খেয়ে ঘৃণিত জীবন যাপন করলে, ইহকালেও নরকভোগ পরলোকেও তাই। এইটি শাস্ত্রের মত" [৩]

কুমিল্লার সম্মেলনে আচার্যদেব বলেন—"জীবন সংগ্রামে দুর্বলের বিনাশ অবশ্যম্ভাবী। যে কাপুরুষ নিশ্চেষ্ট, বিধাতাও তার প্রতি বিমুখ। হিন্দুকে আজ ক্লৈব পরিহারপূর্বক জীবন সংগ্রামে বীর-বিক্রমে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে। বাঙালী হিন্দুর শিরায় শিরায় আজ চাই দুর্জয় বীর্য্যের, হৃদয়ে দুর্দম সঙ্কল্পের সঞ্চার। শিবাজী ও গুরুগোবিন্দ সিং যে সংগঠন পন্থায় যথাক্রমে মহারাষ্ট্র ও শিখ জাতিকে মহাজীবন দান করেছিলেন, আমি বাংলায় সেই সংগঠন পদ্ধতিক্রমে পরাক্রমশালী হিন্দু-সংহতি গঠনে বদ্ধ পরিকর।"[৪]

---

১. স্বামী যুক্তানন্দ—রক্ষীদল, পৃঃ ৩০
২. —ঐ—, পৃঃ ৩০
৩. একনাথ রাণাডে—স্বামীজীর হিন্দু রাষ্ট্র চিন্তা, পৃঃ ২৮
৪. স্বামী যুক্তানন্দ—রক্ষীদল, পৃঃ ১২৯

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ। সমগ্র হিন্দুজাতির পরমারাধ্য। কুরুক্ষেত্রের মহাসমর। কৌরব ও পাণ্ডব পক্ষের অষ্টাদশ অক্ষৌহিনী সৈন্য রণসাজে সজ্জিত হয়ে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত। তখন সারথি শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে নিয়ে কপিধ্বজ রথ রণভূমির মাঝখানে স্থাপন করেন। আত্মীয় ও গুরুজনদের দেখে অর্জুন বিমর্ষ বিষণ্ণ হলেন....। তখন কি "অহিংসা ব্রতকামী অর্জুনকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অহিংসা প্রেম ও নিষ্ক্রিয়তার বাণী শুনিয়েছিলেন? না, "ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ পার্থ! যুদ্ধস্ব বিগতজ্বরঃ" মন্ত্রে অধর্মের উচ্ছেদ, পাপের প্রতিরোধ, অন্যায়কারী, অত্যাচারীর দণ্ডবিধান বিষয়ে তাহার কর্তব্য ও দায়িত্ব বোধ জাগাইয়া দিয়া যুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিতে বাধ্য করিয়াছিলেন?"[১] শ্রীকৃষ্ণের প্রতিজ্ঞা আজ প্রত্যেক হিন্দুকে স্মরণ করতে হবে।

যুদ্ধ কর, যুদ্ধ কর, তুচ্ছ কর জয় পরাজয়।
চূর্ণ কর ক্লীবতা দীনতা, বীরত্বেই মহত্ব নিশ্চয়।
ওঠো জাগো জয় করো, করো যশ লাভ
শত্রু ধ্বংস করি করো সাম্রাজ্য সম্ভোগ!
—এই বজ্রবাণী মোর হারালি কোথায়?
আমাকে পূজিতে চাহ?
লও তবে অস্ত্র সুদর্শন।
আমাকে তুষিতে চাহ?
ধর তবে গাণ্ডীব ভীষণ।
পূজার সঙ্কল্প মোর—
শত্রু বিমর্দন, দিগ্বিজয়, সাম্রাজ্য স্থাপন।
.... .... .... .... ....
.... .... .... .... ....
ঘুচাইয়া ক্লৈব্য-দৈন্য সঞ্চারি শকতি,
মিলনের সূত্রে কোটি কোটি নরে গাঁথি,
গড়িব এ হিন্দু মহাজাতি।
জ্ঞানে ধর্মে কর্মে পুণ্যে পুনঃ ধরা মাঝে—
জগতের গুরুরূপে লভিবেক খ্যাতি।[২]

ইংরেজ শাসনাধীন ভারতে আগ্রাসী মুসলমান সরকারের পৃষ্ঠপোষকতা পায়নি। তাই হিন্দু অপেক্ষাকৃত নিরাপদ ছিল। কিন্তু স্বাধীন ভারতে হিন্দুর অবস্থা শোচনীয়। ধর্ম

১. —ঐ—, পৃঃ ১৫৩
২. স্বামী বেদানন্দ—শ্রী শ্রীকৃষ্ণ, পৃঃ ৪

**নিরপেক্ষ সরকারের পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় মুসলিম আগ্রাসন এক ভয়ংকররূপ ধারণ করে হিন্দু জাতির অস্তিত্ব বিনাশে উদ্যত।**

**ডঃ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ বলেন—"হিন্দুশাস্ত্র অহিংসাকে পরম কর্তব্য বলে মনে করে, কিন্তু কখন অহিংসা নীতি ত্যাগ করা যায়, তারও নির্দেশ দেয়।" ঋগ্বেদে আছে, "আমি রুদ্রের ধনুতে জ্যা রোপণ করব ও যারা ব্রাহ্মণদের উপর অত্যাচার করে তাদের ধ্বংস করব। আমি পবিত্র লোকদের রক্ষার জন্য যুদ্ধ করি এবং দ্যুলোক ও ভূলোক ব্যাপিয়া থাকি।" ধর্ম ও ন্যায়ের প্রতিষ্ঠাই হিন্দুর জীবন সাধনা। কিন্তু অসুর শক্তি ধর্মের শত্রু। বেদে সমর ও যুদ্ধের বর্ণনা আছে, যুদ্ধজয় ও শত্রুকে পরাজিত করার জন্য প্রার্থনা আছে। মহাভারতে তাই শিক্ষার্থীর আদর্শের এই বর্ণনা দেওয়া হয়েছে—**

"অগ্রতঃ চতুরো বেদাঃ পৃষ্ঠতঃ সশরো ধনু
ইদং শাস্ত্রং, ইদং শস্ত্রং, শাপাদপি শরাদপি।—

সামনে চতুর্বেদ, পিছনে ধনুর্বাণ ;একদিকে আত্মিক শক্তির দ্বারা আত্মার উদ্দেশ্য সিদ্ধ করা হচ্ছে, অন্যদিকে ক্ষাত্রশক্তি সেই উদ্দেশ্য সিদ্ধ করছে।" [১] আত্মরক্ষার অধিকার ন্যায়, আইন ও শাস্ত্রসম্মত। অন্যায়ের প্রতিবাদ-প্রতিকার, অধর্মের উচ্ছেদ প্রচেষ্টা, অত্যাচারীর সমুচিত দণ্ড বিধান—একে প্রতিহিংসা বলে না, একে বলে প্রতিবিধান। বিরাট সংখ্যক হিন্দুর মধ্যে সঞ্চিত হয়েছে পুঞ্জিভূত ক্ষোভ। উঃপ্রদেশের পিলভিটে বরুণ গাঁধীর বক্তব্যে সেই ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ। বরুণ গাঁধী বলেছেন—"হিন্দুরা স্বদেশে অবরুদ্ধ। আমি তাদের মধ্যে আত্মবিশ্বাস ফিরিয়ে আনতে চাই।" (My attempt has been to restore confidence in a community that has been under siege in its' own country—The Times of India 19.3.2009) তিনি বলেছেন "আমি গাঁধী, আমি হিন্দু। সে জন্য আমি গর্বিত। উত্তরপ্রদেশে গত কয়েক বছর এন্তার গো-হত্যা হয়েছে। হিন্দুদের মন্দির ভাঙ্গা হয়েছে। যে এলাকায় আমি প্রার্থী হয়েছি সেখানে হিন্দু মহিলার শ্লীলতাহানি হয়েছে। তাদের স্বার্থরক্ষায় আমি বদ্ধ পরিকর—আনন্দবাজার। হিন্দুস্তানে হিন্দু মুসলমানের দ্বারা অবরুদ্ধ— নির্যাতিত। দেশপ্রেমিক জাতীয়তাবাদী বরুণ গাঁধী—বিপন্ন জাতির ত্রাণ কর্তার ভূমিকায়। এই অপরাধে তাঁকে জামিন অযোগ্য কঠোর NSA আইনে আটক করা হয়েছে ;ইসলামি জেহাদীদের প্রতিও কিন্তু এত কঠোর আইন প্রযুক্ত হয় না। ইসলাম ও মুসলমানের ঘোষিত লক্ষ্য খণ্ডিত ভারতকে ক্রমশঃ দার-উল-ইসলামে পরিণত করা। লস্কর-ই-তইবার নেতা হাফিজ সৈয়দের দৃপ্ত ঘোষণা—"ভারত শীঘ্রই টুকরো টুকরো হয়ে যাবে। ইনশ্—আল্লা, যতদিন না সারা ভারত পাকিস্তানে মিশে যাচ্ছে—ততদিন ক্ষান্ত হব না।" ক্ষাত্র বীর্য্যের পীঠভূমি হিন্দুস্থান। হিন্দু কি অসহায়ের

১ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ—ধর্ম ও সমাজ, পৃঃ ১৯০, ১৯২, ১৯৫

ন্যায় সেই দিনটির অপেক্ষায় থাকবে? অথবা মধ্যাহ্ন মার্তণ্ডের ন্যায় ক্ষাত্র তেজে প্রজ্বলিত হবে?

রাজার কর্তব্য হল প্রজার সুরক্ষা ও দেশের অখণ্ডতা রক্ষা করা। এই দুই বিষয়েই রাষ্ট্রশক্তি চরম ব্যর্থতার পরিচয় রেখেছে। অতএব দেশ ও জাতির স্বার্থে হিন্দু সেই কর্তব্য পালনে উদ্যোগী হয়েছে। স্বাধ্বী প্রজ্ঞা সিং এবং লেঃকর্ণেল পুরোহিত ভারতের ক্ষাত্র শক্তির প্রতীক ও হিন্দু প্রতিরোধের অগ্রসেনানী।

২০০৮-সালের ২৯-শে সেপ্টেম্বরঃ মালে গাঁও-তে এক বিস্ফোরণে ৬ জনের মৃত্যু হয়—আহত হয় প্রায় শতাধিক। মহারাষ্ট্র পুলিশ সাধ্বী প্রজ্ঞা সিং, লেঃ কর্ণেল শ্রীকান্ত পুরোহিত ও মেজর রমেশ উপাধ্যায় সহ কতিপয় হিন্দুকে আটক করে। তল্লাসী চালায় হিন্দু সংগঠন অভিনব ভারতের কার্যালয়ে। ইসলামি জেহাদের মোকাবিলায় ব্যর্থ নাজেহাল কংগ্রেস সরকার এবার হিন্দুদের জব্দ করতে মরীয়া। মুসলিম জেহাদীদের জন্য রয়েছে সাধারণ আইন ;আর সাধ্বী ও পুরোহিতের বিরুদ্ধে প্রয়োগ করা হল POTA'র মহারাষ্ট্রীয় সংস্করণ MOCOCA. "জাতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার অপরাধে" ধৃত ব্যক্তিদের অভিযুক্ত করা হয়। বলপূর্বক প্রজ্ঞা সিং-এর একাধিকবার Narco Test, Narco Analysis ও Polygraphy Test করা হয়। মুসলিম জেহাদীদের কিন্তু অনুরূপ Test করা হয় না।

বীরাঙ্গনা সাধ্বী প্রজ্ঞা সিং ও লেঃ কর্ণেল পুরোহিত দেশপ্রেমের জ্বলন্ত পাবক শিখা। সমগ্র হিন্দু জাতির আদর্শ ও অনুপ্রেরণা।

ইসলামি জেহাদ যেমন কোন ব্যক্তি বিশেষের বিরুদ্ধে নয়—তা হল সমগ্র হিন্দুজাতি ও হিন্দুস্থানের বিরুদ্ধে ;ঠিক তেমনি হিন্দু প্রতিরোধ কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে নয়। এ হল জেহাদের বিরুদ্ধে জেহাদ। ইতিপূর্বে গুজরাট, উড়িষ্যা ও জম্মুর হিন্দু আক্রমণ প্রতিরোধে শৌর্য ও পরাক্রমের যে উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত রেখেছে ; দেশ ও জাতিকে নিশ্চিত ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচাতে তাই হোক আজ হিন্দুর আদর্শ।

অসুর উচ্ছিষ্ট গ্রাসি পুষ্ট কলেবর?
অসুর—পদাঙ্করজঃ শোভিত মস্তকে?
তারচেয়ে শতবার পশিব গগনে
প্রকাশি অমরবীর্য্য সমরের স্রোতে,
ভাসিব অনন্তকাল দৈত্যের সংগ্রামে
দেবরক্ত যতদিন না হবে নিঃশেষ।—হেমচন্দ্র [১]

---

১. রমেশ চন্দ্র দত্ত—মহারাষ্ট্র জীবন প্রভাত

# গ্রন্থপঞ্জী


১। ডঃ দুর্গাদাস বসু — হিন্দুধর্মের সারতত্ত্ব—ভারত সেবাশ্রম সংঘ

২। আচার্য ডঃ ধ্যানেশ নারায়ণ চক্রবর্তী — জনশিক্ষায় সংস্কৃত—প্রোগ্রেসিভ বুক ফোরাম

৩। সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ — ধর্ম ও সমাজ—মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ

৪। স্বামী যুক্তানন্দ — রক্ষীদল—ভারত সেবাশ্রম সংঘ

৫। স্বামী বেদানন্দ — শ্রী শ্রীকৃষ্ণ—ভারত সেবাশ্রম সংঘ

৬। নীরোদ চন্দ্র চৌধুরী — আমার দেশ আমার শতক—মিত্র ও ঘো পাঃ প্রাঃ লিঃ

৭। স্বামী লোকেশ্বরানন্দ (সম্পাদনা) — চিন্তানায়ক বিবেকানন্দ—রামকৃষ্ণ মিশন

৮। রমেশচন্দ্র মজুমদার — বাংলাদেশের ইতিহাস-৪র্থ খণ্ড জেনারেল প্রিন্টার্স এন্ড পাবলিশার্স

৯। স্বামীপূর্ণাত্মানন্দ — স্বামী বিবেকানন্দের ভারত প্রত্যাবর্তন—উদ্বোধন কার্যালয়

১০। রমেশ চন্দ্র দত্ত — মহারাষ্ট্র জীবন প্রভাত—সাহিত্য বিহার

১১। ইকবাল — ইকবালের কাব্য সন্ধান—ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ঢাকা

১২। তসলিমা নাসরিন — দ্বিখণ্ডিত—পিপলস্ বুক সোসাইটি

১৩। একনাথ রানাডে — স্বামীজীর হিন্দুরাষ্ট্র চিন্তা—বিবেকানন্দ সাহিত্য মন্দির

১৪। লেনিন — ধর্ম প্রসঙ্গে—ন্যাশনাল বুক এজেন্সী

১৫। নিত্যরঞ্জন দাস — মুসলিম শাসন ও ভারতবর্ষ—গ্রন্থ রশ্মি

১৬। শরত রচনাবলী (তৃতীয়খণ্ড)

১৭। কুর্আন শারীফ — হরফ প্রকাশনী

১৮। Sir J. N. Sarkar — History of Aurangzib—Orient Longman

১৯। R. C. Majumder — History of the Freedom Movement in India. Vol-III.—Firma K. L. Pvt. Ltd.

২০। F. Max Muller — India ; What can it teach us ? Penguin Books.

২১। Dr. B. R. Ambedkar — Writings and Speeches—Vol.-8 Govt. of Maharastra

২২। Brigitte Gabriel — They Must be stopped—St. Martin's Press. Newyork.

২৩। Iswari Prasad — History of Mediaeval India—Penguin Books.

২৪। V. S. Naipal — Beyond Belief AmongThe Believers.—Andre Deutsch

২৫। Ayesha Jalal — Self and Sovereignty—Routledge, London, Newyork

২৬। K. K. Aziz — The Murder of History—Remassanace Publishing House

২৭। Akbar S. Ahmed — Discovering Islam--Vister Publication

| | | |
|---|---|---|
| ২৮। | V. P. Menon | The Story of the Integration of the Indian States. |
| ২৯। | Will Durant | The Story of Civilization |
| ৩০। | Swami Vivekananda | The Complete Works, Vol. IV+V —Advaita Ashram |
| ৩১। | Tathagata Roy | A Suppressed Chapter in History—Bookwell, New Delhi |
| ৩২। | Chandmal Chopra | The Calcutta Koran petition—Voice of India |
| ৩৩। | Bhawani Sen | Muktir Pathe Bangla—CPI—Bengal Committee |
| ৩৪। | Samar Guha | Non-Muslims Behind The Curtain of East Pakistan. |
| ৩৫। | Mushir-ul-Haque | Islam in Secular India |
| ৩৬। | Rafiq Zakaria | Muhammad And the Quran |

# উল্লেখযোগ্য কিছু বই

## ডঃ রাধেশ্যাম ব্রহ্মচারী

| | |
|---|---|
| ইসলামি ধর্মতত্ত্ব | ১২০.০০ |
| মিথ্যার আবরণে দিল্লী-আগ্রা-ফতেপুর সিক্রী | ৪৫.০০ |
| এক নজরে ইসলাম | ২৫.০০ |

## নিত্যরঞ্জন দাস

| | |
|---|---|
| মুসলিম শাসন ও ভারতবর্ষ<br>(৭১২ খৃঃ-১৯৪৭,হিন্দু-মুসলিম-ইউরোপীয়ান<br>ঐতিহাসিকদের তথ্যে সমৃদ্ধ প্রামাণ্য ইতিহাস) | ১৫০.০০ |
| সংকটের আবর্তে ভারত | ১২০.০০ |
| কাশ্মীর-নেহেরু-অমরনাথ | ১০.০০ |
| ভারতে মুসলিম অনুপ্রবেশ | ৫.০০ |

## শিবপ্রসাদ রায়

| | |
|---|---|
| দিব্যজ্ঞান নয় কাণ্ডজ্ঞান চাই | ৫.০০ |
| রক্তে যদি আগুন ধরে | ৪.০০ |
| সর্বধর্ম সমন্বয়কারী থেকে সাবধান | ৬.০০ |
| বুদ্ধিজীবী সমীপেষু | ৮.০০ |

## শান্তনু সিংহ

| | |
|---|---|
| নোয়াখালি নোয়াখালি | ৮.০০ |

প্রাপ্তিস্থান

তুহিন প্রকাশনী

১২সি, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলকাতা - ৭০০ ০৭৩